আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত তথা
মাসলাকে আলা হযরত-এর মুখপত্র

بلغ العلیٰ بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ
حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ

جشن عید میلاد النبی ﷺ

মাসিক পত্রিকা

আল-মিসবাহ

SEPTEMBER
2024

প্রকাশনায়

সুন্নী ইসলামিক মিশন

হেড অফিস-
আল-জামিয়াতুল আশরাফিয়া
(মুবারকপুর, আজমগড়, উত্তর প্রদেশ)

পরিচালনায় :-WB MISBAHI NETWORK

স্মরণার্থে

জালালাতুল ইলম,
হুযূর হাফিযে মিল্লাত
রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ

উপদেষ্টা পরিষদ

মুহাক্কিকে মাসায়েলে জাদীদাহ হযরত আল্লামা **মুফতী মুহাম্মদ নেযামুদ্দীন** রেজবী বারকাতী মিসবাহী
(শাইখুল হাদীস ও ইফতা বিভাগের প্রধান আল জামেয়াতুল আশরাফিয়া, মোবারকপুর, ইউ.পি.)
আদীবে শাহীর আল্লামা **মুফতী শাহযাদ আলম** মিসবাহী রেজভী
(শাইখুল আদব জামিয়াতুর রেযা, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি.)
হযরত আল্লামা **মুফতী আব্দুল খালিক্ব** সাহেব
(প্রধান শিক্ষক জামে আশরাফ কিছৌছা শরীফ, ইউ.পি.)
হযরত আল্লামা **মুফতী অয়েযুল হক** হাবীবী মিসবাহী
শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা, পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা
হযরত আল্লামা **শাহজাহান আলম** আযীযী
শাইখুল হাদীস চান্দপুর মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদা।
মুফতী **মকবুল আহমদ মিসবাহী** দঃ২৪পরগনা
হযরত আল্লামা **মুফতী যুবায়ের আলম** রেজভী সাহেব মুর্শিদাবাদ ।
হযরত আল্লামা **মুফতী আলিমুদ্দিন** রেজভী সাহেব মুর্শিদাবাদ ।
আল্লামা **ডাঃ সাজ্জাদ আলম** মিসবাহী
আল্লামা **ডাঃ সাদরুল ইসলাম** মিসবাহী
আল্লামা **আব্দুর রহীম মিসবাহী,** মালদা
মুফতী **ফজলুল রহমান** মিসবাহী
মুফতী **আমজাদ হুসাইন সিমনানী,** দঃ দিনাজপুর
মুফতী **আব্দুল আজীজ কালিমী,** মালদা
মুফতী **লতফুর রহমান মিসবাহী আজহারী,** মালদা
মুফতী **শাহজাহান,** বীরভূম
মুফতী **আলী হুসাইন** তাহসীনী
মুফতী সাবির আলী মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ

ফাতওয়া বিভাগের মুফতীয়ানে কেরাম

হযরত আল্লামা মুফতী অয়েযুল হক হাবীবী মিসবাহী
শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা,
পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা

মুফতী রফীক আলম মিসবাহী, মালদা
সিনিয়র শিক্ষক মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা,
পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা

মুফতী মঈন উদ্দীন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ
হেড শিক্ষক সুলতানপুর ও মালীপুর সুন্নী মাদ্রাসা

মুফতী আলামীন মিসবাহী, পাকুড়
জামিয়া রাজ্জাকিয়া কালীমিয়া আরবী ইউনিভার্সিটি,
সাইদা পুর, মুর্শিদাবাদ।

মুফতী আবূ বকর মিসবাহী, বীরভূম
শাইখুল হাদীস মেটিয়াব্রুজ, কোলকাতা

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর
সিনিয়র শিক্ষক খালতিপুর মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদা।

সদস্য মন্ডলী

মুফতী রাফিক আলম মিসবাহী	মুফতী জয়নুল আবেদীন মিসবাহী
মুফতী শামসুদ্দীন মিসবাহী	ক্বারী সৈয়দ মাজহারুল হক্ব মিসবাহী
মুফতী মুক্বসিদ মিসবাহী	মাওলানা আলী রেযা মিসবাহী
মুফতী আফতাব আলম মিসবাহী	মাওলানা আব্দুল মাবুদ মিসবাহী
মুফতী মঈনুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা আকবর আলী মিসবাহী
মুফতী উমর ফারুক মিসবাহী	মাওলানা গোলাম গৌস মিসবাহী
মুফতী সুলতান আলী মিসবাহী	মাওলানা আব্দুল কাবির সাহেব
মুফতী সাহীমুদ্দীন মিসবাহী আজহারী	মাওলানা মুস্তাক্বীম রাজা মিসবাহী
মুফতী হাশিমুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা দাতা মাহবুব মিসবাহী
মুফতী আতাউর রহমান মিসবাহী	মাওলানা ইনজেমা-মুল হক্ব মিসবাহী
মুফতী গুলাপ হুসাইন মিসবাহী	মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মিসবাহী
মুফতী আলামিন মিসবাহী	মুফতী নুরুল ইসলাম
মুফতী মুঈজুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা শামীম আখতার মিসবাহী
মুফতী জাহাঙ্গীর আলম মিসবাহী	মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী
মুফতী আসমাউল হক্ব মিসবাহী	মাওলানা সুলাইমান মিসবাহী
মুফতী বিলাল হুসাইন মিসবাহী	সৈয়দ সামিরুল ইসলাম চিশতী
মুফতী আবু বকর মিসবাহী	মুফতী মেহেরবান আলী
মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী	সৈয়দ গোলাম মুসতারশিদ আল-ক্বাদরী
মাওলানা মোমিন আলী মিসবাহী	মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী
মুফতী গোলাম মুস্তাফা মিসবাহী	মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মারকাযী
মুফতী আনজারুল ইসলাম মিসবাহী	ক্বারী সাজিদুল ইসলাম মিসবাহী
মুফতী মারজান মিসবাহী	মুফতী মুসলিম আলী
মুফতী মুতিউর রহমান মিসবাহী	ক্বারী স্বয়নুল ইসলাম মিসবাহী
মুফতী গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী	জনাব শাহিদুল ইসলাম সাহেব
মুফতী তৌহীদুর রহমান আলাঈ জামেঈ	হাফিজ মেহেদী হাসান সাহেব
মাওলানা দাউদ আলম মিসবাহী	মাওলানা নাসির শেখ মিসবাহী
ক্বারী সাজিমুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা হিশামুদ্দিন মিসবাহী
হাফিয মুস্তাকিম	মাওলানা হাশিমুদ্দিন মিসবাহী
মাওলানা গুলাম মুস্তফা	মাওলানা মাসউদুর রহমান
মুফতী জাহাঙ্গীর আলম রেজবী, ঝাড়খন্ড	মুফতী আবুল কালাম আজাদ, মুর্শিদাবাদ
মুফতী আবরার আলম মিসবাহী	মুফতী সাবির মিসবাহী
ক্বারী আমির সোহেল মিসবাহী	ক্বারী মুনিরুদ্দিন মিসবাহী
হাফিয তারিক রেজা	মাওলানা কুরবান সেখ মিসবাহী
মুফতী মেরাজ রেজা আসবী	মাওলানা মিনসারুল শেখ মিসবাহী
মাওলানা কলিমুদ্দিন মিসবাহী	ক্বারী ইউসুফ সেখ আমজাদী
মাওলানা মাহফুজুল ইসলাম মিসবাহী	আনিসুর রহমান
মাওলানা নূর মোহাম্মদ মিসবাহী	তাহসীন রেজা
মাওলানা ইসমাঈল সেখ মিসবাহী	ইমাম হোসেন

সূচীপত্র

বিষয় ও লেখক | পৃষ্ঠা নং

1 | ১২ ই রবিউল আউয়ালে ঈদ পালন করা কি অবৈধ? মুফতী রফিক আলম বারকাতী মিসবাহী, মালদা | 2

2 | ফরজ নামাজের পর সম্মলিত দুয়া করার বিধান মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী, দঃ দিনাজপুর | 5

3 | এক নজরে হুযূর আলা হযরত ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুফতী আলীমুদ্দীন রেজবী মাযহারী, মুর্শিদাবাদ | 10

4 | ইলমে হাদীসে হুযূর আলা হযরতের পান্ডিত্য (২য় ও শেষ পর্ব) মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর | 12

5 | হুজুর সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন তারিখে শুভ আগমন করেছিলেন? মাওলানা আশিকুল হক মুজাদ্দেদী, মুর্শিদাবাদ | 17

6 | নামাজে জানাযার নিয়মাবলী পবিত্র হাদীসের আলোকে মাওলানা মনিরুল ইসলাম, মালদা | 19

7 | ইকামতকালে দাঁড়ানোর সঠিক সময় মুফতী মেরাজ রেজা আসবী, পূর্ব বর্ধমান | 24

8 | কিয়াম- সালামের বৈধতা ও বিরোধীদের আপত্তির জবাব মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী, বীরভূম | 29

9 | সহীহ হাদীসের ব্যাখ্যা মাওলানা হেশামুদ্দীন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ | 36

10 | নবী প্রেমে আলা হযরত রচিত কিছু নাত শরীফ ও ব্যাখ্যা মাওলানা আব্দুল ওয়াজিদ আলীগ, বর্ধমান | 41

11 | পশ্চিমবঙ্গে ইসলাম প্রচারে ওলী ও আলিমগণের অবদান মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী দঃ চব্বিশ পরগনা | 49

১২ই রবিউল আউয়াল -এ ঈদ পালন করা কি বৈধ

মুফতী মোহাম্মদ রাফিক আলাম বারাকাতি মিসবাহী

পবিত্র কোরআন শরীফে রয়েছে:

قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنْكَ

অর্থাৎ:-হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম খোদার দরবারে আরজ করেন, হে আল্লাহ হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের ওপর আসমান হতে মায়েদাহ নাযিল করুন। যেটি আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্বপুরুষ ও পরবর্তীদের জন্য ঈদ হয়।

(সূরাতুল মায়েদাহ আয়াত নং ১১৪)

"আল মাহিদাহ" কথাটির অর্থ হল দস্তরখান (যা বিছিয়ে খাবার খাওয়া হয়) খাবারের টেবিল বলা যেতে পারে। উক্ত আয়াতটির পূর্বে "মায়েদাহ" সম্বন্ধিত দুটি আয়াত বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত ঈসা নবীকে যখন তার উম্মতরা বলল যে আল্লাহ আকাশ থেকে আমাদের জন্য দস্তরখান অবতীর্ণ করতে পারবেন না ? বললেন যদি তোমরা ঈমানদার হও তাহলে খোদাভীরুতা অবলম্বন করো। তারা বলল আমাদের ইচ্ছা যে তা থেকে আমরা আহার ভক্ষণ করব এবং আমাদের মন সন্তুষ্টি অর্জন করবে এবং আমরা স্বচক্ষে দেখে নিব যে, আপনি যা বলেন তা সত্য এবং আমরা তার প্রতি সাক্ষী হয়ে যাব।

হযরত ঈসা নবী আপন হাওওয়ারীদের (বন্ধুদের) বললেন তোমরা ৩০টি রোজা রাখো তারপর যে দোয়া আল্লাহর দরবারে করবে সেটি আল্লাহ তাআলা গ্রহণ করবেন। হযরত ঈসা নবী আলাইহিস সালাম ৩০টি রোজার পর গোসল করলেন। মোটা পোশাক পরিধান করলেন। দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। এবং মাথা নত অবস্থায় আল্লাহ পাকের দরবারে অসরুভরা নয়নে দোয়া করলেন। যে আয়াতটি সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম খোদার দরবারে আরজ করেন, হে আল্লাহ হে আমাদের পালনকর্তা আমাদের ওপর আসমান হতে মায়েদাহ নাযিল করুন। যেটি আমাদের জন্য এবং আমাদের পূর্বপুরুষ ও পরবর্তীদের জন্য ঈদ হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ঈসা নবীর দোয়া কবুল করলেন এবং আসমান হতে মায়েরাহ অবতীর্ণ করলেন যেটি একটি দস্তরখান তাতে থাকতো মাংস এবং রুটি। উক্ত আয়াত দ্বারা তফসির কারকগণ আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে রহমত পেয়ে খুশি উদযাপন করা ও আনন্দিত হওয়া জায়েজ বলেছেন। যেমন- হযরত ঈসা নবী যেদিন মায়েদাহ নাযিল হলো সেদিনকে ঈদ অর্থাৎ খুশির দিন বলেছেন। নিশ্চয়ই আসমান হতে রুটি ও মাংস ভরা দস্তরখান আসা একটি রহমত। এখান থেকে আমরা স্পষ্ট রূপে বুঝতে পারলাম যে, সামান্য ঈসা নবীর উম্মতের জন্য আসমান হতে দস্তরখান আসা যদি ঈদ এবং খুশির দিন হয়। তাহলে দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন এই পৃথিবীর বুকে আগমন করেন সেদিন কি ঈদের দিন নয় ? সেদিন কি খুশি উদযাপনের দিন নয় ? অবশ্যই অবশ্যই সেদিন ঈদের দিন খুশির দিন। ও আনন্দের দিন। কেননা, দয়ার নবী সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম এর আগমন হল আল্লাহ পাকের সবচেয়ে বড় রহমত।

ঈদ মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বপ্রথম যিনি পালন করেন। এবং যিনাকে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তিনি হলেন এরবিলের

বাদশাহ শাহ মুজাফফর।

হাফিজ ইবনে কাসীর রহিমাহুল্লাহ আলবিদায়া ওয়ান নেহায়া গ্রন্থতে বলেন এরবেলের বাদশাহ শাহ মোজাফফার সর্বপ্রথম ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদযাপন করেন। এবং রবিউল আউয়াল মাসে মিলাদ শরীফের আয়োজন করতেন তাতে বড় বড় ওলামায়ে কেরামগণ ইসলামিক চিন্তাবিদদের নিমন্ত্রণ করতেন। তার শাসনামল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল। তিনি ৬৩৬ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন নেক পরহেজগার ও বীর সাহসী ইসলামী যোদ্ধা ও ন্যায় পরায়ণ বাদশা ছিলেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ :مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ :فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আসেন।তিনি ইহুদীদেরকে আশুরার দিনে রোজা রাখতে দেখেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল যে এটি একটি উত্তম দিন। এই দিনে আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে তাদের শত্রু (ফেরাউন) থেকে রক্ষা করেন। এ কারণে মুসা আলাইহিস সালাম সেদিন রোজা রেখেছিলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বললেন : তাহলে আমরা আপনার চেয়ে (হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এর আনন্দ ভাগাভাগি করার) বেশি হকদার। তাই হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন রোযা রেখেছিলেন এবং সাহাবীদেরকেও তা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (বুখারী শরীফ হাদিস নম্বর ২০০৪)

উক্ত হাদিস শরীফের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম দিবস কে কেন্দ্র করে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করার আসল ও দলীল হচ্ছে উক্ত হাদিসটি। কারণ, উক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে কোনো দিনে আল্লাহ কোনো নেয়ামত দান করেন, সেই দিন আমাদের আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জন্ম ও আবির্ভাবের চেয়ে বড় নেয়ামত আর কি আছে ? সুতরাং যেদিন আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন, সেই দিন বিভিন্ন ইবাদত করা যেমন নফল নামাজ পড়া, রোজা রাখা, দান-খয়রাত করা এবং কোরআন শরীফ তিলাওয়াত করা ও আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করা উক্ত হাদীস অনুসারে জায়েজ।

হাফিজ ইবনে হাজারের আগে আল্লামা ইবনে রজব হাম্বলী এই উৎপত্তি আবিষ্কার করেন। দেখুন উপরোক্ত দলিলাদি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন করা জায়েজ ও উত্তম নেকির কাজ আজ থেকে প্রায় ৮০০/৯০০ বছর ধরে আল্লাহ তায়ালার নেক বান্দাগণ ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর মাহফিলের আয়োজন করে আসছেন। আর আজকের কিছু নামধারী মৌলভিরা সেটাকে শিরক ও বিদআতের আখ্যা দিতে কিঞ্চিত পরিমাণ দ্বিধাবোধ করে না। আল্লাহ তাদের হেদায়েত দিন।

শাইখ ইমাম শাহাবুদ্দিন আবু মোহাম্মদ আব্দুর রহমান বিন ইসমাইল আল মারুফ আবু শামা রাহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি(ইন্তেকাল ৫৯৯ হিজরী) নিজকিতাব আলবায়িসু আলা ইনকারিল বিদায়ি ওয়ালহাওয়াদিস এর মধ্যে পরিষ্কারভাবে বলে গেছেন যে, আমাদের সময়ে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিন পালন করা হয়, দান-খয়রাত করা হয়, আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং গরীব, দরিদ্রদের সাথে সদয় আচরণ করা হয় "যে ব্যক্তি এই উদ্ভাবন করেছে" আল্লাহ তাকে উত্তম প্রতিদান দিন। (আলবায়িসু আলা ইনকারিল বিদায়ি ওয়ালহাওয়াদিস পৃষ্ঠা নম্বর ২১)

ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম পালন করা জায়েজ সম্বন্ধে শতাধিক গ্রন্থ আছে যা থেকে প্রমান হয় যে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পালন করা নিঃসন্দেহে জায়েজ এবং উত্তম নেকির কাজ। তবে হ্যাঁ মনে রাখতে হবে এটা সুন্নত ওয়াজিব ফরজ নয়। এটি কেবল মুস্তাহাব জিনিস। তার সাথে সাথে একথাও মনে রাখতে হবে যে, অনেক সময় ওয়াজিব ও ফরজের তুলনায় মুস্তাহাবের নেকি বেশি হয়ে থাকে। যেমন নামাজের সময় হলে ওযু করা ফরজ। এবং নামাজের সময়ের পূর্বে অযু করা মুস্তাহাব। কিন্তু সময়ের পূর্বে অযু করে নামাজের অপেক্ষায় থাকা সময়ের মধ্যে অযু করার চাইতে অধিক নেকি। (আল আশবাহ ওয়াননাযায়ির ১৩ তম কায়দা পৃষ্ঠা নম্বর ১৩১ / বাহারে শরীয়ত ১৯ তম খন্ড পৃষ্ঠা নম্বর ১১০৫)

সুতরাং ঈদে মিলাদুন্নবী আমরা পালন করে থাকি আর করেই যাবো ইনশাআল্লাহ যেটি নিঃসন্দেহে, জায়েজ জায়েজ জায়েজ।

হেদায়া আখেরাইন কিতাবুল বোইয়ুর মধ্যে একটি যুজিয়া রয়েছে

لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس

অর্থাৎ:-যেসব ইসলামী কার্যকলাপের বিপক্ষে কোনো দলীল নেই সেটি মানুষের অভ্যাসের ওপর নির্ভর করে। এবং এটির আসল ও দলিল হচ্ছে

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ

অর্থাৎ:-অধিকাংশ মুসলমান যেটিকে ভাল মনে করে সেটি আল্লাহর নিকটেও ভালো।

এবারে গল্প হল যারা বলে ঈদে মিলাদুন্নবী সাহাবায়ে কেরামগণ পালন করেননি, আমরা কেন করব? তাদের কাছে অনুরোধ যে তারা ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করার বৈধতার বিপক্ষে কোরআন ও হাদীসে কোনো দলীল আছে কি ? না। নেই। কোনোদিনই কেউ ঈদে মিলাদুন্নবীর বৈধতার বিপক্ষে কোরআন ও হাদীস থেকে কোনরকমের কোনোভাবেই কোনমতেই দলিল দিতে পারবে না। কারণ, দলীল নেই তো তারা দেবে কোত্থেকে?

তবে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর পালন করার বৈধতা রূপে একাধিক দলীল রয়েছে একাধিক পুস্তক রয়েছে। তার মধ্যে আমি কিছু উপরে তুলে ধরলাম। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। আসুন আমরা সবাই মিলে আগামী ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফে ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোজা রাখা, কোরআন তেলাওয়াত করা, নফল ইবাদত করা, দান খয়রাত করা, এবং জুলুসের মাধ্যমে পালন করি।

নামাজ শেষে সম্মিলিত মুনাজাত মুস্তাহাব কর্ম

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী, কুশমান্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর

সম্মানিত সুধী! নামাজ শেষ করে ইমাম ও মুক্তাদী উভয় মিলে সম্মিলিত দুআ ও মুনাজাত করা একটি মুস্তাহাব কর্ম। এই দুআ ও মুনাজাত কে যেভাবে আমাদের জন্য ফরয বা ওয়াজিব বলা সঠিক হবেনা তদ্রূপ কারো জন্য এই দুআ ও মুনাজাত কে নাজায়েজ ও গুনাহ বলাও সঠিক নয়। কারণ এই দুআ যদিও নামাজের অঙ্গ নয় কিন্তু নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত এর পক্ষে বহু দলীলাদি বিদ্যমান তন্মধ্যে কিছু দলিল নিম্নে প্রদত্ত হলো-

আল্লাহ তা'লা বলেনঃ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

অনুবাদ-আর তোমাদের প্রতিপালক বলেছেন, 'তোমরা আমার কাছে দুআ কর, আমি অবশ্যই তোমাদের দুআ কবুল করব।

{সূরা মুমিন আয়াত নং-৬০}

উক্ত আয়াত দ্বারা স্বাধীনভাবে একাকী ও সম্মিলিত উভয় দুআ ও মুনাজাত প্রমাণ হয়। অতএব ফরয নামাজের পর সম্মিলিত দুআ ও মুনাজাত উপরোক্ত আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত।

عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ___ لَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ

অর্থাৎ- হযরত সাওবান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন:,,,, কোন ব্যক্তি জনসমষ্টির ইমামতি করে দুআর বেলায় তাদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দুআ করবে না। এরূপ করলে তাদের সাথে খেয়ানত করা হবে।

{সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নং-৯৭৬,, জামে তিরমিযী ১/৮২ হাদিস নং-৩৫৮,, সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং-৯০,, মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং-২২৪১৫,, আত-তারগীব মুনজিরী ৩/২৯৪ হাদিস নং-৪১৩৪}

ইমাম তিরমিজী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন: حَدِيثٌ حَسَنٌ হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণিত। {জামে তিরমিযী ১/৮২} ইমাম মুনজিরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ حسنه হাদিসটি হাসান।

{তারগীব মুনজিরী ৩/২৯৪}

তাছাড়া নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বহু হাদিস দ্বারা সম্মিলিত ও দলবদ্ধ মুনাজাতের গ্রহনযোগ্যতা ও গুরুত্ব প্রমাণিত। একাকী দুআ ও মুনাজাত অপেক্ষা সম্মিলিত ও দলবদ্ধভাবে দুআ করা আল্লাহর নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য ও পছন্দনীয়। যেমন-

عن حبيب بن مسلمة الفهرى قال سمعت روسو الله ﷺ يقول لا يجمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤ البعض الا أخابهم الله

অর্থাৎ- হযরত হাবীব বিন মুসলিমাহ আল-ফাহরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যখন অনেকগুলো মানুষ একত্রিত হয় এবং তন্মধ্যে কেউ দুআ করে আর কেউ আমীন আমীন বলে, আল্লাহ তা'লা সেই দুআ অবশ্যই কবূল করেন।

{আল-মুস্তাদরাক ৩/৩৯০ হাদিস নং-৫৪৭৮,, আত-তারগীব মুনজিরী ১/১৯৬ হাদিস নং-৭৪০,, সালাহুল মু'মিন ফি দুআ পৃঃ-১৫৫,, ইত্তেহাফুল মেহরাহ ইবনে হাজার ৪/২০৫ হাদিস নং-৪১৩৪,, ফাতহুল বারী ১১/২০০,, খাসাইসে কুবরা ২/৪৯৮,, কান্‌জুল উম্মাল ২/১০৭ হাদিস নং-৩৩৬৭}

عن حبيب بم مسلمة الفهرى قال للناس سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يجتمع ملأ فيدعو نعضهم ويؤمن سائر هم الا أجابهم الله

অর্থাৎ-হযরত হাবীব বিন মুসলিমাহ আল-ফাহরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি মানুষদের বলেন, আমি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি, যখন অনেকগুলো মানুষ একত্রিত ও দলবদ্ধ হয় এবং তন্মধ্যে কেউ দুআ করে আর বাকি সমস্ত ব্যক্তিরা আমীন আমীন বলে তখন আল্লাহ তায়ালা সেই দুআ অবশ্যই কবূল করেন।

{মু'জামে কাবীর তাবরানী ৪/২১ হাদিস নং-৩৫৩৬,, মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৭০ হাদিস নং-১৭৩৪৭}

ইমাম হাইসামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث

অর্থাৎ- ইবনু লাহিয়াহ ব্যাতীত হাদিসটির সমস্ত রাবীগণ সহীহ আর তিনি হলেন হাসান। (অর্থাৎ হাদিসটি হাসান সনদে বর্ণিত)

{মাজমাউয যাওয়াইদ ১০/১৭০ }

عن سلمان قال قال رسول الله ﷺ ما رفع قوم أكفهم الى الله يسألونه شيئا الا كان حقا على الله أن يضع فى أيديهم الذى سألوا

অর্থাৎ- হযরত সালমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন অনেকগুলো মানুষ সম্মিলিতভাবে নিজ হাত উত্তোলন করে আল্লাহু তা'লার নিকট দুআ করে তখন আল্লাহ তা'লা তাদের হাতে অবশ্যই সেই বস্তু প্রদান করেন যা তারা চেয়েছেন।

{মু'জামে কাবীর তাবরানী ৬/২৫৪ হাদিস নং-৬১৪২,, মাজমাউয যাওৎআইদ ১০/১৬৯ হাদিস নং-১৭৩৪১,, জামে সাগীর হাদিস নং-১১৮৫৪,, আদ-দুর্‌রুল মানসূর ১/৪৭১,, কান্‌জুল উম্মাল ২/৬৬ হাদিস নং-৩১৪৫,, আত-তাইসীর শারহে জামেয় সাগীর ২/২৫০}

ইমাম হাইসামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح

অর্থাৎ-ইমাম তাবরানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।

{মাজমাউয যাওৎআইদ ১০/১৬৯}

ইমাম মানাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ ورجاله رجال الصحيح হাদিসটি সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। {আত-তাইসীর ২/২৫০}

সম্মানিত সুধী! উপরক্ত হাদিস সমূহ হতে এ কথা প্রতীয়মান হলো যে, মুসলিম সম্প্রদায় কোথাও একত্রিত হয়ে দলবদ্ধ ও সম্মিলিতভাবে দুয়া করলে আল্লাহ তা'লার দরবারে তা অবশ্যই কবুল হয় এবং আল্লাহ তা'লা সম্মিলিত দুআকে বেশি কবুল করেন। আমরা মুসলিমরা যেহেতু নামাজের জন্য একত্রিত হই তাই সেখানেও দলবদ্ধ ও সম্মিলিত দুআ করে থাকি যাতে আল্লাহ তা'লা আমাদের সেই দুআগুলো কবুল করেন। ফরজ নামাজ বাদ হক অথবা অন্য কোথাও, সম্মিলিত মুনাজাত ও দলবদ্ধ দুআ এর পক্ষে উপরোক্ত হাদিসগুলো দলিল হিসেবে কাজ করে। সুতরাং সম্মিলিত মুনাজাত ও দুআ কে নাজায়েজ ও গুনাহ বলে নিজের আখেরাতকে নষ্ট করার চেষ্টা করবেন না। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সম্মিলিত মুনাজাত করার তৌফিক দান করুন।

প্রশ্নঃ-সম্মানিত সুধী! কিছু মুর্খ মানুষ প্রশ্ন করে, উপরোক্ত দলীল গুলো দ্বারা যদিও সম্মিলিত দুআ ও মুনাজাতের প্রমাণ পাওয়া যায় কিন্তু হাদিসগুলির মধ্যে যেহেতু "নামাজের শেষে" কথাটি উল্লেখ নেই তাই এই হাদিসগুলো নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত এর পক্ষে গ্রহনযোগ্য হতে পারেনা।

উত্তরঃ-উপরোক্ত হাদিস সমূহে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো সময় ও স্থান নির্দিষ্ট করেননি বরং স্বাধীনভাবে সম্মিলিত ও দলবদ্ধ দুয়ার গুরুত্ব ও ফজিলত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং নামাজের পর সম্মিলিত দুআ এর পক্ষে উক্ত হাদিসগুলো একইভাবে গ্রহনযোগ্য হবে। যদি উক্ত হাদিস সমূহে "নামাজের পর" কথাটি উল্লেখ না থাকার কারণে হাদিসগুলো নামাজের পর সম্মিলিত দুআ ও মুনাজাতের পক্ষে গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উক্ত হাদিস গুলো বেকার ও অনর্থক প্রমাণিত হবে। কারণ যদি কোন ব্যক্তি এই হাদিসগুলোকে কেন্দ্র

করে কোন মাহফিলে সম্মিলিত মুনাজাত করে তাহলে প্রশ্নকারী আবার প্রশ্ন করবে যে হাদীসে তো "মাহফিল" এর কথা উল্লেখ নেই। তদ্রূপ যদি কোন ব্যক্তি এই হাদিসগুলো কেন্দ্র করে বাড়িতে অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মিলিত মুনাজাত করে আবারো প্রশ্নকারী বলবে যে হাদিসে তো "বাড়ি" অথবা "যুদ্ধক্ষেত্র" উল্লেখ নেই। সম্মানিত সুধী! প্রশ্নকারীর এসব যুক্তিহীন ও হাদিস বিরোধী প্রশ্নকে যদি সমর্থন করেন তাহলে শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই হাদিস সমূহের উপর কোন ক্ষেত্রেই আমল করা যাচ্ছে না। আর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর কোন হাদিস ও কথাকে অনর্থক ও বেকার প্রমাণিত করা কোনো প্রকৃত মুসলিমের জন্য বৈধ নয়। অতএব নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দলবদ্ধ ও সম্মিলিত দুয়া সংক্রান্ত উপরোক্ত হাদিস সমূহকে স্বাধীনভাবে আমলযোগ্য মেনে নেওয়াই হল একজন প্রকৃত মুসলিমের কর্তব্য ও জরুরী।

তাছাড়া নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বারা যেভাবে নামাজের পর হাত তুলে দুআ প্রমাণিত তদ্রূপ তাঁর প্রিয় সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর স্পস্ট কর্ম দ্বারাও নামাজের পর সম্মিলিত দুআ ও মুনাজাত প্রমাণিত। যেমন ইমাম ইবনে কাসীর রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর জগৎ বিখ্যাত গ্রন্থ "আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া" এর মধ্যে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুস্তাজাবুদ দুআ সাহাবী হযরত আলায়া বিন হাযরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু এর একটি ওয়াকিয়া উল্লেখ করেন যে,

وقد كان العلاء من سادات الصحابة العلماء العباد مجابي الدعوة،
اتفق له في هذه الغزوة أنه نزل منزلا ونودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر فصلى بالناس فلما قضى الصلاة جثا على ركبتيه وجثا الناس، ونصب في الدعاء ورفع يديه وفعل الناس مثله حتى طلعت الشمس

অর্থাৎ- নিশ্চয়ই হযরত আলায়া বিন হাযরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন সম্মানিত আলিম সাহাবীগণের অন্তর্ভুক্ত। যার দুআ সর্বদা আল্লাহ কবুল করেন। তিনি সেই গাযওয়ায় এক স্থানে অবস্থান করলেন। ----------
ফজরের ওয়াক্ত হলে ফজরের নামাজের জন্য আযান দেয়া হল। অতঃপর হযরত আলায়া বিন হাযরামী রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকজনদের (সাহাবা ও তাবেয়ীনদের) নামাজ পড়ালেন। যখন তিনি নামাজ সমাপ্ত করলেন তখন উভয় হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বসে পড়লেন ও মুক্তাদীগণো তদ্রূপ বসে পড়লেন অতঃপর তিনি হাত তুলে দুআ করতে লাগলেন এবং মুক্তাদীগণো তাঁর মত হাত তুলে দুআয় শরিক হলেন। সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তারা দুআ করতেই থাকেন।
{আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ইবনে কাসীর ৬/৩২৮}

সম্মানিত সুধী! উপরোক্ত বর্ণনা হতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হল যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসংখ্য সাহাবায়ে কেরাম নামাজের পর সম্মিলিত ও দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দুআ করেছেন। এবার প্রশ্ন হল, সাহাবাগণ কি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদিস বুঝতেন না? সাহাবাগণ এই কর্মের মাধ্যমে কি গুনাহ করেছেন ? সাহাবাগন কি এই কর্মের মাধ্যমে অভিশপ্ত বিদআত কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন ? (নাউযুবিল্লাহ)

সম্মানিত পাঠক! যদি উপরোক্ত প্রশ্ন সমূহের উত্তর হয় "না" আর এটাই সঠিক ও ইমানী উত্তর। তাহলে জেনে রাখুন! যে সমস্ত ব্যক্তিরা ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত করে তারাও এর মাধ্যমে কোন গুনাহ করে না, আর না এই কর্মের মাধ্যমে অভিশপ্ত বিদআত কর্মের সঙ্গে জড়িত হয়, বরং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের হাদিস ও কর্মের উপর আমল করার কারণে দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে সুখময় করে নেয়।
আল্লাহ তা'আলা আমাদের সমস্ত মুসলিম ভাই বোনদের সঠিক বুঝার ও সঠিক আমল করার তৌফিক দান করুন।
ইমাম নবাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

اتفق الشافعي والأصحاب وغيرهم رحمهم الله على أنه يستحب ذكر

الله تعالى بعد السلام ويستحب ذلك الامام والمأموم والمنفرد والرجل والمرأة والمسافر وغيره ويسحب أن يدعو أيضا بعد السلام بالاتفاق وجائت فى هذه المواضع أحاديث كثيرة صحيحة فى الذكر والدعاء

অর্থাৎ- ইমাম শাফেয়ী, তাঁর সাথী এবং অন্যান্য ইমামগণ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম এবিষয়ে একমত যে, সালামের পর আল্লাহর যিকর করা মুস্তাহাব কাজ। আর এই মুস্তাহাব হল ইমাম, মুক্তাদী, একাকী নামাজ আদায়কারী, পুরুষ, মহিলা সবার জন্য। তদ্রূপ সালাম ফিরানোর পর দুআ করাও সর্বসম্মতিক্রমে মুস্তাহাব। নামাজের পর যিকর ও দুআ সংক্রান্ত বহু সহীহ হাদিস বর্ণিত হয়েছে।

{মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব ৩/৪৮৫}

ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

قوله باب الدعاء بعد الصلاة أى المكتوبة وفى هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع

অর্থাৎ- ইমাম বুখারী ফরয নামাজের পর দুআর অনুচ্ছেদ এনে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের খন্ডন করে দিয়েছেন যারা মনে করে নামাজের পর দুআ বৈধ নয়। {ফাতহুল বারী ১১/১৩৩}

তথাকথিত আহলে হাদীস আলিমগণের নিকটও নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত জায়েজ

সম্মানিত সুধী! আজ থেকে প্রায় দশ-পনেরো বছর আগ পর্যন্ত গায়ের মুকাল্লিদ ও আহলে হাদীস শায়েখ, আলিম, মৌলবী ও সাধারণ জনতা সবাই নামাজের পর সম্মিলিত দুআ ও মুনাজাত করতেন কিন্তু বর্তমান তথাকথিত এই আহলে হাদীসরা নামাজের পর সম্মিলিত দুআ ও মুনাজাত পরিত্যাগ করে দিয়েছেন। সঠিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের গ্রহণযোগ্য সমস্ত আলিমদের নিকট নামাজের পর সম্মিলিত দুআ না-জায়েজ ও বিদআত নয় বরং জায়েজ ও বৈধ। এটাও সত্য যে, তাদের কিছু আলিম এটাকে বিদআত ও না-জায়েজ বলেছেন। যেমন -

তথাকথিত আহলে হাদীসদের বিখ্যাত মুহাদ্দিস আব্দুর রাহমান মোবারকপুরি বলেনঃ

اعلم أن علماء أكثر الحديث قد اختلفوا فى هذا الزمان فى أن الامام اذا انصرف من الصلاة المكتوبة هل يجوز له أن يدعو رافعا يديه ويؤمن من خلفه من المأمومين رافعى أيديهم فقال بعضهم بالجواز وقال بعضهم بعدم جوازه ظنا منهم أنه بدعة قالوا ان ذلك لم يثبت عن رسول الله ﷺ بسند صحيح بل هو أمر محدث وكل بدعة وأما القائلون بالجواز فاستدلوا بخمسة أحاديث

অর্থাৎ- জেনে রাখুন! বর্তমান সময়ে আহলে হাদীসদের আলিমগণ এই ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেছেন যে, ইমাম যখন ফরয নামাজ হতে ফারেগ হবেন তখন তার জন্য হাত তুলে দুআ করা এবং পিছনের মুক্তাদীদের হাত তুলে আমীন বলা কি জায়েজ? একদল আহলে হাদীস আলিমগণ তা জায়েজ বলেছেন এবং কিছু আলিম তা এই ভেবে না-জায়েজ বলেছেন যে এটা বিদআত কাজ, কারণ উক্ত কর্ম নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদিস হতে প্রমাণিত নয় বরং এটা নতুন আবিষ্কৃত বস্তু আর প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত বস্তু হলো বিদআত। পক্ষান্তরে যে আহলে হাদীস আলিমগণ জায়েজ বলেছেন তারা নিজ মতের পক্ষে পাঁচটি হাদিস দ্বারা দলিল দিয়েছেন।

{তোহফাতুল আহ্ওয়াজী ২/১৭০}

অতঃপর শায়েখ আব্দুর রাহমান মোবারকপুরি সেই পাঁচটি হাদিস উল্লেখ করার পর নিজের মত ব্যক্ত করেনঃ

القول الراجح عندى أن رفع اليدين فى الدعاء بعد الصلاة جائز لو فعله أحد لا بأس عليه ان شاء الله تعالى والله تعالى أعلم

অর্থাৎ- আমার কাছে সবচেয়ে সঠিক বক্তব্য হলো, নামাজের পর হাত তুলে দুআ করা জায়েজ। যদি কেউ নামাজের পর হাত তুলে দুআ করে তাহলে ইনশাআল্লাহ কোনো সমস্যা হবেনা।

{তোহফাতুল আহ্ওয়াজী ২/১৭৩}

আহলে হাদীসদের প্রতিষ্ঠাতা ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ইমাম শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী বলেনঃ

"অবশ্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম নামাজের পরে যেসব

দোয়া পড়ার কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো পড়ার পর একসাথে হাত তুলে দোয়া করলেও কোন দোষ হবে না বলে ওলামায়ে কেরামের একদল অভিমত প্রকাশ করেছেন।"

এরপর শায়েক নাসিরউদ্দিন আলবানী সাহেব নিজের মত ও পথ ব্যক্ত করেন এইভাবে--

"জরুরী না ভেবে ফরজ নামাজের জামাতের পর একসাথে দোয়া করা যেতে পারে"

{রাসূলুল্লাহ এর নামাজ (বাংলা অনুবাদ) পৃঃ ২৭৬ ছাপাখানা - মিনা বুক হাউস}

আহলে হাদিসের মুখপাত্র মিয়া নাজীর হুসাইন দেহলভী বলেনঃ

صاحب فهم پر مخفی نه رهے که بعد نماز فرائض کے هاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جائز و مستحب هے

অর্থাৎ- চিন্তাশীল ব্যক্তিদের নিকট গোপনীয় নয় যে, ফরজ নামাজের পর হাত তুলে মুনাজাত করা জায়েয ও মুস্তাহাব।

{ফাতাওয়ায়ে নাযীরিয়াহ ১/৫৬৬}

আহলে হাদিসের প্রশিদ্ধ আলেম ও মুখপাত্র মাওলানা ছানাউল্লাহ আমৃতসরী বলেনঃ

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد فرائض برفع یدین دعاء کی هے اور امت کو بھی ترغیب دی هے

অর্থাৎ- নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও ফরজ নামাজের পর দু'হাত তুলে দুআ করেছেন এবং উম্মতকেও উৎসাহ দিয়েছেন।

{ফাতাওয়ায়ে ছানাইয়্যাহ-১/৫০০}

সম্মানিত সুধী! উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হল যে, একদল আহলে হাদীস আলিম যেমন, শায়েখ আব্দুর রাহমান মোবারকপুরি, শায়েখ নাসিরুদ্দিন আলবানী ও অন্যান্য আহলে হাদীস আলিমগণ ফরয নামাজের পর সম্মিলিত দুআ ও মুনাজাত জায়েজ ও বৈধ বলেছেন। সুতরাং ফরয নামাজের পর হাত তুলে দুআ ও মোনাজাত যদি বিদআত হয় তাহলে বর্তমান আহলে হাদিস ব্যক্তিদের ঘোষণা দেওয়া উচিত যে, আমাদের যে সমস্ত শায়েখ ও জনসাধারণ ফরয নামাজের পর হাত তুলে দুআ কে সমর্থন করেছেন অথবা হাত তুলে দুআ করে ইন্তেকাল করেছেন তারা সকলেই জাহান্নামী।

এক নজরে হুযুর আলা হযরত

ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুফতী আলীমুদ্দীন রেজবী মাযহারী, মুর্শিদাবাদ

এক নজরে সংক্ষিপ্ত আকারে মুজাদ্দিদে আ'যাম আ'লা হাযরাত ইমাম আহমাদ রাযা খান কাদেরী বেরেলবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনী

১/ আরবী সাল হিসাবে জন্ম তারিখঃ- আ'লা হাযরাত ইমাম আহমাদ রাযা খান কাদেরী বেরেলবী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আরবী ১২৭২ হিজরী সনের শাওয়াল চাঁদের ১০ তারিখ শনিবারের দিন জোহরের সময়, জন্ম গ্রহণ করেন।

২/ ইংরেজী সাল হিসাবে জন্ম তারিখঃ- আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা, ১৮৫৬ সালের ১৪ই জুন শনিবার, জোহরের সময় জন্ম গ্রহণ করেন।

৩/ জন্ম স্থানঃ- অখন্ড ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বেরেলী জেলা শহরের জাসুলি নামক পাড়া বা মহল্লাতে আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা জন্ম গ্রহণ করেন।

৪/ পিতার নামঃ- আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমার পিতার নাম হলো, আল্লামা মুফতী নাক্বী আলী খান আলাইহির রহমা।

৫/ দাদা বা পিতামহের নামঃ- আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমার দাদা বা পিতামহের নাম হলো, আল্লামা মুফতী রেযা আলী খানা আলাইহির রহমা।

৬/ আ'লা হাযরাতের নামঃ- আ'লা হাযরাতের বংশগত আক্বিকা দেওয়া নাম হলো, "মুহাম্মদ" দাদা জান নাম রেখেছিলেন, আহমাদ রাযা খান, ঐতিহাসিক নাম হলো, আল-মুখতার, তিনি নিজের নামের সাথে ব্যবহার করতেন, আব্দুল মুস্তাফা, না'ত শরীফ ইত্যাদিতে ব্যবহার করার জন্য তাঁর তাখাল্লুস ছিল, রযা, আম্মুজান আদর করে তাকে আম্মান মিয়া বলে ডাকতেন, তবে সারা বিশ্বে আ'লা হাযরাত বলেই তিনি বেশী পরিচিত।

৭/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা, মাত্র তিন বছর বয়সে আরবী ইসলামী লিখা পড়া শুরু করেন।

৮/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা মাত্র চার বছর বয়সে কোরআন শরীফ দেখে দেখে পড়া সমাপ্ত করেন।

৯/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা মাত্র ৬ বছর বয়সে নবী দিবস উপলক্ষে জাশনে ঈদে মিলাদুন্নবী সল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাহফিলে প্রকাশ্য জনসভায় কমবেশী দুই ঘন্টা বক্তব্য রাখেন।

১০/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা মাত্র ৮ বছর বয়সে বিশ্ব বিখ্যাত আরবী ব্যাকারণের বই হেদায়াতুন্নাহু'র আরবী শারাহ বা সহায়িকা প্রনয়ন করেন।

১১/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা মাত্র ১৩ বছর ১০ মাস ৫ দিন বয়সে প্রচলিত সমস্ত বিদ্যা অর্জন করে ফারাগাত লাভ করেন। প্রকাশ থাকে যে, সেই দিন-ই তাঁর উপর নামাজ ফরজ হয় বলে তিনি নিজেই ব্যক্ত করেন।

১২/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা সিলসিলায়ে আলিয়া ক্বাদেরীয়া রেজবীয়ার ৩৯তম ইমাম, শায়েখ ও মুর্শিদ।

১৩/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা আজীবন (নামাজের মসলায়) সাহেবে তারতীব ছিলেন। সুবহানাল্লাহ।

১৪/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা শিক্ষা

অর্জনের উদ্দেশ্যে কোন মাদ্রাসায় ভর্তি হননি।

১৫/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা জীবনের প্রথম যে ফতুয়া লেখেন সেটা হলো "শিশু অবস্থায় নাকের ভিতর দিয়ে পেটে দুধ চলে গেলেও দুধ মায়ের সম্পর্ক হয়ে যাবে" ।

১৬/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের প্রচুর সম্মান করতেন।

১৭/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা রাতে বিছানায় ঘুমাবার সময় নিজের শরীরকে ভাঁজ করে "মুহাম্মদ" শব্দের নক্বশা বানিয়ে ঘুমাতেন।

১৮/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা যখন শুনতেন বা জানতে পারতেন যে, কোন হাজি সাহেব হজ করে মদীনা শরীফ গিয়ে বাড়ি এসেছেন, তখন তিনি তাকে দেখতে গিয়ে হাজি সাহেবের পায়ে চুমা দিয়ে দিতেন।

১৯/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমার পীর ও মুর্শিদের নাম হলো, কুতুবুল আক্বত্বাব সৈয়দ খাজা আলে রাসূল মারেহারবী আলাইহির রহমা।

২০/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা মোট ১৩টি সিলসিলার খেলাফাত প্রাপ্ত পীর ও মুর্শিদ ছিলেন।

২১/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা মোট ১১৬ টি বিদ্যায় পারদর্শী আলিম ছিলেন। বহু বিদ্যার তিনি নিজেই আবিষ্কারক।

২২/ আমার জানা মতে আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা কমবেশী ১৪ শত কিতাব লিখেছেন বলে জানা যায়। তার মধ্যে কানযূল ঈমান ও ফাতাওয়া রেজবীয়া উল্লেখযোগ্য।

২৩/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর মহান মুজাদ্দিদ ছিলেন।

২৪/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমার মোট ৭টি সন্তান। তার মধ্যে ৫টি কন্যা সন্তান এবং ২ টি পুত্র সন্তান। প্রথম পুত্র সন্তান, হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মুফতী মোঃ হামিদ রাযা খান কাদেরী বেরেলবী আলাইহির রহমা। ও দ্বিতীয় পুত্র সন্তান, মুফতীয়ে আযামে হিন্দ আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ মুস্তফা রাযা খান কাদেরী বেরেলবী আলাইহির রহমা।

২৫/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা, ধর্মীয় ও সম্ভ্রান্ত বংশে শায়েখ ফাযলে হোসাইন সাহেবের কন্যা এরশাদ বেগমকে বিবাহ করেন।

২৬/ একটি বর্ণনা অনুযায়ী, আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা অখন্ড ভারতে কমবেশী ৩৮ জন যোগ্য খলিফা রেখে গিয়েছেন।

২৭/ আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা ৬৮ বছর বয়সে আরবী ইসলামী ১৩৪০ হিজরী সনের সফর চাঁদের ২৫ তারিখ শুক্রবার দুপুর ২:- ৩৮ মিনিটে ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি অ-ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

ইংরেজী তারিখ ছিল:- ১৯২১ সালের ২৮শে অক্টোবর শুক্রবার।

২৮/ হুযূর হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা মুফতী হামিদ রাযা খান মতান্তরে হুযূর স্বদরুশ শারীয়া আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী কাদেরী আ'যমী আ'লা হাযরাতের জানাযায় ইমামতি করেন।

২৯/ বেরেলী শরীফে দারুল উলুম জামিয়া রেজবীয়া মানজারে ইসলাম ও রেযা জামে মসজিদের উত্তর দিকে আ'লা হাযরাতের পবিত্র মাযার শরীফ রয়েছে।

১৯৮৬ সাল থেকে অদ্যাবধি আমি অধম তার নুরানী মাযার শরীফ শতাধিকবার যিয়ারত করার সুভাগ্য অর্জন করেছি।

আমার তাহক্বীক অনুযায়ী

বিঃ দ্রঃ:-(ক) আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা বিরচিত হাদায়েক্বে বাখশিশ নামক কিতাবে, শাজরা শরীফ, কাতয়া, রোবায়ী ও মুনাজাত ছাড়া, না'তে রাসূলের মোট সংখ্যা হচ্ছে - ১০৩ টি।

(খ) কা'বে কে বাদরুদ্দোজা তুম পে কারোড়োঁ দরুদ এর ছন্দ গুলি হচ্ছে মোট ৬০ টি।

(গ) আ'লা হাযরাত আলাইহির রহমা, বিরচিত "মুস্তাফা জানে রাহমাত পে লাখোঁ সালাম" এ মোট কতটা ছন্দ আছে, এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়।

কারো মতে-১৬৭টি, কারো মতে-১৭০টি, তবে প্রসিদ্ধ মত হলো ১৭২টি ছন্দ ।

তাযকেরায়ে মাশায়েখে ক্বাদেরীয়া রেজবীয়া, শারহে সালামে রাযা ইত্যাদি কিতাব দ্রষ্টব্য।

আরয গুযার ও দোওয়া প্রার্থী

(মুফতী) মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী জঙ্গীপুরী।
সহকারী শিক্ষক:- নাইত শামসেরিয়া হাই মাদ্রাসা (উচ্চ মাধ্যমিক) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

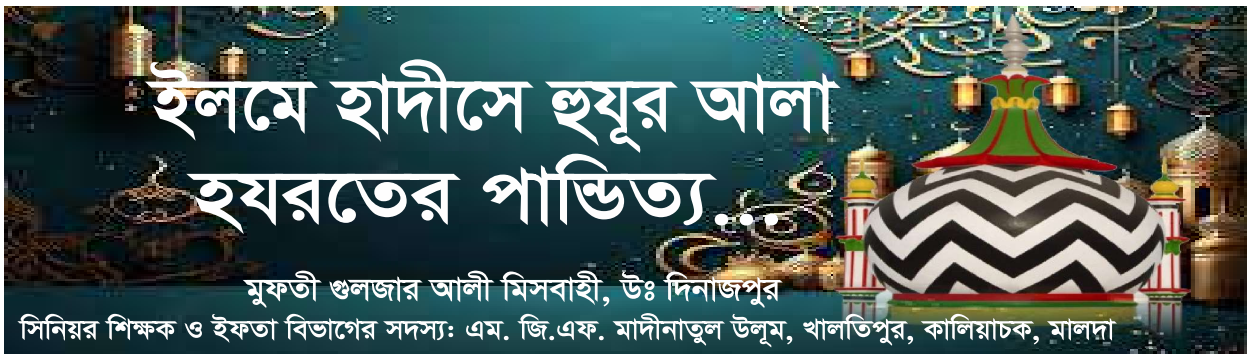

ইলমে হাদীসে হুযূর আলা হযরতের পান্ডিত্য...

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর
সিনিয়র শিক্ষক ও ইফতা বিভাগের সদস্য: এম. জি.এফ. মাদীনাতুল উলূম, খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা

আসমাউর রেজালে পান্ডিত্য

এ বিষয়েও হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু গভীর জ্ঞানের মালিক ছিলেন। হানাফী মাযহাবে কেবল আরাফার ময়দানে জহর ও আসরের নামায এবং মুযদালফায় মাগরীব ও এশার নামায প্রকৃত অর্থে একই ওয়াক্তে পড়া জায়েয আছে। বাকি অন্য কোন জায়গায় এইভাবে দুই ওয়াক্তের নামায একই ওয়াক্তে আদায় করা জায়েয নেই।

কিন্তু নাম ধারী আহলে হাদীসদের মৌলবি মিঞা নাজির হোসেন দেহেলবী নিজের কিতাব "মেয়ারুল হক" এর মধ্যে এর বিপরীত লিখে হানাফিদের পক্ষে যে সমস্ত সহীহ হাদীস ছিল সেগুলোকে যঈফ বলে প্রত্যাখ্যান করার অপচেষ্টা করে।

কিন্তু হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার চুরি এবং ধোঁকাবাজিকে ধরে ফেলেন। এবং এ মাসআলায় বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে ১৩৪ পৃষ্ঠায় "হাজিযুল হারামাইন "নামে একটি কিতাব রচনা করেন। উক্ত কিতাব পাঠ করলে বুঝা যায় যে, আসমাউর রেজাল সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান কত গভীর ছিল! এ বিষয়ে মিঞা নাজির হুসাইন দেহেলবী হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে মকতবের ছাত্রের মতো মনে হয়। আজ পর্যন্ত কোন গায়ের মুকাল্লিদ উক্ত রচনার জবাব দিতে পারে নি। আর কেয়ামত অবধি দিতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ।

আসলে ইমাম নাসায়ী হযরত ইবনে নাফে হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক সফরে হযরত ইবনে উমরের সাথে ছিলেন। তাঁরা খুবই দ্রুত ভাবে সফর করছিলেন। সূর্য ডুবে যাওয়ার কাছাকাছি ছিল। তিনি মাগরিবের নামায আদায় করেন এবং সূর্য ডুবে যাওয়ার পর এশার নামায আদায় করেন।

উক্ত বর্ণনা হতে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দুই নামাযকে একই ওয়াক্তের মধ্যে জমা করেননি বরং দৃশ্যত ও কার্যত ভাবে একত্রিত করেছিলেন। একথা মিঞা সাহেবের মতের বিরুদ্ধে ছিল। সে আপত্তি করে যে, ইমাম নাসায়ীর বর্ণনায় একজন বর্ণনাকারী আছে যার নাম ওয়ালীদ বিন কাসিম। সে বর্ণনা করতে গিয়ে ভুল করত। তাক্বরীব এর মধ্যে রয়েছে:

এ জন্য উক্ত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু এ আপত্তির একাধিক ভাবে খন্ডন করেন। যেমন-

(১) মিঞা সাহেব বিকৃত সাধন করেছেন। অর্থাৎ ইমাম নাসায়ী রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি শুধু বর্ণনাকারীর নাম নিয়েছিলেন ওয়ালীদ। তার পিতার নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু মিঞা সাহেব চালাকি করতে গিয়ে পিতার নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্ট করে দেন। অথচ নাসায়ীর বর্ণনায় ওয়ালীদ বিন কাসিম নয় বরং ওয়ালীদ বিন মুসলিম-কে বোঝানো হয়েছে। আর ওয়ালীদ বিন মুসলিম হল সহীহ মুসলিম শরীফের বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী।

(২) যদি সাময়িক সময়ের জন্য মেনে নেয়া যায় যে, তিনি ওয়ালীদ বিন কাসিম। তবুও তার বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা যাবে না। কেননা, ইমাম আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে বিশ্বস্ত বলেছেন। মুহাদ্দিসগণ তার বর্ণনা লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। ইবনে আদী বলেছেন যখন তিনি

বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হতে কোন রেওয়াত বর্ণনা করবেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই।

(৩) সহীহ বুখারী ও মুসলিমের মধ্যে এরকম কত বর্ণনাকারী আছে যাদের ব্যাপারে তাক্বরিবের মধ্যে বলা হয়েছে যে তারা صدوق يخطيئ তাহলে আপনি কি কসম খেয়ে বসে আছেন যে বুখারী ও মুসলিমের ওই সমস্ত বর্ণনা গুলি প্রত্যাখ্যান করবেন?

এরপরে আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ বিষয়ে জ্ঞানের ভান্ডার দেখুন। হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হাশিয়ার মধ্যে বুখারী ও মুসলিম হতে ৩০ জন এমন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেন যাদের ব্যাপারে আসমাউর রেজালের কিতাবসমূহের মধ্যে اخطا অথবা كثير الخطاء শব্দসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। এর পর বলেন এবার মিয়া সাহেব কি বুখারী ও মুসলিমের ৩০ জন বর্ণনাকারীর বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করবেন?

এইভাবে তিনি নামধারী আহলে হাদীসদের শাইখুল কুল মিঞা নাজীর হুসাইন দেহেলবীর পোষ্টমর্টেম করেন এবং প্রমাণ করেন যে, আরাফাহ ও মুযদালফা ব্যতিরেকে একই ওয়াক্তে দুই ওয়াক্তের নামায আদায় করা যাবে না।

এ বিষয়ে আরও একাধিক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এই একটি উদাহরণের উপর যথেষ্ট করা হলো।

ইলমে আসমাউর রেজালে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিজ্ঞতা দেখে মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ হযরত সৈয়দ শাহ মুহাম্মদ (কেছোছা শরীফ) রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

"ইলমে হাদীসে সবচেয়ে কঠিন ইলম হল ইলমে আসমাউর রেজাল। আলা হযরতের সামনে যখন কোন সনদ বা সূত্র পড়া হতো এবং বর্ণনা কারীদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো তখনই তিনি প্রত্যেক বর্ণনাকারীর জারাহ ও তাদীল-এর যে শব্দ বলে দিতেন, তাক্বরীবুত তাহযীব ও তাযহীব নামক কিতাব উঠিয়ে দেখা হতো ঠিক সেই শব্দ মিলে যেতো। একেই বলা হয় মজবুত জ্ঞান। এবং ইলমের সাথে পরিপূর্ণ আকর্ষণ এবং অধ্যয়নের বিস্তৃতি।" (মাক্বালাতে এওমে রেযা, খন্ড: ১, পৃষ্ঠা: ৪১)

হুযূর আলা হযরত ইলমে আসমাউর রেজাল প্রসঙ্গে সাতটি কিতাবের হাশিয়া রচনা করেছেন।

(১) হাশিয়া তাক্বরীবুত তাহযীব (আরবী)

(২) হাশিয়া তাহযীবুত তাহযীব (আরবী)

(৩) হাশিয়া আল আসমায়ু ওয়াসা সিফাত (আরবী)

(৪) হাশিয়া আল এসাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবাহ (আরবী)

(৫) হাশিয়া তাযকিরাতুল হুফফায (আরবী)

(৬) হাশিয়া মিযানুল ইতিদাল (আরবী)

(৭) হাশিয়া খুলাসা তাহযীবুল কামাল (আরবী)

জারাহ ও তা'দীলে পান্ডিত্য

উসূলে জারাহ ও তাদীল (অর্থাৎ বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত নাকি অ-বিশ্বস্ত বা বর্ণনাকারী কোন ধরনের) এ সম্পর্কেও হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু গভীর জ্ঞানের মালিক ছিলেন।

হুযূর মুহাদ্দিসে আযম হিন্দ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

"জারাহ ও তা'দীল- এর যে শব্দ তিনি বলে দিতেন তাক্বরীবুত তাহযীব ও তাযহীব নামক কিতাব উঠিয়ে দেখা হতো ঠিক সেই শব্দ মিলে যেতো। ইয়াহয়া নামে হাজার হাজার হাদীসের বর্ণনাকারী রয়েছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে ইয়াহয়ার যুগ, শিক্ষক এবং তার ছাত্রদের ব্যাপারেও বলে দিতেন। আলা হযরত এ সাবজেক্টের জনক ছিলেন। বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত নাকি অ-বিশ্বস্ত বলে দিতেন। একেই বলা হয় মজবুত জ্ঞান। এবং ইলমের সাথে পরিপূর্ণ আকর্ষণ এবং অধ্যায়ন করার বিস্তৃতি এবং খোদার প্রদানকৃত ইলমী কারামত। (মাহনামা তাজাল্লিয়াত, নাগপুর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দ)

জারাহ ও তা'দীল- প্রসঙ্গে তিনি দুটি কিতাব রচনা

করেছেন।

(১) হাশিয়া কাশফুল আহওয়াল ফি নাক্বদির রেজাল (আরবী)

(২) হাশিয়া আল এলালুল মুতানাহিয়্যহ (আরবী)

তাখরীজে হাদীসে পান্ডিত্য

এ বিষয়ে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর দক্ষতা এতই গভীর ছিল যে, তাঁকে এই জ্ঞানের জনক বলা যায়। এটা কেবল আমার দাবী নয় বরং বিশ্বস্ত ওলামায়ে কেরাম স্বীকৃতি দিয়েছেন।

আল্লামা (আব্দুর) রহমান আলী খলীফা হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মাক্কী আপন কিতাব তাযকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ-এর মধ্যে বলেনঃ

"ইমাম আহমদ রেযার ইলমে তাখরীজে জবরদস্ত যোগ্যতা ছিল। এ বিষয়ে তিনি "আর রাওযুল বাহীজ ফি আদাবিত তাখরীজ " রচনা করেন। এ সাবজেক্টে যদি এর পূর্বে কেউ কিতাব রচনা না করে থাকে তাহলে, লেখক (আলা হযরত) কে এই সাবজেক্টের জনক বলা উচিত।" (তাযকেরায়ে ওলামায়ে হিন্দ, পৃঃ ১৭)

উসূলে তাখরীজে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর দক্ষতা সম্পর্কে ডক্টর মাহমুদ তাহান বলেনঃ

"বাকি রইল উসূলে তাখরীজ! তো আমার জ্ঞানে এ কথা নেই যে (আলা হযরত ব্যতীত) কেউ এ সমস্ত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছে বা কিতাব রচনা করেছে চাই পূর্বের যুগে বা উপস্থিত যুগে হোক।" (উসূলুত তাখরীজ ওয়া দেরাসুতুল আসানীদ, পৃঃ ৫)

উসূলে তাখরীজে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর দক্ষতা কত গভীর ছিল তা এ থেকে অনুভব করতে পারেন যে, আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহমতুল্লাহি আলাইহি নিজের প্রসিদ্ধ কিতাব রদ্দুল মুখতার-এ আযানের অধ্যায়ে একটি হাদীস নকল করে বলেন قداخرج السيوطی অর্থাৎ এ হাদীসটি ইমাম সূয়ুতি রহমতুল্লাহি আলাইহি তাখরীজ করেছেন। আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু এর উপর সতর্ক করতে গিয়ে বলেন যে, এটা اخرج শব্দটি ববহার করার জায়গা নয়। কেননা, মুহাদ্দিসগণের নিকটে اخرج শব্দটি রেওয়ায়াত এর অর্থে ব্যবহার হয়, যার সাথে সনদ বা সূত্র থাকে। আর এ কথা স্পষ্ট যে, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী আলাইহির রহমা সনদ বর্ণনা করেন না। সুতরাং উত্তম ছিল نقل،ذكر ،اورد অথবা এরূপ মিলিত শব্দ ব্যবহার করা। (জাদ্দুল মুমতার, খন্ড: ৩, পৃঃ ৭২)

আরও একটি উদাহরণ

উসূলে তাখরীজ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনকারীদের এ কথা জেনে রাখতে হবে যে, কোন কিতাবের লেখক কে? অন্যথায় রেফারেন্স দিতে গিয়ে ভুল হতে পারে।

ইমাম তাহাবী রহমতুল্লাহি আলাইহি দুররে মুখতার এর টীকার মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর একটি বর্ণনা নকল করতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত হাদীসটি বাযযার এবং তায়ালসীও বর্ণনা করেছেন। তাবরানী হিলয়াতুল আওলিয়া এর মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ র অধ্যায়ে নকল করেছেন। এ কথা মাক্বাসিদুল হাসানাহ এর মধ্যে বিদ্যমান। এই টিকা সম্পর্কে হুযূর আলা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আল্লামা শামী রাদ্দুল মুহতার অনুরূপভাবে মাক্বাসিদুল হাসানাহ এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেছেন অথচ হিলয়াতুল আউলিয়া হাফেয আবু নঈম -এর লিখিত কিতাব। হাফিয আবু কাসেমী সুলাইমান তাবরানী এর লিখিত কিতাব নয়। (তালিক্বাতে রেযা ১৬২)

তাখরীজ সম্পর্কে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু চারটি কিতাব রচনা করেছেন।

(১) আন নুজূমুস সাওয়াক্বিব ফি তাখরীজি আহাদিসিল কাওয়াকিব (আরবী)

(২) আল বাহসুল ফাহিস আন তুরুক্বে আহাদীসিল খাসাইস (আরবী)

(৩) আর রাওযুল বাহীজ ফি আদাবিত তাখরীজ (আরবী)

(৪) হাশিয়া নাসবুর রায়া লি তাখরীজি

আহাদিসিল হেদায়া (আরবী)

হাদীসের সনদে দক্ষতা

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত আল্লামা ওসী আহমদ সূরতী রহমতুল্লাহি আলাইহি, হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে প্রশ্ন করেন যে,

صلاة تطوع او فريضة بعمامة تعدل خمسا وعشرين صلاة بلا عمامة

وجمعة بعمامة تعدل سبعين جمعة بلا عمامة

অর্থাৎ:-পাগড়ি সহ ফরয নামায হোক বা নফল নামায হোক, এক রাকাত নামায পাগড়িবিহীন ২৫ রাকাতের সমান; এবং পাগড়ি পরে এক জুমা , পাগড়ি ছাড়া সত্তর জুমা থেকেও উত্তম।

এ হাদীসটি কি বানোয়াট কিংবা যঈফ?

এর উত্তরে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"নিশ্চিতরূপে এ হাদীসটি বানোয়াট নয়। এর পরে উক্ত হাদীসের তিনটি সনদ উল্লেখ করেন। তিনি বলেন: উক্ত হাদীসটি ইমাম আসাকির তারিখে দেমাশক, বনুন নাজার তারীখে বাগদাদ ও লিলাইমী মুসনাদে ফিরদাউস এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর তিনটি সনদ সম্পর্কে গবেষণা মূলক আলোচনা করে বলেন এ হাদীসটি বানোয়াট নয়। এখানে

বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। বিস্তারিত জানতে ইচ্ছুক হলে ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ খন্ড ৩, পৃঃ ৭৮-৮০ অধ্যয়ন করুন।

ইলমে হাদীসে তাঁর লিখিত কিতাবসমূহ

হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু নিম্নলিখিত কিতাবসমূহের আরবী হাশীয়া লিখেছেন:

১. বুখারী শরীফ ২. মুসলিম শরীফ ৩. জামে তিরমিযী ৪. সুনানে নাসায়ী ৫. ইবনে মাজাহ ৬. জামায়ে সাগীর (ইমাম সূয়ুতি)৭. মুসনাদে ইমামে আযম, ৮. কিতাবুল হিজাজ ৯.কিতাবুল আসার ১০. মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ১১. শারহু মায়ানিল আসার ১২. সুনানু দারিমী ১৩. আল খাসায়িসুল কুবরা ১৪. কানযুল উমমাল ১৫. আত তারগীব ওয়াত তারহীব ১৬.আল ক্বাওলুল বাদীয়ী ১৭.নাইলুল আওতার ১৮.মাক্বাসিদুল হাসানাহ ১৯.উমদাতুল ক্বারী ২০.ফাতহুল বারী ২১.ইরশাদুস সারী ২২.জামযুল ওয়াসায়িল ফি শারহিস শামায়িল ২৩.ফাইযুল ক্বাদীর শারহু জামিয়ী সাগীর ২৪.মিরক্বাতুল মাফাতীহ ২৫.আত তায়াক্কুবাত আলাল মাওযুআত ২৬.আশিয়াতুল লুমআত (ফারসী) না ২৭.আললায়িল মাসনুয়া ফিল আহাদিসীল মাওযুয়া ২৮.যিলুল লালী ২৯.আল মাওযুআতুল কাবীর ইত্যাদি ৩০.ইমবাউল খাযযাক বি মাসালিকিন নিফাক (উর্দু) ৩১.তালালুউল আফলাক বি জালালি আহাদীসি লাওলাক (উর্দু) ৩২.সাময়ুন ওয়া তায়াতুন ফি আহাদীসিস শাফায়াত (উর্দু) ৩৩.আল আহাদীসুর রিওয়ায়্যাহ লি মাদহী আমীরিল মাওয়াবিয়াহ (উর্দু) ৩৪.যাইলুল মুদ্দাআ লি আহসানিল ওয়িআ (উর্দু) ৩৫.আসমাউল আরবায়ীন ফি শাফাআতি সাইয়্যিদিল মাহবুবীন (উর্দু) ৩৬.আল ক্বিয়ামুল মাসউদ বি তানক্বীহিল মাক্বামিল মাহমুদ

এ ছাড়াও লুগাতে হাদীসের উপর একটি কিতাব রচনা করেছেন।

শত শত হাদীস হতে দলীল প্রদান

আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোন ফিক্বহী মাসআলায় গবেষণা করতে গিয়ে যেরূপ ভাবে ফিক্বহ শাস্ত্রের শত শত কিতাব হতে দলিল প্রদান করতেন ঠিক তদ্রুপ কোন আক্বীদাহ কিংবা আমলে নিজের দাবি প্রমাণ করতে গিয়ে হাদীস শরীফ থেকেও শতশত হাদীস প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন। নিম্নে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হল:

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী সাহেবের খলিফা মাওলানা কারামাতুল্লাহ সাহেব দিল্লি হতে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু তা'আলাকে একটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটি হল এক ব্যক্তি দরুদে তাজ পাঠ করাকে শিরক ও বিদআত বলে মনে করে। কেননা, উক্ত দরুদে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে دافع البلاء والوباء (অর্থাৎ: বালা-মুসীবত ও মহামারী রক্ষাকারী) বলা হয়েছে।

এ কথা শুনে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর কলম চলতে আরম্ভ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম যে বালা-মুসিবত ও মহামারী রক্ষাকারী এ প্রসঙ্গে হাদীস থেকে দলিল দিতে দিতে তিনি ৩০০ টি হাদীস উল্লেখ করেন। এবং প্রমাণ করেন যে, নিশ্চিত রূপে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রদত্ত ক্ষমতায় বালা-মুসিবত ও মহামারী দূর করতে পারেন। উক্ত কিতাবটি "আল- আমনু ওয়াল উলা" নামে পরিচিত।

হুযূর আলা হযরতকে আরেকটি প্রশ্ন করা হয় যে, কিছু লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমস্ত নবী ও রসূলগণ হতে উত্তম হওয়াকে অস্বীকার করে। এ প্রসঙ্গে সঠিক মত কি বিস্তারিত জানাবেন।

এ কথা শুনে হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

"আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী ও রসূলগণ হতে উত্তম। এটা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। যে ব্যক্তি এ কথা অস্বীকার করবে সে পথভ্রষ্ট। এ প্রসঙ্গে তিনি ১০০ টি হাদিস পেশ করেন।উক্ত কিতাবের নাম হল "তাজাল্লিয়ুল ইয়াক্বীন"

নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী তারপরে কোন নতুন নবীর আবির্ভাব হবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি ১০১ টি হাদীস পেশ করেন। উক্ত কিতাবের নাম হল "জাযাউহুল্লাহি আদুউয়াহু বি এবায়িহি"

পিতা মাতার হক প্রসঙ্গে ৯০ টি হাদিস উল্লেখ করেন।

সম্মানার্থেও আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সাজদা করা হারাম। এ প্রসঙ্গে ৪০ টি হাদীস উল্লেখ করেন। কিতাবের নাম হল "আয-যুবদাতুয যাকিয়্যাহ লি তাহরীমি সুজুদিত তাহিয়্যাহ"

আল্লাহর অনুমতিতে নবীগণ আলিমগণ ও শহীদগণ সুপারিশ করতে পারবেন এ প্রসঙ্গে ৪০ টি হাদীস উল্লেখ করেন।

দাড়ি রাখার প্রয়োজনীয়তা ও ফজিলত সম্পর্কে ৫৬ টি হাদিস উল্লেখ করেন।

অনুরূপভাবে পুরুষ ও মহিলার জন্য কালো কলপ ব্যবহার করা হারাম এ প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে ১৬ টি হাদীস পেশ করেন।

এ ধরনের শতাধিক রচনা আছে। যেগুলোতে তিনি শত শত হাদীস দিয়ে নিজের দাবি প্রমাণ করেছেন। এ থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে হাদীসে তার অত্যন্ত গভীর জ্ঞান ছিল। তার জলন্ত উদাহরণ হল মাহিরে রেজবীয়াত হযরত আল্লামা মাওলানা হানীফ খাঁন রেজবী মিসবাহী, আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর লিখিত কিতাবসমূহ হতে প্রায় সাড়ে চার হাজার (৪৫০০) টি হাদীস সংগ্রহ করে "জামিয়ুল আহাদীস" নামে এক বিখ্যাত কিতাব রচনা করে আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুর একজন মস্ত বড় মুহাদ্দিস হওয়াকে প্রমাণ করেছেন।

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস

চল্লিশ বছর ধরে হাদীসের শিক্ষা দানকারী শায়খুল মুহাদ্দিসীন আল্লামা ওসী আহমদ সূরতী রহমতুল্লাহি আলাইহি হুযূর আলা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহুকে "আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস" এর উপাধি দিয়েছেন।

আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস এর উপাধি কাকে দেয়া হয়? এ প্রসঙ্গে হাফিয এবনে আবী হাতিম রাযী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

يعنى فوق العلماء فى زمانه

অর্থাৎ:-যে ব্যক্তি স্বীয় যুগের ইলমে হাদীসের সবচেয়ে বড় আলিম তাঁকে এ উপাধি প্রদান করা হয়।

(কিতাবুল জারাহ ওয়াত তাদীল, মুক্বাদ্দামা, খন্ড: ১, পৃঃ:১২৬)

যে বলেছে সত্য বলেছে:

ملك سخن كى شاهى تم كو رضا مسلم جس سمت آ گئے هيں سكے

بهٹا دئیے هيں۔

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী,
উঃ দিনাজপুর
সিনিয়র শিক্ষক ও ইফতা বিভাগের সদস্য:
এম. জি.এফ. মাদীনাতুল উলূম, খালতিপুর,

হুজুর স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন দিবস কোনটি?

আশিকুল হক মোজাদ্দেদী
সহ শিক্ষক, কির্ত্তনীয়াপাড়া মদিনাবাগ মাদ্রাসা, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ।

বর্তমান সময়ে বিতর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হলো আল্লাহর রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের সঠিক তারিখ কোনটি? এ প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক রকম মত পোষণ করেন। কেউ বলেন আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের ১ অথবা ২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন। আবার কেউ বলেন রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন। তাহলে এবার প্রশ্ন হল আমরা কেন ১২ই রবিউল আউয়াল কে রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম বা আগমন দিন হিসেবে পালন করে থাকি?

এর উত্তরে বলা যায় যে, রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মের তারিখের ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা থাকলেও ১২ই রবিউল আউয়াল অধিকাংশ ইমামদের কাছে প্রসিদ্ধ এবং এই ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা আছে। সকলের কথা মাথায় রেখে কয়েকটি বর্ণনা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১.

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عفان، عن سعيد بن ميناء، عن جابر وابن عباس أنهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الاول

অনুবাদ:-হযরত জাবের রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলেছেন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তীর বছর রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, তৃতীয় খণ্ড, ৩৭৫ পৃঃ)

এই হাদিসটি সম্পূর্ণ সহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। হাদীস শরীফটি চারজন রাবি থেকে বর্ণিত। তিনারা হলেন- (i) হযরত আফফান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (ii) সাঈদ ইবনে মীনা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি (iii) হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (iV) হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। উক্ত বর্ণনার 'সনদ'-এর মধ্যে শেষের দু'জন হলেন আল্লাহর নবীর বিশিষ্ট সাহাবী। এমনকি বুখারি-মুসলিম এ তাদের থেকে হাদীস বর্ণিত আছে। প্রথম দু'জন বর্ণনাকারী সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন,"আফফান একজন উচ্চ পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য ইমাম, প্রবল স্মরণশক্তি ও দৃঢ় প্রত্যয়সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব" এবং "দ্বিতীয় বর্ণনাকারী সাঈদ ইবনে মীনা তিনিও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। (সূত্রঃ খোলাসাতুত তাহযীব)

২.

عن سعيد بن المسيب ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إبهار النهار أي وسطه وكان ذلك اليوم لمضى اثنى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول

অনুবাদ:-হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়ইব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন আল্লাহর রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের শুরুতে অর্থাৎ দিন রাতের মাঝামাঝি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর সেই দিনটি ছিল রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ। (সিরাতে হালবিয়া , ৬২ পৃঃ)

৩. ولد لاثنتى عشرة ليلة خلت من ربيع الأول

অনুবাদ-রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। (ইমাম শামসুদ্দিন যাহাবী,তারিখে ইসলাম, প্রথম খণ্ড, ২৭ পৃঃ, দারুল কুতুবুল আরাবি, বাইরুত)

৪.

ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين عام الفيل لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول

অনুবাদঃ-আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তীর বছর রবিউল আউয়ালের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। (তারিখে ত্বরারী, প্রথম খণ্ড, ৪৫৩ পৃঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, বাইরুত, লেবানন)

৫.
قال محمد بن إسحاق :ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم الإثنين، عام الفيل لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول

অনুবাদঃ-মোহাম্মদ বিন ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্তীর বছর সোমবারের দিন ১২ই রবিউল আওয়ালে জন্মগ্রহণ করেছেন। (দালায়েলুন নবুওয়াত, প্রথম খণ্ড, ৭৪ পৃঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ বাইরুত, লেবানন)

৬.
وكان مولده لليلة الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الاول

অনুবাদঃ-রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন। (আন নি'মাতুল কুবরা আলাল আলাম, পৃঃ ১১)

৭. (ولد) فى يوم الإثنين ثانى عشر من شهر ربيع الأول

অনুবাদঃ-রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার এর দিন জন্মগ্রহণ করেন। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামিন, ১৭২ পৃঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ বাইরুত লেবানন)

৮.
عن محمد بن إسحاق قال :ولد رسول الله ﷺ لاثنتى عشر ليلة مضت من شهر ربيع الأول

অনুবাদঃ-মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন:"আল্লাহর রাসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করেছেন"। (মুসতাদরাক আলাস সহিহাঈন, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৬৫৯ পৃঃ, হাদিস নং - ৪১৮২)

উপরে উল্লেখিত বর্ণনাগুলো থেকে স্পষ্ট হয় যে আল্লাহ রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ ই রবিউল আওয়ালে জন্মগ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে অধিকাংশ ওলামাগণ মত পোষণ করেছেন। কয়েকটি মতামত নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১.বর্তমানে লা-মাজহাবি এবং দেওবন্দীরা যাকে সবথেকে বড় গুরু মনে করেন, তিনি হলেন আল্লামা ইবনে কাসির তিনি উল্লেখ করেছেন:-

وهذا هو المشهور عند الجمهور

অর্থাৎঃ- ১২ ই রবিউল আউয়াল নবীজির জন্ম এটি জমহুর তথা অধিকাংশ ইমামদের কাছে সুপরিচিত ও গ্রহণযোগ্য। (আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া, তৃতীয় খণ্ড, ৩৭৫ পৃঃ)

২.এ ব্যাপারে ইমাম কাস্তালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

والمشهور :أنه ولد يوم الاثنين ثانى عشر شهر ربيع الأول

অর্থাৎঃ-প্রসিদ্ধ মত হলো এটাই যে, আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ ই রবিউল আউয়ালে জন্মগ্রহণ করেছেন। (মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, প্রথম খণ্ড, ১৪৮ পৃঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ বাইরুত লেবানন)

৩.ইমাম জুরকানি রহিমাহুল্লাহ বলেন,

وهو المشهور عند الجمهور

অর্থাৎঃ-১২ই রবিউল আউয়াল নবীজির জন্ম এটি জমহুর তথা অধিকাংশ ইমামদের কাছে সুপরিচিত ও গ্রহণযোগ্য। (শারহু জুরকানী আলাল মাওয়াহিব, প্রথম খণ্ড, ২৪৮ পৃঃ, দারুল কুতুবুল ইলমিয়্যাহ বাইরুত লেবানন)

৪.হাফিজ ইবনে রাজাব হাম্বালি বলেন,

والمشهور الذى عليه الجمهور :أنه ولد يوم الإثنين ثانى عشر ربيع الأول

অর্থাৎঃ-গ্রহণযোগ্য মত হলো ওটাই যেটির উপর অধিকাংশ ইমামগণ রয়েছেন যে, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবারের দিন ১২ই রবিউল আওয়ালে জন্মগ্রহণ করেছেন। (লাতাইফুল মায়ারিফ, ১৮৫ পৃঃ)

৫. ইমাম মোল্লা আলী ক্বারী রাহিমাহুল্লাহ বলেনঃ

مشہور قول یہی ہے کہ ۱۲ ربیع الاول پیر کا دن تھا

অর্থাৎঃ-গ্রহণযোগ্য হলো এটাই যে, ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার-এর দিন ছিল। (মাউরিদুর রাবি ফি মাওলিদিন নাবি উর্দু তরজমা, ১২৯ পৃঃ)

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে দিবালকের ন্যায় এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১২ ই রবিউল আউয়াল শরীফে জন্মগ্রহণ করেছেন। এরপরও যারা ১২ ই রবিউল আউয়ালকে রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মদিন হিসেবে মানতে অস্বীকার করে তারা চোখ থাকতেও অন্ধ কিংবা দিনকানা ছাড়া আর কি হতে পারে?

নামাজে জানাযার নিয়মাবলী
পবিত্র হাদীসের আলোকে

মাওলানা মানিরুল ইসলাম , কালিয়াচক মালদা
শিক্ষক: মাদ্রাসা গাওসিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়াহ হরিবাটি, কুলি, মুর্শিদাবাদ

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত তথা হানাফী মাযহাব এবাদত, আহকাম, ও আরকানের ক্ষেত্রে সদা সর্বদা কোরআন ও সহীহ সুন্নাহর প্রতি আমল করে থাকে, কিন্তু কিছু কথাকথিত গাইর মুকাল্লিদরা হানাফী মাযহাবের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারীতা করে যে, হানাফী মাযহাবের সাথে কোরআন-হাদিসের কোন সম্পর্ক নেই, নাউজুবিল্লাহ ! আসলে কেউ যদি সুস্থ মস্তিস্কের সহিত হানাফী মাযহাবের পুস্তক গুলো অধ্যায়ন করে, তাহলে সে ব্যক্তি বলতে বাধ্য হবে, যে হানাফী মাযহাব কোরআন সুন্নাহর বিপরীত নয়। বরং কোরআন সুন্নাহর আলোকে সহজ সরল ভাবে জীবন যাপন করার নাম হচ্ছে হানাফী মাযহাব।

এখন আমরা আলোচনা করব পবিত্র হাদিসের আলোকে জানাযার নামাযের নিয়ম। আপনারা খুব সহজে বুঝতে পারবেন হানাফী মাযহাব কতটা সুন্নাহর প্রতি আমল করে।

নামাজে জানাযার সুন্নত নিয়ম:

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আপন পুস্তকে একখানা হাদীস সংকলন করেছেন।

عبد الرزاق عن الثوری عن ابی ہاشم عن الشعبی قال :التکبیرة الاولی علی المیت ثناء علی اللہ، والثانیة صلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والثالثة دعاء للیمت،والرابعة تسلیم،

অনুবাদ:-বিখ্যাত তাবেঈ ইমাম শাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন। মাইয়াতের জানাযায় প্রথম তাকবীরের: পর সানা, দ্বিতীয় তাকবীরের পর: নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ, তৃতীয় তাকবীরের পর: মাইয়াতের জন্য দোয়া, চতুর্থ তাকদীর এর পর: রয়েছে সালাম।

(মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক খন্ড ৩, পৃষ্ঠা নং ৪৯১, হাদীস নং,৬৪৩৪)

নামাজে জানাযায় চার তাকবীরের দলীল:

عن ابی ہریرة رضی اللہ عنہ :ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعی النجاشی فی الیوم الذی مات فیہ وخرج بہم الی المصلی فصف بہم و کبر علیہ اربع تکبیرات

অনুবাদ:-হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজাশীর মৃত্যুর দিন তার মৃত্যুর খবর জানালেন এবং সাহাবী বর্গকে সঙ্গে নিয়ে জানাযার নামাজের স্থানে গেলেন এবং সারিবদ্ধ করে চার তাকবীরে জানাযার নামাজ আদায় করলেন।

(সহীহ বুখারী হাদীস নং ১৩৩৩)

দলীল নং ২:

ان سعید بن العاص سأل ابا موسی الاشعری و حذیفة بن الیمان: کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الاضحی والفطر ؟ فقال ابو موسیٰ :کان یکبر اربعا تکبیرة علی الجنائز فقال حذیفة : صدق

অনুবাদ:-হযরত আবু মুসা আশআরী ও হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কে সাঈদ ইবনুল আস রাহমাতুল্লাহি আলাইহি জিজ্ঞেস করেন, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার নামাজে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে তাকবির বলতেন? আবু মুসা আল আশআরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন। তিনি জানাযার নামাযের ন্যায় চার তাকবীর বলতেন। হযরতে হুজাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু মুসা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সত্য বলেছেন।

(সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১১৫৩)

দলীল নং ৩:

حدثنا محمد بن العلاء قال: اخبرنا ابن ادريس قال :سمعت ابا اسحاق،عن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبر رطب فصفوا عليه و كبر عليه اربعا فقلت للشعبي :من حدثك ؟ قال: الثقة من شهده عبدالله بن عباس،

অনুবাদ:-হযরত শাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এর সূত্রে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি নতুন কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সাহাবীগণ কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার তাকবীরে জানাযার নামায আদায় করলেন।আমি (আবূ ইসহাক) আশ শাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কে জিজ্ঞেস করলাম এ হাদীস আপনাকে কে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যার সঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু সাক্ষাৎ করেছেন।

(সুনানে আবু দাউদ -হাদীস নং ৩১৯৬)

অতএব: উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিস্কার বুঝা যায়।যে জানাযার নামাযের তাকবীরের সংখ্যা হলো চার।আর এই আমল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ও সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈনে ইযাম থেকে প্রমাণিত।

জানাযার নামাযে শুধু প্রথম তাকবীরে রাফে ইয়াদাইন করা সুন্নাত।

حدثنا الحسين بن اسماعيل،حدثنا عبيدالله بن جرير بن جبلة، حدثنا الحجاج بن نضير ،عن الفضل السكن،حدثني هشام بن يوسف،عن معمر ، عن ابن طاؤس،عن ابيه،عن ابن عباس :ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة،ثم لا يعود

অনুবাদ:-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামাযে শুধু প্রথম বার রাফে ইয়াদাইন করতেন, দ্বিতীয় বার রাফে ইয়াদাইন করতেন না।

(সুনানে দারে কুত্বনী,খন্ড,২ পৃষ্ঠা নং ৪৩৮, হাদীস নং ১৮৩২)

নামাযে জানাযায় ডান হাত কে বাম হাতের ওপর রাখার বর্ণনা:

عن ابي هريرة قال :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى

অনুবাদ:- হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জানাযার নামায আদায় করতেন। তিনি প্রথম তাকবীরে রাফে ইয়াদাইন করতেন।তার পর তিনি ডান হাত কে বাম হাতের উপর রাখতেন।

(সুনানে দারে কুত্বনী -হাদীস নং ১৮৩১)

নামাযে জানাযায় উভয় হাত নাভীর নিচে বাঁধার বর্ণনা:

عن ابي وائل قال : قال ابو هريرة اخذ الاكف على الاكف في الصلاة تحت السرة

অনুবাদ:-হযরত আবু ওয়ায়েল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, নামাযে নাভীর নীচে (বাম) হাতের উপর (ডান)হাত রাখতে হবে।

সুনানে আবু দাউদ -হাদীস নং ৭৫৮) হাদীস এর মান হাসান।

প্রথম তাকবীরের পর সানা পড়ার বর্ণনা:

عن ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم و بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

অনুবাদ:-হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত।যে নাবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নামায শুরু করতেন। তখন তিনি পড়তেন। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বেহামদিকা তাবারাকাসমোকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া লাইলাহা গাইরুকা

(সুনানে নাসাঈ -হাদীস নং ৯০০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় وجل ثناءك(জাল্লা সানাউকা) শব্দটি রয়েছে।

عن ابن مسعود ان من احب الكلام الى الله عزوجل ان يقول العبد سبحانك اللهم و بحمدك و تبارك اسمك وتعالى جدك و جل ثناءك و لا اله غيرك

অনুবাদঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। বান্দার ওই কালাম আল্লাহ পাকের নিকট অধিক পছন্দনীয়, (ওই কালাম হলো) যে বান্দা বলে। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বেহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লাইলাহা গাইরুকা।

(মুসনাদে ফিরদৌস হাদীস নং,৮১৯)

দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরুদ শরীফ পড়ার বর্ণনাঃ

নামাযে জানাযায় দুরুদ শরীফ পড়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট দরুদ নেই। যেকোনো দরুদ পড়লে পড়তে পারে কোন সমস্যা নেই, তবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে যে দুরুদ পড়া হয়, সেই দরুদ শরীফ পড়া অতি উত্তম।

আর সেই দরুদ শরীফ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আপন পুস্তক সহীহ বুখারীর হাদীস নং ৩৩৭০ এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

হযরত আব্দুর রহমান ইবনু আবু লায়লা রহমাতুল্লাহি আলাইহি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত কাব ইবনু উজরা রাদিয়াল্লাহু আনহু আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি কি আপনাকে এমন হাদিয়া দেব না। যা আমি নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে শুনেছি? আমি বললাম হ্যাঁ আপনি আমাকে সে হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাদের উপর অর্থাৎ, আহলে বাইতের উপর কিভাবে দরুদ পাঠ করতে হবে? কেননা আল্লাহ তো (কেবল) আমাদের কে জানিয়ে দিয়েছেন। আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাম প্রদান করবো। তিনি বললেন, তোমরা এভাবে বলো।

اللهم صل علی محمّد وعلی آل محمّد کما صلیت علی إبراهیم وعلی ال
ابراهیم انك حمید مجید، اللهم بارك علی محمد وعلی آل محمّد کما
بارکت علی ابراهیم انك حمید مجید

বাংলা উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মা সা ল্লি আলা মুহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ, আল্লাহুম্মা বারিক আলা মোহাম্মাদিউ ওয়া আলা আলে মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ।

তৃতীয় তাকবীরের পর পুরুষ ও নারী উভয় এর জন্য দোয়াঃ

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার নামাযে বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন শব্দে দোয়া পড়েছেন।

আমাদের মাঝে যে দোয়া প্রচলিত রয়েছে তা সহীহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

নিম্নে হাদিস উল্লেখ করা হলো।

عن ابی هریرة :ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا صلی علی
جنازة قال :اللهم اغفر لحیتنا و میتنا و شاهدنا وغائبنا و صغیرنا
و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام
ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان،

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাযার নামায পড়তেন। এই দোয়া পড়তেন। আল্লা-হুম্মাগফির লে-হাইয়্যতেনা ওয়া মাইয়্যাতেনা ওয়া শাহিদেনা ওয়া গায়িবেনা ওয়া সাগিরেনা ওয়া কাবিরেনা ওয়া যাকারেনা ওয়া উনসানা আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফা আহয়েহি আলাল ইসলাম, ওয়া মান তা ওয়াফ্ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ্ফাহু আলাল ঈমান।

(মুস্তাদরাক আলাস সাহিহাঈন খন্ড নং ১, পৃষ্ঠা নং,৬৮৪ হাদীস নং,১৩৬৬ সহীহ ইবনে হিব্বান -হাদীস নং ৩০৭০ সুনানে আবু দাউদ -হাদীস নং ৩২০১ সুনানে তিরমিযী -হাদীস নং ১০২৪ সুনানে ইবনে মাজাহ -হাদীস নং ১৪৯৮ কিতাবুদ দোয়া লিত-তাবারানী হাদীস নং ১১৭৪)

অতএব:আমরা হানাফী মাযহাবের মতাদর্শীরা জানাযার নামাযে উক্ত দোয়া পড়ে থাকি, যা সহীহ হাদিসের আলোকে প্রমাণিত।

নাবালক বাচ্চার দোয়াঃ

নাবালক বাচ্চার জন্য পবিত্র হাদীস এ এসেছে,

والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة

অনুবাদঃ-নাবালক বাচ্চার জানাযার নামায আদায় করতে হবে, এবং তাঁর পিতা - মাতার জন্য ক্ষমা ও রহমতের দোয়া করতে হবে। (সুনানে আবু দাউদ-হাদীস নং ৩১৮০ সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী, খন্ড ৩, পৃষ্ঠা নং ১২, হাদীস নং,৬৭৭৯)

সুনানুল কুবরার মুহাক্কিক মোহাম্মদ আব্দুল কাদির আত্বা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি,এই হাদীসের তাহক্বীক করতে গিয়ে বলেন,

اورد الترمذى هذا الحديث فى الصلاة على الاطفال ثم قال :والعمل عليه عند بعض اهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم و غيرهم ,

অনুবাদঃ-ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি উক্ত হাদিস খানা নিয়ে এসেছেন, বাচ্চাদের জন্য দোয়া করার উদ্দেশ্য। অতঃপর বললেন, এটা সাহাবায়ে কেরাম ও কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরামের মত রয়েছে।

ছোট বাচ্চাদের জন্য কোন নির্দিষ্ট দোয়া উল্লেখ নেই, তবে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে একটা আমল পাওয়া যায়। যেটা ইমাম বায়হাক্বী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আপনার পুস্তকে আনায়ন করেছেন।

عن ابى هريرة انه كان يصلى على المنفوس الذى لم يعمل خطيئة قط و يقول :اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وذخرا

অনুবাদঃ-হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। যে তিনি এমন এক শ্বাস-প্রশ্বাস শিশুর জানাযা পড়তেন, যে কখনো কোন ভুল করেনি এবং বলতেন।

আল্লাহুম্মাজআলহু লানা ফারাত্বান ওয়া সালাফান ওয়া যুখরান।

(সুনানে কুবরা - লিল বায়হাক্বী হাদীস নং, ৬৭৯৪)

এছাড়া ও সালফে সালেহীন থেকে বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন শব্দ পাওয়া যায়। তাই ফক্বীহগণ সমস্ত রেওয়ায়েতের পরিপেক্ষিতে একটি সুন্দর দোয়া উল্লেখ করেছেন।

روى عن ابى حنيفة رحمه الله تعالى :ان من صلى على الصبى يقول: اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا ذخرا اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا

অনুবাদঃ-হযরত ইমাম আযাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি কোন বাচ্চার জানাযার নামায পড়বে তো এই দোয়া পড়বে,

আল্লাহুম্মাজআলহু লানা ফারাত্বান আল্লাহুম্মাজআলহু লানা যুখরান আল্লাহুম্মাজআলহু লানা শাফেআউ ওয়া মুশাফ্ফেআ।

(আল মুহিতুল বুরহানী - খন্ড,৩ পৃষ্ঠা নং,৭৫)

না বালিকা বাচ্ছিদের দোয়াঃ

উল্লেখিত দোয়ায় পুরুষবাচক শব্দর জায়গায় স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে এভাবে পড়তে হবে।

اللهم اجعلها لنا فرطا اللهم اجعلها لنا ذخرا اللهم اجعلها لنا شافعة ومشفعة

বাংলা উচ্চারণঃ-আল্লাহুম্মাজআলহা লানা ফারাত্বান আল্লাহুম্মাজআলহা লানা যুখরান আল্লাহুম্মাজআলহা লানা শাফেআতাউ ওয়া মুশাফ্ফাআহ।

(বাহারে শারিয়াত খন্ড,১ পৃষ্ঠা নং,৮৩৫ দাওয়াতে ইসলামী থেকে প্রকাশিত)

চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরানোর বর্ণনাঃ

ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি সহীহ বুখারীর মধ্যে باب سنة الصلاة على الجنائز এর অনুচ্ছেদ বাঁধার পর বলেন।

وقال :صلوا على النجاشى، سماها صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا يتكلم فيها تكبيرة وتسليم

অনুবাদঃ-নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা নাজাসীর নামাযে জানাযা পড়ো , তিনি জানাযাকে নামায বলেছেন।(অথচ) এর মধ্যে রুকু ও সিজদা নেই এবং এতে কথা বলা যায় না, এতে রয়েছে তাকবীর ও সালাম।

(সহীহ বুখারী পৃষ্ঠা নং ৩১৯ দারে ইবনে কাসীর বৈরুত থেকে প্রকাশিত)

জানাযার নামাযে দুই দিকে সালাম ফিরানোর বর্ণনাঃ

হযরত ইব্রাহিম আল হিজরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আওফা রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজ কন্যার জানাযার নামায পড়ালেন, চার তাকবীর দিয়ে,,,ثم سلم عن يمينه وعن شماله অর্থাৎ, অতঃপর তিনি ডান ও বাম দিকে সালাম ফেরালেন।

(সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী - হাদীস নং ৬৯৮৮)

عن عبدالله :ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس احداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم فى الصلاة.

অনুবাদঃ-হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। যে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি আমল করতেন। কিন্তু লোকজন সেই আমল গুলো ছেড়ে দিয়েছে, তার মধ্যে একটি আমল হচ্ছে, নামায এর মতো জানাযার নামাযে সালাম ফেরানো।

(সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হাদীস নং,৬৯৮৯)

জানাযার নামাযে পর দোয়া করার বিধানঃ

জানাযার নামাযের পর কাতার ভঙ্গ করে দোয়া করা মুস্তাহাব, এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

নিম্নে কিছু দলীল উপস্থাপন করা হলো:

اخبرنا ابو نصر بن قتادة، انبأ ابو عمرو بن نجيد انبأ ابو مسلم، ثنا ابو عاصم، عن سفيان، عن شبيب بن غرقدة، عن المستظل ان عليا رضى الله عنه صلى على جنازة بعد ما صلى عليها.

অনুবাদঃ-হযরত মুস্তাযিল ইবনে হোসাইন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেন,যে নিশ্চয় আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এক জানাযার নামায আদায় করেলেন। অতঃপর আবার তার জন্য দোয়া করলেন।

(সুনানুল কুবরা লিল বায়হাক্বী হাদীস নং,৬৯৯৬)

অতএব: উক্ত হাদিস থেকে প্রমাণিত হয়।যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জানাযার নামাযের পর দোয়া করেছেন। এ সম্পর্কে আর একটা হাদীস যেটা ইমাম ইবনে আবি শাইবা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

حدثنا على بن مسهر، عن الشيبانى عن عمير بن سعيد قال :صليت مع على، على يزيد بن المكفف فكبر عليه اربعا ثم مشى حتى اتاه فقال :اللهم عبدك و ابن عبدك، نزل بك اليوم فاغفر ذنبه ووسع عليه مدخله فانا لانعلم الا خيرا و انت اعلم به

অনুবাদঃ-হযরত উমাইর বিন সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে ইয়াযীদ বিন মুকাফ্ফাফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর জানাযার নামায আদায় করলাম। তিনি চার তাকবীর দিলেন, অর্থাৎ (চার তাকবীর দিয়ে জানাযার নামায আদায় করলেন) আবার মাইয়াতের নিকট আসলেন, তার পর দোয়া করলেন।

আল্লাহুম্মা আব্দুকা ওয়া ইবনু অবদিকে নাযালা বিকাল ইয়াউমা ফাগফির যাম্বাহু ওয়া ওয়াস্‌সি' আলাইহি মাদখালাহু ফাইন্না লা না'লামু ইল্লা খাইরান ওয়া আনতা আ'লামু বেহি।

(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা হাদীস নং,১১৮৩১)

অতএব: উপরোক্ত দুইটি বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু জানাযার নামায এর পর দোয়া করেছেন।

দেওবন্দীদের কিতাব থেকে নামাযে জানাযার পর দোয়া করার প্রমাণঃ

দেওবন্দীদের মুফতি আযাম মুফতি আজিজুর রহমান কে প্রশ্ন করা হয়েছে এইভাবে:

سوال :بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کے لئے سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا ہاتھ اٹھا کر مختصر دعا کرنا شرعاً درست ہے یا نہیں؟

অর্থাৎঃ-নামাযে জানাযার পরে দাফনের পুর্বে কিছু সংখ্যক মুসল্লি কে নিয়ে ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্য একবার সূরা ফাতিহা আর তিনবার সূরা এখলাস পাঠ করে। ইমাম সাহেব আর কিছু নেককার ব্যক্তি হাত উঠিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে দোয়া করা শরীয়ত সাপেক্ষ হবে কিনা?

উত্তরে তিনি বলেন:

الجواب :اس میں کچھ حرج نہیں ہے

অর্থাৎ: এতে কোনো সমস্যা হবে না।

অতএব: উল্লেখিত আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। যে নামাযে জানাযার পর দোয়া করা মুস্তাহাব এতে কোনো সমস্যা নেই।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক পথ অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন ।

আমিন বেজাহি সাইয়েদিল মুরসালিন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

ইকামতের সময় মুসল্লিরা কখন দাঁড়াবেন?

মুফতি মেরাজ রেজা আসবী, পূর্ব বর্ধমান

আজও অনেক সময় আমাদের কাছে এই প্রশ্ন আসতে থাকে, মাওলানা সাহেব আমারা একটি মসজিদে নামাজ পড়তে গিয়েছিলাম, গিয়ে দেখলাম যে ইকামত শুরু হবার আগেই ইমাম সাহেব ও মুক্তাদিগন সবাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। এটা কি শরীয়তের দৃষ্টিতে ঠিক ? আসুন দেখি শরীয়তের দৃষ্টিতে এর হুকুম কি?

বুখারী শরীফ হাদীস নং ৬৩৭ , মুসলিম শরীফ, আবু দাউদ শরীফ এছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থে নিম্নের হাদিস টি আছে -

عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى ترونى

আবূ ক্বাতাদাহ্ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সালাতের ইক্বামাত হলে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।

এই হাদিসটির পাঁচটি রিজাল আছে (নেয়মাতুল বারি শারেহ বুখারী ২ খন্ড)। আল্লামা আবুল-হাসান আলী বিন খালাফ বিন আব্দুল মালিক বিন বাত্তাল আল-কুরতুবি (ওফাত ৪৪৯ হিজরী) এই হাদিসের ব্যাখ্যায় লিখেন হযরত আলী বিন আবি তালিব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরতে কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন যে ইকামতের সময় লোকেরা সবাই বসে অপেক্ষা করতো, ততক্ষণ উঠে দাঁড়াতো না যতক্ষণ না নবী মোস্তফাকে দেখতেন । ইমামে আবু হানিফা ও ইমামে শাফেয়ী -এর এটাই অভিমত। (শরহে ইবনে বাত্তাল, ২ খন্ড, ২৩০ - ২৩১ পাতা)

হাফিজ শাহাবুদ্দীন আহমদ বিন আলী বিন হাজার আসকালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি,(ওফাত: ৮৫২ হিজরি) তিনি লিখেছেন: অধিকাংশ ফকীহদের অভিমত যে, ইমাম যখন মসজিদে মুসল্লিদের সাথে থাকে, তখন ইকামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত লোকদের দাঁড়ানো উচিত নয়। হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে যখন"ক্বদ ক্বা"মাতিস স্বালাহ " বলতেন তখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন। (ফাতহুল বারি ২ খন্ড ২৩৪ - ২৩৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম বুখারীর দাদা উস্তাদ ইমাম আব্দুর রাজ্জাক (ওফাত, ২১১হি.) সংকলন করেন-

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ فِي بَيْتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ فَقَالَ كَمَا يَقُولُ: فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ

অনুবাদ:-উম্মে হাবিবা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইকামতের আওয়াজ তাঁর হুজরা শরীফ থেকেই শুনতে পেতেন। অতঃপর যখন 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' বলতেন (তখন হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে) তখন তিনি নামাযের জন্য (মুসাল্লায়) দাঁড়িয়ে যেতেন। ৩) ইমাম তাবরানী (ওফাত, ৩৬০ হি.) রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিসটিই সংকলন করেন এভাবে-

عَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَيْتِهَا فَسَمِعَ الْمُؤَذِّنَ، فَقَالَ كَمَا يَقُولُ، فَلَمَّا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلَاةِ

অনুবাদ:-তিনি যথাক্রমে ইসহাক ইবনু ইবরাহিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে তিনি আব্দুর রাযযাক (রহমাতুল্লাহ আলাইহি)থেকে

তিনি ইবনে তাইমী থেকে তিনি ইবনে দিনার থেকে তিনি আলকামা(রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) হতে তিনি তার মাতা থেকে তিনি উম্মে হাবিবা (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা) হতে তিনি বলেন রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হুজরা শরীফে অবস্থান করে ইকামতের আওয়াজ শুনতে পেতেন। অতঃপর মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ' পর্যন্ত পৌঁছে যেতেন তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নামাযের জন্য দাঁড়াতেন। বুঝতে পারলাম দুটি হাদিসের ভাষ্য একই।

ইকামতের সময় মুক্তাদির দাঁড়ানোর তিনটি পদ্ধতি রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা আদেশ বা হুকুম রয়েছে। অতএব, প্রথমে এই তিনটি পদ্ধতি পরিষ্কার করা হবে, তাদের রায়গুলি ব্যাখ্যা করা হবে, তার সাথে সাথে রেফারেন্স সহ যুক্তি উপস্থাপন করা হবে।

প্রথম পদ্ধতি ও তার প্রমানঃ-

যদি ইমাম ও মুক্তাদীগণ ইকামাতের সময় মসজিদের ভেতরে উপস্থিত থাকে এবং ইমাম ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি ইকামাত দেয়, যেটা আমাদের দেশে সাধারণত হয়।

হুকুমঃ-এক্ষেত্রে হুকুম হচ্ছে, মুক্তাদীগণ কে দাঁড়িয়ে না থেকে বসে থাকা অবস্থায় ইকামাত শুনতে হবে। যখন ইকামত "হায়্যা আলাস সালাহ" তে পৌঁছাবে তখন উঠতে শুরু করবে। এবং حَيَّ عَلَى الْفلاح বলার সময় তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এমতাবস্থায় ইকামাত শুরু হওয়ার সাথে সাথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রবণ করা মুক্তাদির জন্য মাকরূহ।

দলীল নং ১

হযরত ইমাম আযম রহমাতুল্লাহ আলায় এর বিশেষ ছাত্র ও মুজতাহিদ ফিল মাযহাব ইমাম মহম্মদ শায়বানি রহমাতুল্লাহ আলাইহি, যিনি কিতাব ও সুন্নাত এবং ইজমার দ্বারা ১০ লাখ ৭০ হাজার মাসায়েল এর উপহার দিয়েছেন। তিনি তার কিতাব "মুয়াত্তায়ে ইমাম মুহাম্মাদ" এ লিখেছেন -

قال محمد ينبغي للقوم إذا قال المؤذن "حي على الفلاح" أن يقوموا إلى الصلاة فيصفوا و يسووا و يحاذوا بين المناكب. وهو القول ابي حنيفة رحمه الله

অনুবাদঃ-ইমাম মুহাম্মাদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন যখন মুয়াজ্জিন "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলবে তখন মুক্তাদিগন দাঁড়াবে, তারপর সারিবদ্ধ হবে এবং কাঁধ সোজা করবে, তোমার কাঁধ অন্যের কাঁধে রাখবে। এটাই ইমাম আযম আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) এর মত।

দলীল নং ২

ইমামুল আইম্মা হযরত আল্লামা সামসুল আইয়ম্মা মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন সাহল সারাখসি রহমাতুল্লাহ আলায় (ওফাত ৪৮৩ হিজরী) তাঁর কিতাব "আল মাবসূত ফি শারহিল কাফি" এর মধ্যে লিখেছেন -

فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنِّي أُحِبُّ لَهُمْ أَنْ يَقُومُوا فِي الصف إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِذَا قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كبر الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ جَمِيعًا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَإِنْ أَخروا التَّكْبِيرَ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ جَازَ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يكبر حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ. وَقَالَ زُفَرُ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ مَرَّةً قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَامُوا فِي الصَّفِ، وَإِذَا قَالَ ثَانِيًا كبروا.

অনুবাদঃ-যদি ইমাম মুক্তাদীদের সাথে মসজিদের ভিতরে উপস্থিত থাকে, তবে মুকাব্বির যখন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলে তখন তাদের জন্য কাতারে দাঁড়ানো উত্তম। অতঃপর যখন বলবে, قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ তখন ইমাম ও মুক্তাদী সবাই তাকবীরে তাহরীমা বলবে, এটাই ইমাম আযম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রহমাতুল্লাহি আলাইহিমা)-এর অভিমত। আর যদি তাকবীরে তাহরীমাকে ইকামাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করে, তাহলে এটাও জায়েয। আর ইমাম আবূ ইউসুফ আলায়হি রহমাহ বলেছেনঃ ইকামত পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাকবীরে তাহরীমা বলবেন না। আর ইমাম জাফর (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেনঃ মুকাব্বির যখন প্রথমবার قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলে তখন লাইনে দাঁড়াও এবং যখন দ্বিতীয়বার قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ

বলে তখন তাকবীরে তাহরীমা বল।

দলীল নং ৩

হযরত আল্লামা সিরাজ উদ্দিন আবী মুহাম্মাদ আলী বিন মুহাম্মাদ তাইমি রহমাতুল্লাহি আলাই তার কিতাব ফাতাওয়া সিরাজীয়া এর মধ্যে লিখেছেন

إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْعُدَ وَلَا يَمْكُثَ قَائِمًا

অনুবাদঃ-মোয়াজ্জিন সাহেবের একামতের সময় যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে, তবে তার জন্য দাঁড়িয়ে না থেকে বসে যাওয়া উত্তম।

দলীল নং ৪

মালিক উলামা হযরত ইমাম আলাউদ্দিন আবু বকর বিন মাসউদ কাসানী (ওফাত ৫৮৭ হিজরি) তাঁর গ্রন্থ বাদা'ই'উস-সানা'ই 'ফি তারতীব আশ-শরা'ই' তে লিখেছেন

وَالْجُمْلَةُ فِيهِ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ إِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يُسْتَحَبُّ لِلْقَوْمِ أَنْ يَقُومُوا فِي الصف

অনুবাদঃ-সংক্ষেপে, ইমাম যদি মুক্তাদীর সাথে মসজিদে উপস্থিত থাকে, তবে মুকাব্বির যখন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলে তখন মুক্তাদীকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো মুস্তাহাব।

দলীল নং ৫

বুরহানুশ শরিয়া হযরত আল্লামা মাহমুদ বিন সদরুশ শরিয়া উবায়দুল্লাহ আলাইহির রহমাহ (ওফাত ৬৭৩ হি), যিনি ষষ্ঠ প্রকারের মুজতাহিদ সাহাবীদের মধ্যে একজন, তাঁর গ্রন্থ "শরহে বেকায়া" তে এই মাসয়ালা সম্পর্কে লিখেছেন:

وَيَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ

অনুবাদঃ-ইমাম ও মুক্তাদি সকলেই حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার সময় দাঁড়াবেন।

দলীল নং ৬

ফাতাওয়া ই আলমগীরি যা সুলতান মুহিউদ্দিন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীরের (ওফাত ১১৬১ হিজরি) শাসনামলে হানাফী আইনশাস্ত্রের সবচেয়ে বিশিষ্ট আলেম ও মুফতিদের হাতে সংকলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে লিখা আছে

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِقَامَةِ يُكْرَهُ لَهُ الِانْتِظَارُ قَائِمًا وَلَكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ.

অনুবাদঃ-ইকামতের সময় নামাযী মসজিদে আসলে তার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা মাকরূহ, এসে বসে যাবে, তখন দাঁড়াবে যখন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবে ।

এবং ইমাম ও মুক্তাদী যদি ইকামাহ শুরুর আগে মসজিদে উপস্থিত থাকে, তাহলে কখন দাঁড়াতে হবে? এই মাসায়েলটি একই জায়গায় এই শব্দগুলিতে বর্ণিত হয়েছে

إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَكَانَ الْقَوْمُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ

অনুবাদঃ-যদি মুকাব্বির ইমাম না হয় এবং মুক্তাদী ইমামের সাথে মসজিদে উপস্থিত থাকে, তাহলে মুকাব্বির حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বললে ইমাম ও মুক্তাদী সকলকে দাঁড়াতে হবে। এটি আমাদের তিন ইমামের (ইমাম আযম, ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মাদ রাহিমাহুমুল্লাহি তায়ালা) এর মাযহাব এবং এটাই সঠিক।

দলীল নং ৭

হযরত আল্লামা মুহাম্মাদ আমিন ইবনে আবিদীন শামী (ওফাত ১২৫২ হিজরি) তাঁর "রাদ্দুল-মুহতার আলাদ দুররে মুখতার" গ্রন্থে নিম্নরূপ লিখেছেন:

وَيُكْرَهُ لَهُ الِانْتِظَارُ قَائِمًا، وَلَكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ".

অনুবাদঃ-যে ব্যক্তি ইকামতের মাঝখানে মসজিদে আসে তার জন্য দাঁড়ানো অবস্থায় অপেক্ষা করা মাকরূহ,সে এসে বসবে বরং মুয়াজ্জিন যখন ইকামাতে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ তে পৌঁছাবে তখন দাঁড়ানো উচিত।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ও তার প্রমাণ

দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হল ইমাম ইকামতের সময় মসজিদে নেই, যদিও সে তার ঘরে বা অন্য কোথাও থাকে। এমতাবস্থায় হুকুম এই যে, ইমামকে আসতে না দেখে মুকাব্বির যেন ইকামাত বলা শুরু না করে। তবে যদি জামাতের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যায় এবং মুকাব্বির ইকামাত

শুরু করে, তাহলে ইমাম মসজিদে প্রবেশ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তাদী দাঁড়াবে না, ইকামাত শেষ হলেও । এখন যদি ইমাম সামনে থেকে মসজিদে প্রবেশ করেন তাহলে তাকে দেখা মাত্রই সকল মুক্তাদী উঠে দাঁড়াবেন। আর যদি তিঁনি কাতার হয়ে আসেন, তাহলে যে কাতারের দিক দিয়ে প্রবেশ করবেন সেই কাতারটিকে দাঁড়াতে হবে। এই আদেশটি মনে রাখুন এবং রেফারেন্স সহ যুক্তিগুলি পাঠ করুন:

দলিল নং ১

মেশকাত শরীফ পৃষ্ঠা নং ৬৭

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ.

অনুবাদ:-হজরত আবু কাতাদাহ (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু,) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, যখন সালাতের জন্য ইকামাত দেওয়া হয়, তখন তোমরা দাঁড়াবে না যতক্ষণ না আমাকে (হুজরা) থেকে বের হতে দেখে না নিবে।

উপরোক্ত হাদিসের আলোকে মাসয়ালাটি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও ইকামাত শুরু হওয়ার সাথে সাথে দাঁড়ানো উচিত নয়, বরং দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে বসে যাওয়া উচিত। যেমনটি হুজুর সরকার দু'আলম (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আমল থেকে প্রতীয়মান হয়।

দলীল নং ২

অতএব, এটি বাদা'ই'উস-সানা'ই 'ফি তারতীব আশ-শরা'ঈ, তে রয়েছে:

عَنْ عَلِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى النَّاسَ قِيَامًا يَنْتَظِرُوْنَهُ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ سَامِدِينَ أَيْ وَاقِفِيْنَ متحيرين، وَلِأَنَّ الْقِيَامَ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ وَلَا يُمْكِنُ أَدَاؤُهَا بِدُوْنِ الْإِمَامِ فَلَمْ يَكُنِ الْقِيَامُ مُفِيدًا.

অনুবাদ:-হজরত আলী (রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু) থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, সাহাবায়ে কেরাম দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি বললেনঃ কি ব্যাপার যে আমি তোমাদেরকে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখছি। এবং যেহেতু মুক্তাদীদের দাঁড়ানো নামাজের জন্য হয়। আর ইমাম ছাড়া নামাজ সম্ভব নয়, সুতরাং দাঁড়ানো কোন কাজে আসবে না।

দলীল নং ৩

মারাকিল ফালাহ শারাহ নূরুল ইজাহ গ্রন্থে আছে

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا يَقُوْمُ كُلُّ صَفٍّ حِيْنَ يَنْتَهِي إِلَيْهِ الْإِمَامُ فِي الْأَظْهَرِ".

অনুবাদ:-আর যদি ইমাম উপস্থিত না থাকে (মিহরাবের কাছে), তাহলে প্রত্যেক কাতার কে তখনই দাঁড়ানো উচিত যখন ইমাম তাদের কাছে পৌঁছাবেন।

*তৃতীয় পদ্ধতি ও তার প্রমাণ *

তৃতীয় পদ্ধতিটি হল মসজিদের ভিতরে ইমাম ও মুক্তাদী উপস্থিত থাকে এবং ইমাম নিজেই ইকামাহ বলেন। এমতাবস্থায় হুকুম হল, সবাই বসে থাকা অবস্থায় ইকামাত শুনবে , ইমামের ইকামাত শেষ না করা পর্যন্ত কেউ দাঁড়াবে না।

দলীল নং ১

ফাতাওয়ায়ে আলামগির তে আছে

"وَإِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ وَالْإِمَامُ وَاحِدٌ فَإِنْ أَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَالْقَوْمُ لَا يَقُوْمُوْنَ مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنَ الْإِقَامَةِ

অনুবাদ:-যদি মুকাব্বির ইমাম হয় এবং মসজিদের ভিতরে ইকামাত বলে, তাহলে মুক্তাদী ইকামত শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়াবে না।

দলীল নং ২

দূররে মুখতার গ্রন্থে আছে

إِذَا أَقَامَ الْإِمَامُ بِنَفْسِهِ فِي مَسْجِدٍ فَلَا يَقِفُوْا حَتَّى يُتِمَّ إِقَامَتَهُ.

অনুবাদ:-যখন ইমাম মসজিদে নিজেই ইকামাত বলেন, তখন মুক্তাদীর দাঁড়ানো উচিত নয়,যতক্ষণ না সে ইকামাত পূর্ণ করে নেবে।

দলীল নং ৩

বাহারুর রাইয়ক গ্রন্থে আছে

فَإِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ وَالْإِمَامُ) وَاحِدًا أَوْ أَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَالْقَوْمُ لَا يَقُوْمُوْنَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ إِقَامَتِهِ كَذَا فِي الظَّهِيْرِيَّةِ

অনুবাদ:-মুকাব্বির ইমাম হলে এবং

মসজিদে ইকামাত বললে মুক্তাদী দাঁড়াবে না,যতক্ষণ না সে ইকামাত সমাপ্ত করে।

প্রিয় পাঠক, এতক্ষণ যা পড়লেন আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন ইকামতের সময় কখন দাঁড়াতে হবে, এই গ্রন্থগুলো শুধু বেরেলী ওলামারা পড়েন বা তাদের মাদ্রাসায় পড়ানো হয়, এটা নয় বরং উলামায়ে দেওবন্দও তাদের মাদ্রাসায় পড়ান, তাদের ওলামারাও পড়েন। এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন ওলামায়ে কেরামগন এই গ্রন্থগুলো পড়েন। কিন্তু বর্তমানে দেওবন্দী আলেমেরা,ইমামরা ও তাদের মুক্তাদিগন সবাই ইকামত হওয়ার আগেই দাঁড়িয়ে যান ,যেটা করা শরিয়তের দৃষ্টিতে মাকরূহ।

আসুন এই বিষয়ে সুন্নি বেরেলি ওলামা অর্থাৎ আমাদের উলামায়ে কেরামগনের অভিমত কী?

(১)আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের নির্ভীক মুখপাত্র ইমামে ইশক ও মুহাব্বত ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রাজা খান কাদরী বেরেলভী রহমতুল্লাহি আলাইহি(ওফাত ১৩৪০ হিজরি) এই মাসয়ালা সম্পর্কে বলেছেন, তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত গ্রন্থ "ফাতাওয়ায়ে রাযাভিয়া"তে

تکبیر کھڑے ہو کر سننا مکروہ ہے یہاں تک کہ علمانے فرمایا ہے کہ اگر تکبیر ہو رہی ہو اور مسجد میں آیا تو بیٹھ جائے اور جب مکبر حَیَّ عَلَی الصَّلاۃ پر پہنچے اس وقت سب کھڑے ہو جائیں،،

অনুবাদঃ-দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় তাকবীর শোনা মাকরূহ এমনকি আলেমগণ বলেছেন যে, যদি তাকবীর পাঠ করা হয় এমন সময় যদি কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তবে তাকে বসতে হবে। এবং যখন মুকাব্বির حَیَّ عَلَی الصَّلاۃ তে পৌঁছাবে তখন সকলের দাঁড়ানো উচিত হবে।

(২) ফাক্বিহে মিল্লাত হযরত আল্লামা মুফতী জালালউদ্দিন আহমদ আমজাদি রহমতুল্লাহি আলাইহি (ওফাত ১৪২২হি) তাঁর গ্রন্থ "ফাতাওয়া ই ফায়জুর রাসুল" এর মধ্যে লিখেছেন

اقامت کے وقت امام اور مقتدی سب کو بیٹھے رہنے کا حکم ہے۔کھڑا رہنا مکروہ و منع ہے۔پھر جب اقامت کہنے والا حَیَّ عَلَی الصَّلاۃ پر پہنچے تو انھیں اور صفوں کو درست کریں جیسا کہ فقہائے کرام اور شارحین حدیث کے اقوال سے ثابت ہے

অনুবাদঃ-ইকামতের সময় ইমাম ও মুক্তাদী সবাইকে বসে থাকার হুকুম আছে। দাঁড়ানো মাকরূহ ও নিষেধ। অতঃপর যখন 'ইকামাত' বলা ব্যক্তি حَیَّ عَلَی الصَّلاۃ তে পৌঁছাবে, তখন তারা দাঁড়াবে ও কাতার সোজা করবে, যেমনটি ফ্বকীহ ও হাদীসের ব্যাখ্যা কারীদের বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত।

এছাড়া দেওবন্দী আলেমদেরও ফাতাওয়া আছে এই বিষয়ের উপর, দেখুন

(১)মৌলভী আশরাফ আলী থানবী তার কিতাব "ইমদাদুল ফাতাওয়া " এর মধ্যে লিখেছেন যখন মুকাব্বির حَیَّ عَلَی الصَّلاۃ ও حَیَّ عَلَی الْفلاح বলবে তখন দাঁড়ানো টা হল নামাজের আদব। আর ইকামতের শুরুতেই দাঁড়ানো মাকরূহ।

(২) মৌলভী মাহমুদ হাসান গাঙুঁহি লিখেছেন ফাতাওয়া মাহমূদিয়া তে ইমাম মসজিদের ভিতরে উপস্থিত থাকলে, যখন মুকাব্বির বলে حَیَّ عَلَی الصَّلاۃ حَیَّ عَلَی الْفلاح তখন দাঁড়ানো নামাজের আদব

৩)মৌলভী কারামাত আলী জৌনপুরী লিখেছেন 'মিফতাহুল জান্নাহ' তে যখন ইকামতের সময় حَیَّ عَلَی الصَّلاۃ বলবে তখন ইমাম ও মুক্তাদি সবাই দাঁড়িয়ে যাবে। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রন্থে লিখা আছে। প্রিয় পাঠক আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে ইকামাতে কখন দাঁড়াতে হবে, দেওবন্দী মৌলভীরাও স্বীকার করেছেন কিন্তু তারা আজও আমলে আনতে পারেনি , একমাত্র সুন্নি বেরেলবী নবীর সুন্নাত কে আঁকড়ে ধরে আছে আর ইনশাআল্লাহ ধরে থাকবে।

কিয়াম ও সালামের বৈধতা এবং তার উপর উত্থাপিত আপত্তির জবাব

মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী

বর্তমান সময়ে কিছু বাতিল ফিরকার আবির্ভাব ও উৎপত্তি ঘটেছে, যারা সব কিছুতে বিদয়াত-শির্কের গন্ধ পায়। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের অনুসারীরা যুগযুগ ধরে নবীর প্রতি সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করে আসছি কিন্তু তারা এটিকে নিকৃষ্ট বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করছে। যার ফলে অনেক যুবক বিভ্রান্তির শিকার হয়ে আছে। তাই আমি অধম এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। খুবই মনযোগ সহকারে আমার এই লেখনীটি পড়ার চেষ্টা করবেন। আমি আল্লাহর রহমতের উপর আশাবাদী হয়ে বলতে পারি যে, এই লেখনীটি পড়ার পর কোন যুবকের মনের মধ্যে এই বিষয়ে কোনরকমের সংশয় থাকবেনা ইন শা আল্লাহ।

কুরআনের আলোকে ক্বিয়াম

মহান সৃষ্টিকর্তা পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করেন:

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

অনুবাদ:-নিশ্চয় আল্লাহ ও তার ফিরিশতাগণ দরুদ প্রেরণ করেন ওই অদৃশ্যবক্তা(নবীর) প্রতি। হে ঈমানারগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি দরুদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো।

ব্যাখ্যা:-উপরোক্ত আয়াতের মধ্যে প্রিয় নবীর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে না কোন দরুদ কে নির্দিষ্ট করা হয়েছে আর না সালাম দেওয়ার কোন পদ্ধতি কে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। তাই প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানার্থে যদি কেউ ক্বিয়াম করে, তাহলে সেটির উপর আপত্তি করা মূর্খামি ছাড়া কিছু নয়। কেননা, ক্বিয়াম সালাম দেওয়ার জন্যই করা হয়, আর যেহেতু মহান রব্বুল আলামীন সালাম দেওয়ার জন্য কোন পদ্ধতিকে নির্দিষ্ট করেননি,সেহেতু দাঁড়িয়ে সালাম পাঠ করাটা মোটেও আপত্তিজনক কাজ নয়।।

হাদীসের আলোকে ক্বিয়াম

১/হাদীস

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ هُوَ ابْنُ مُعَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ

অনুবাদ:-হযরত আবূ সা'ঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন;যখন বনী কুরায়যার ইয়াহূদীরা সা'দ ইবনু মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ফায়সালা মোতাবেক দূর্গ থেকে বেরিয়ে আসে, তখন আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে ডেকে পাঠান। আর তিনি তখন ঘটনাস্থলের কাছেই ছিলেন। তখন সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি গাধার পিঠে আরোহণ করে আসলেন। যখন তিনি কাছে আসলেন, তখন আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা 'তোমাদের নেতার দিকে দন্ডায়মান হও। (বুখারী শরীফ,হাদীস:- ৩০৪৩)

ব্যাখ্যা:-এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমানিত হচ্ছে যে,কারো জন্য সম্মানার্থে দাঁড়ানো অবশ্যই জায়েয। যদি কারও সম্মানার্থে দাঁড়ানো গুনাহের কাজ হতো, তাহলে নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনোই সাহাবাদের কে দাঁড়াতে বলতেন না।কেননা, একজন নবীর দায়িত্ব নেকীর কাজে উৎসাহিত করা এবং খারাপ

কর্ম থেকে বিরত রাখা।

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন:

الْقِيَام لِلْقَادِمِ مِنْ أَهْل الْفَضْل مُسْتَحَبّ، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَحَادِيث

অনুবাদঃ-সম্মানিত আগত ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো মুস্তাহাব এবং এই প্রসঙ্গে একাধিক হাদীস শরীফ রয়েছে। (শারহে মুসলিম কিতাবুল জিহাদ)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় জগৎ বিখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা ইবনে হাজার আসক্বালানী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ নিজ পুস্তকে ইমাম বায়হাকীর মত কে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (ইমাম বায়হাক্বী) বলেন,

القيام على وجه البر و الإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد

অনুবাদঃ- নেকীর এবং সম্মানের উদ্দেশ্যে ক্বিয়াম করা জায়েয। যেমন ভাবে আনসার সাহাবারা হযরত সা'য়াদ রাদ্বীয়াল্লাহু আনহুর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী,খণ্ড-১১,পৃষ্ঠা-৫২)

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ নিজ পুস্তকে ইমাম বাগাবী এবং ইমাম খত্তাবী রহমতুল্লাহি আলাইহিমার এই হাদীসের উপর ব্যাখ্যা নকল করেছেন। তাঁরা বলেন,

أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل و الوالى العادل وقيام المتعلم للعالم مستحب غير مكروه

অনুবাদঃ-সম্মানিত,ন্যায়পরায়ণ বাদশাহের জন্য তাঁর অধীনস্থদের এবং শিক্ষাগুরুদের জন্য তাঁর শিষ্যদের দাঁড়ানো মুস্তাহাব, অপছন্দনীয় নয়। (আল- ক্বিয়ামু লি আহলিল ফাযল্, পৃষ্ঠা- ২১)

২/হাদীস

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُنَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَجْلِسِ يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ

অনুবাদঃ- হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে বসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। আর তিনি যখন উঠে দাঁড়াতেন, তখন আমরাও উঠে দাঁড়াতাম, যতক্ষণ না আমরা দেখতাম যে, তিনি তাঁর কোন বিবির ঘরে প্রবেশ করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস- ৪৭০০)

ব্যাখ্যাঃ- এই হাদীস টি দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ হয় যে, সাহাবায়ে কেরামরা নবী মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্মানার্থে দাঁড়িয়েছিলেন এবং নবী মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনরকমের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি। এই থেকে বোঝা যায় যে,ক্বিয়াম করা নিঃসন্দেহে জায়েয। এই হাদীস টি কে নামধারী আহলে হাদীসরা দুর্বল বলার অপচেষ্টা করে কিন্তু মূলত হাদীস টি দুর্বল নয়, কেননা ইমাম আবু দাউদ হাদীস টি নিয়ে আসার পর কোন বর্ণনাকারী সম্পর্কে কোনরকমের সমালোচনা করেননি।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! একটি মূলনীতি স্মরণে রাখবেন যে, ইমাম আবু দাউদ যখন হাদীস নিয়ে আসার পর কোন রকমের সমালোচনা করেন নি, তখন সেই হাদীস টি কমপক্ষে হাসান পর্যায়ের হয় আর হাসান হাদীস দ্বারা হুকুম সাব্যস্ত হয়। (আত তারগীব ওয়াত-তারহীব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা, ৫/নাসবুর-রায়াহ্, পৃষ্ঠা- ৬০)

৩/হাদীস

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلاًّ وَهَدْيًا بِرَسُولِ اللَّهِ فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا

অনুবাদঃ-উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উঠা-বসা, আচার-অভ্যাস ও চালচলনের সাথে তাঁর কন্যা ফাতেমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর অপেক্ষা বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ আমি আর কাউকে দেখিনি। হযরত আয়েশা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) আরও বলেন, ফাতেমা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) যখনই নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসতেন, তিনি (প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর নিকট উঠে যেতেন, তাঁকে চুমু দিতেন এবং নিজের স্থানে বসাতেন। আর নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে গেলে তিনিও নিজের জায়গা হতে উঠে তাঁকে (পিতাকে) চুমা দিতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন।(তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং-৩৮৭২)

এই হাদীস থেকে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত ফাতেমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা একে অপরের জন্য দাঁড়াতেন। যদি এক অপরের সম্মানার্থে দাঁড়ানো গুনাহের কাজ হতো, তবে কি রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার জন্য দাঁড়াতেন? আর হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহা কি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দাঁড়াতেন? ইনাদের একে অপরের জন্য দাঁড়ানো টাই জায়েয হওয়ার দলীল।

৪/হাদীস

وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بِالتَّوْبَةِ. يَقُولُونَ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ. قَالَ كَعْبٌ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَىَّ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي

অনুবাদঃ-এবং রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমাকে ধন্যবাদ জানাতে আসলে লাগল। তারা তওবা কবূলের মুবারকবাদ জানাচ্ছিল। তারা বলছিল, তোমাকে মুবারাকবাদ যে, আল্লাহ তা‘আলা তোমার তওবা কবূল করেছেন। কা‘ব (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেন; অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে বসে ছিলেন এবং তাঁর চতুর্দিকে জনতার সমাবেশ ছিল। ত্বলহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) দ্রুত উঠে এসে আমার সঙ্গে মুসাফাহা করলেন ও মুবারকবাদ জানালেন।

ব্যাখ্যাঃ-মূলত এই হাদিসটিতে বিস্তারিত ভাবে হযরত কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর তওবা কবুল হওয়ার ঘটনা উল্লেখিত আছে। এই হাদীসটি মনযোগ সহকারে অধ্যায়ন করলে বোঝা যায় যে,হযরত ত্বলহা ইবনে ‘উবাইদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন এবং হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, সেখানে স্বয়ং নবী মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত ছিলেন আর এই দৃশ্য দেখছিলেন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! চিন্তা করুন। যদি কারও জন্য কিয়াম করা অর্থাৎ দাঁড়ানো নাজায়েয ও গুনাহের কাজ হতো, তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি হযরত ত্বলহা ইবনে উবাইদুল্লাহ্ কে দাঁড়াবার অনুমতি দিতেন?

আর এই হাদীসের ভিত্তিতে ইমাম বায়হাক্বী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মত প্রখ্যাত মুহাদ্দিস পর্যন্ত বলেছেন যে, কারও সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়েয। (ফাতহুল বারী, খণ্ড-১১, পৃষ্ঠা-৫২)

বিরোধীদের আপত্তি ও তার জবাব

আপত্তি নম্বর ১

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ :خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَكِّئًا عَلَى عَصًا فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ :لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ، يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا

অনুবাদঃ-হযরত আবূ উমামাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ালে তিনি বললেনঃ তোমরা দাঁড়াবে না, যেরূপ অনারবরা একে অপরকে সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়ায়।

এই হাদীস দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় যে, নবী মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্বিয়াম কে অপছন্দ করতেন তাই তো সাহাবাদেরকে নিষেধ করলেন।

জবাবঃ-এই হাদীস থেকে ক্বিয়াম কে নিষিদ্ধ প্রমাণ করা হলো সব থেকে বড় মূর্খামি।

হাদীস টি ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, নবী মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্তহীন ভাবে ক্বিয়াম কে নিষেধ করেননি বরং বলেছেন যে,অনারবদের মতো দাঁড়াবেনা। এটা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, অনারবদের মতো দাঁড়ানো নিষিদ্ধ কিন্তু আরববাসী দের মত দাঁড়ানো নিষিদ্ধ নয়। এই হাদীসের ভিত্তিতে যদি বিরোধীরা ক্বিয়াম করাকে নাজায়েয ও হারাম বলতে চায়, তাহলে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাহসিকতা করুক। রসূলুল্লাহ্ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

يَا عَلِيُّ لاَ تُقْعِ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ"

অনুবাদঃ-হে আলী! তুমি কুকুরের ন্যায় বসো না।

এই হাদীসের ভিত্তিতে কেউ কি এটা বলবে যে, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে নামাযে বসতেই নিষেধ করেছেন? সে মুর্খই হবে,যে এমন কথা বলবে। যদি এই হাদীসের ভিত্তিতে নামাযে বসা নিষেধ প্রমাণিত না হয়, তাহলে আপত্তির মধ্যে উল্লেখিত হাদীস দ্বারা কিভাবে শর্তহীন ভাবে দাঁড়ানো নিষেধ হতে পারে?

যেমন উপরোক্ত হাদীসে শর্তহীন ভাবে বসা কে নিষেধ করা হয়নি তদ্রূপ আপত্তির মধ্যে উল্লেখিত হাদীসেও শর্তহীন ভাবে দাঁড়ানো কে নিষেধ করা হয়নি বরং দাঁড়ানোর একটি ধরন কে নিষেধ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, নবী মুস্তফা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ধরনের ক্বিয়াম কে নিষেধ করেছেন?এই প্রসঙ্গেও একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।যেমন একটি হাদীস নিম্নে উল্লেখ করা হলো

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ اشْتَكَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ تَكْبِيرَهُ فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا فَرَآنَا قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْنَا فَقَعَدْنَا فَصَلَّيْنَا بِصَلاَتِهِ قُعُودًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ "إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا لَتَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسَ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلاَ تَفْعَلُوا

অনুবাদঃ-হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করলাম। তিনি বসে বসে সালাত আদায় করছিলেন। আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু লোকদেরকে তার তাকবীর জোরে শুনিয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি আমাদের দিকে খেয়াল করে আমাদেরকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমাদের ইশারা করলেন। সেজন্য আমরা বসে গেলাম। আমরা তাঁর সাথে বসে সালাত আদায় করলাম। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেনঃ "তোমরা পারস্য ও রোমের (সাম্রাজ্যের) লোকেদের মতোই করতে যাচ্ছিলে। তাদের বাদশারা বসে থাকে আর তারা দাঁড়িয়ে থাকে। তোমরা কখনো এমন করো না। সবসময় তোমাদের ইমামদের অনুসরণ করবে। সে যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। সে যদি বসে সালাত আদায় করে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে"। (মুসলিম শরীফ,হাদীস নং; ৮১৪, আন্তর্জাতিক নম্বর ৪১৩)

এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, একজন ব্যক্তি বসে থাকবে আর তার সম্মানার্থে মানুষরা দাঁড়িয়ে থাকবে এটি হলো অপছন্দনীয় ক্বিয়াম আর এটি থেকেই নবী মুস্তফা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন।।

আপত্তি নম্বর ২

عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، قَالَ :خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ عَامِرٍ فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَامِرٍ :اجْلِسْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْثُلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

অনুবাদঃ-হযরত আবূ মিজলায রহমাতুল্লাহি আলাই-এর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনে যুবাইর ও ইবনে আমিরের নিকট আসলেন। ইবনে আমির দাঁড়িয়ে গেলেন, কিন্তু ইবনে যুবাইর বসে রইলেন। মুয়াবিয়াহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইবনু

আমিরকে বললেন; বসো। আমি রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছিঃ যে লোক নিজের জন্য অন্য লোকের দাঁড়িয়ে থাকাকে পছন্দ করে, সে যেন জাহান্নামে তার আসন নির্ধারণ করে নেয়। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং; ৫২২৯)

এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে, কারও জন্য ক্বিয়াম করা নিষেধ এবং যে পছন্দ করবে সে জাহান্নামে যাবে।

জবাবঃ-এই হাদীসের ভিত্তিতে আজ পর্যন্ত কোন মুহাদ্দিস ক্বিয়াম কে নিষেধ বলেননি। বিরোধীরা নিজে থেকে হাদীস বুঝতে যায়, তার কারণেই এই অবস্থা হয়। আমরা আহলে সুন্নাত ওয়া জামায়াতের অনুসারীরা হাদীস বুঝি মুহাদ্দিসদের ব্যাখ্যা পড়ে। নিজের মনগড়া ব্যাখ্যা কে পরিহার করে মুহাদ্দিস দের ব্যাখ্যা গ্রহণ করাটাই শ্রেয় বলে মনে করি।

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মত মুহাদ্দিস পরিষ্কার বলে দিয়েছেন,

ولم يصح فى النهى عنه شيئ صريح

অনুবাদঃ-ক্বিয়াম কে নিষিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য স্পষ্ট কিছু আসেনি। (শারহে মুসলিম লিল ইমাম নববী)

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! চিন্তা করুন। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মত মুহাদ্দিস বলছেন যে, ক্বিয়াম কে নিষিদ্ধ প্রমাণ করার জন্য স্পষ্ট কোন হাদীস আসেনি আর বর্তমানের দু পাতা পড়া আহলে হাদীস ও দেওবন্দীরা বলছে একাধিক হাদীস এসেছে। এখন বিচার আপনাদের হাতে আপনারা কার কথা মানবেন দু পাতা পড়া ব্যক্তিদের? না ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতো মুহাদ্দিসের?

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, তাহলে আপত্তির মধ্যে উল্লেখিত হাদীসের আসল ব্যাখ্যা কি হবে?

এই হাদীসের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ বলেন যে, এখানে এই ধরনের ক্বিয়াম কে নিষিদ্ধ প্রমাণ করা হয়েছে যে, আগত ব্যক্তি এটা চাইবে যে মানুষ তার জন্য দাঁড়াবে কিন্তু যদি আগত ব্যক্তির মনের মধ্যে এরকম কোন বাসনা না থাকে আর তবুও মানুষ সম্মানে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে এটি নিন্দনীয় নয়। (আল ক্বিয়ামু লি আহলিল ফাযল, পৃষ্ঠা নম্বরঃ-৪৩)

তাহলে উপরের ব্যাখ্যা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, নিষিদ্ধ ক্বিয়াম হলো ওটি, যেটির মধ্যে অহংকার ও বড়ত্ব আসবে যে, আমি এত সম্মানিত ব্যাক্তি তবুও মানুষ আমার জন্য দাঁড়ায়না।

আপত্তি নম্বর ৩

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَكَانُوا إِذَا رَأَوْهُ لَمْ يَقُومُوا لِمَا يَعْلَمُونَ مِنْ كَرَاهِيَتِهِ لِذَلِكَ

অনুবাদঃ-হযরত আনাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ সাহাবীদের কাছে রসূলুল্লাহ্ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর চেয়ে প্রিয় কোন ব্যক্তি ছিল না। কিন্তু তাঁকে দেখেও তারা দাঁড়াতেন না। কেননা, তাঁরা জানতেন যে, তিনি এটি পছন্দ করেন না। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং; ২৭৫৪)

এই হাদীস থেকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কারও জন্য দাঁড়ানো নিষিদ্ধ। যদি নিষিদ্ধ না হত,তাহলে নবী মুস্তফা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপছন্দ করতেন না।

জবাবঃ-এই হাদীস থেকেও ক্বিয়াম করা নিষেধ প্রমাণিত হয়না বরং নবী মুস্তফা কতটা বিনয়ী ছিলেন সেটাই বোঝা যায়। রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাইতেন না যে, সাহাবায়ে কেরামদের ক্বিয়াম করার মাধ্যমে কষ্ট হোক। কেননা, নবী আমার উম্মতের দরদী ছিলেন। দ্বিতীয়ত এই হাদীস থেকে কোন মুহাদ্দিস সম্মানার্থে দাঁড়ানো কে নাজায়েয বলেননি বরং ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহ্ আপন পুস্তকে এই হাদীসের ব্যাখ্যা করে বাতিল ফিরকার মুখ কে চিরকালের জন্য বন্ধ করেছেন। উনি এই হাদীসের দুটি জবাব দিয়েছেন যেটি নিম্নে উল্লেখ করা হল-

প্রথম জবাবঃ-রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সম্মানকে কেন্দ্র করে বাড়াবাড়ির আশঙ্কা করেছিলেন। যেমনটি অন্য হাদীসে নবী মুস্তফা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন:

لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُوْلُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ

অনুবাদঃ-তোমরা আমার প্রশংসা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করো না,যেমন 'ঈসা মরিয়ম (আলাইহিস- সালাম) সম্পর্কে খ্রিস্টানরা বাড়াবাড়ি করেছিল। আমি তাঁর বান্দা, তাই তোমরা বলবে, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। (বুখারী শরীফ,হাদীস নং;৩৪৪৫)

এই কারণেই উনি অপছন্দ করতেন। এই কারণের জন্য নয় যে, একজন ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির জন্য দাঁড়ানো চলবেনা বরং উনি নিজে অন্য ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়েছেন এবং কিছু সাহাবা উনার উপস্থিতিতে অপর সাহাবাদের জন্য দাঁড়িয়েছেন অথচ নবী মুস্তফা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেননি। এটি সুস্পষ্ট জবাব এটার মধ্যে সন্দেহ শুধুমাত্র মূর্খ এবং অহংকারী ব্যক্তিরাই করবে।

দ্বিতীয় জবাবঃ-সাহাবায়ে কেরামদের অন্তরে নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুহাব্বত পরিপূর্ণ ছিল তাই আলাদাভাবে ক্বিয়াম করে সম্মানপ্রদর্শনীর প্রয়োজন ছিলনা। তাই নবী মুস্তফা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটি অপছন্দ করতেন যে, সাহাবারা আলাদা ভাবে ক্বিয়াম-এর মাধ্যমে আমাকে সম্মান করুক। (আল ক্বিয়ামু লি আহলিল ফাযল্, পৃষ্ঠা নং; ৪৩)

আপত্তি নম্বর ৪

আপনারা নবীকে দাঁড়িয়ে সালাম করার সময় বলেন, ইয়া নবী সালামু আলাইকা, ইয়া রসূল সালামু আলাইকা..... ।এখানে সমস্যা হলো যে, এই রকম ভাবে সালাম দেওয়া হাদীস বিরোধী ।কেননা, হাদীসে এসেছে

السلام قبل الكلام

অনুবাদঃ-কথা বলার পূর্বে সালাম। চিন্তা করুন! আপনারা আগে বলছেন হে নবী! তারপর সালাম দিচ্ছেন।

জবাবঃ-প্রথমত যে হাদীসটি আপনি উল্লেখ করেছেন,সেটি মুনকার হাদীস। ইমাম তিরমিযী হাদীস টি নিয়ে আসার পর নিজেই হুকুম লাগিয়েছেন যে হাদীস টি মুনকার এবং এটাও বলেছেন যে,এই সূত্র ছাড়া আমার আর কোন সূত্র জানা নেই। তাহলে চিন্তা করুন! আপনারা যখন হাদীস চান, তখন বলেন যে, সহীহ হাদীস লাগবে আবার নিজেদের বেলায় মুনকার দিয়েও কাজ চালান। লজ্জা কি বিক্রি করে খেয়েছেন? না বন্ধক দিয়েছেন?

দ্বিতীয়ত হাদীসটি যদি কোন রকম ভাবে হাসান পর্যায়েও নিয়ে যান তবুও কোন লাভ হবেনা। কেননা আমাদের সালাম দেওয়ার পদ্ধতি টি উল্লেখিত হাদীসের বিপরীত নয়। হাদীসে বলা হয়েছে যে, কথা বলার আগে সালাম দাও কিন্তু আমরা নবীর সাথে কথা বলিনা বরং নবীকে সম্বোধন করি আর হাদীসে সালাম দেওয়ার পূর্বে সম্বোধন করাকে নিষেধ করা হয়নি। তবুও যদি কোন পণ্ডিত এই আপত্তি করে যে, ইয়া নবী এটি আরবী গ্রামারের ভিত্তিতে কালাম(বাক্য)। তাহলে আমি অধম জবাব দিবো যে, এই ভিত্তিতে যদি আমাদের ইয়া নবী সালামু আলাইকা বলা হাদীস বিরোধী কর্ম হয়,তাহলে "আত্তাহিয়্যাতু" যেটি নামাজের বৈঠকে পড়া হয়,সেটির সম্পর্কে কি বলবেন? ওখানে তো সালাম দেওয়ার পূর্বে বাক্যের মাধ্যমে আল্লার প্রশংসা করা হয়েছে, তাহলে কি সেটিও হাদীস বিরোধী কর্ম? যে জবাব আপনাদের সেই জবাব আমাদের।

আপত্তি নম্বর ৫

আপনারা সালাম দেওয়ার সময় বলছেন ইয়া নবী অর্থাৎ হে নবী! আর আল্লাহ কোরআন মাজীদের মধ্যে এক জায়গাতেও এই শব্দ প্রয়োগ করেন নি বরং বলেছেন ইয়া আইয়ুহান নবী অর্থাৎ হে সম্মানীয় নবী!

তাহলে আপনারা নবী কে সালাম দিয়ে বেয়াদবি করেন আবার দাবি করেন যে, আমরা আশিকে

রসূল লজ্জা লাগেনা?

জবাবঃ-আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি যে, আপনারা সকলে মিলে এটি আমাকে দেখান যে ইয়া নবী আর ইয়া আইয়ুহান নবী এর মধ্যে অর্থের দিক দিয়ে পার্থক্য কোথায় পেলেন? নিজের ঘর থেকে বানিয়ে মানুষকে বোকা বানাতে কি একটুকুও লজ্জা লাগেনা? গ্রামারের একটি পুস্তক থেকেও কেয়ামত পর্যন্ত এই ধরনের পার্থক্য দেখাতে পারবেন না। অর্থের দিক দিয়ে দুটোর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই আর এটি দেখার জন্য নিজেদের ঘরের লেখকের কোরআন মাজীদের অনুবাদ গ্রন্থ উঠিয়ে নিন আর সূরা আনফালের ৬৪,৬৫, ৭০ নম্বর আয়াত-এর অনুবাদ দেখে নিন আশা করি জ্ঞানচক্ষু খুলে যাবে।

আপত্তি নম্বর ৬

নামাজের মত গুরুত্বপুর্ণ ঈবাদতে নবীকে বসে সালাম দেওয়া হচ্ছে আর বাইরে জলসা মিলাদে আপনারা দাঁড়িয়ে সালাম দিচ্ছেন কি আশ্চর্য!

জবাবঃ-আপত্তি টি মূর্খামি তে ভরা। যদি নামাজকেই দেখে নির্ণয় করেন যে,সালাম এই ভাবেই দিতে হবে, তাহলে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। নামাজে তো দাঁড়িয়ে কোরআন মাজীদের তেলাওয়াত করেন, তাহলে বাইরে কেন বসে তেলাওয়াত করেন? সর্বদা নামাজের মত দাঁড়িয়েই পাঠ করুন দেখবেন যখন দু পারা পাঠ করার পর কোমরে ব্যথা আরম্ভ হবে তখন আমাদের কে স্মরণ করবেন। তখন বুঝে যাবেন যে, আমার অনুমান করা ভুল হয়েছে।

সহীহ হাদীসের সহীহ ব্যাখ্যা

মাওলানা হেশামুদ্দিন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ

বর্তমান যুগ ফিতনা ফ্যাসাদের যুগ। কুফরী খোদাদ্রোহী ও বিধর্মীদের তৎপরতার লু-হাওয়া বয়ে চলেছে , লা মাযহাবী ও বেদ্বীনেরা নতুন নতুন ছদ্মবেশ ধারণ করে ,ইসলামিক পোশাক পরিধান করে ইসলামিক রূপে আবির্ভূত হচ্ছে । কোরআন ও হাদীসের ও তার ব্যাখ্যা গ্রন্থের মধ্যে নানা রকম বিকৃতি ঘটিয়ে তা চেতনাহীন মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মুখে উপস্থাপন করছে , মুসলমানের পক্ষে ঈমান ও আকিদা সংরক্ষণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে , ফলে কলুষিত হচ্ছে মুসলমান সমাজের ঈমান ও আকিদা ভ্রষ্টতার সম্মুখীন হচ্ছেন নির্বোধ যুব সম্প্রদায় ও চেতনাহীন মুসলমান জনতারা ।

তাই আমি অধম মিশকাতুল মাসাবিহ্ থেকে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সহীহ হাদীস ও মিরাতুল মানাজিহ্ থেকে তার সহীহ ব্যাখ্যা আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করার প্রয়াস করেছি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে বোঝার ও তার প্রতি আমল করার তৌফিক প্রদান করুন ।

হাদীস:-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم فأسند رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ :يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ : الْإِسْلَامُ :أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا . قَالَ :صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ :فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ. قَالَ» :أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ« . قَالَ صَدَقْتَ. قَالَ :فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ. قَالَ» :أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ« . قَالَ :فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ. قَالَ» :مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ« . قَالَ :فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا. قَالَ» :أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ« . قَالَ :ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ لِي» :يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ« قُلْتُ :اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ» :فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يعلمكم دينكم .«

অনুবাদ:-আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হতে বর্ণিত ।তিনি বলেন ,একদা আমরা রসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমতাবস্থায় জনৈক ব্যক্তি আমাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করলেন।তাঁর পোশাক ছিলো ধবধবে সাদা চুল ছিলো কুচকুচে কালো । না ছিল তাঁর মধ্যে ভ্রমণ থেকে ফিরে আসার কোন চিহ্ন, আর না আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতে পেরেছেন। তিনি এসেই নবীয়ে করীম ﷺ -এর নিকট বসে পড়লেন। নবীয়ে করীম ﷺ -এর হাঁটুর সঙ্গে তাঁর হাঁটু মিলিয়ে দিলেন। তাঁর দু'হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন, হে মুহাম্মাদ ﷺ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবগত করান, অর্থাৎ ইসলাম কি ? প্রতিউত্তরে হুযুর ﷺ বললেন, "ইসলাম হচ্ছে এইযে তুমি সাক্ষ্য দিবে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত আর কোন উপাস্য নেই, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল ৬, নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমাযান মাসের রোযা পালন করবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে যদি সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য থাকে।" জনৈক ব্যক্তি বললেন,আপনি ঠিকই বলেছেন। আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম

একদিকে তিনি রসূলুল্লাহ্ ﷺ কে (অজ্ঞের ন্যায়) প্রশ্ন করলেন, আবার অপরদিকে রসূলের বক্তব্যকে (বিজ্ঞের ন্যায়) সঠিক বলে সমর্থনও করলেন ।

এরপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "আমাকে ঈমান সম্পর্কে কিছু বলুন।" নবীয়ে আকরাম ﷺ উত্তর দিলেন, "ঈমান হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর মালায়িকাহ্ (ফেরেশতামন্ডলী), তাঁর কিতাবসমূহ ,তাঁর রসূলগণ এবং পরকালকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এছাড়া তাক্বদীর বা ভাগ্যের উপর অর্থাৎ জীবন ও জগতে কল্যাণ-অকল্যাণ যা কিছু ঘটছে, সবই আল্লাহর ইচ্ছায় হচ্ছে এ কথার উপর বিশ্বাস করা"। উত্তর শুনে আগত ব্যক্তি বললেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন"।

অতঃপর তিনি আবারও জিজ্ঞাসা করলেন, "আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন।" উত্তরে হুযুর ﷺ বললেন, "ইহসান হচ্ছে, তুমি এমনভাবে আল্লাহর উপসনা করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো। আর যদি তুমি তাকে না দেখতে পাও, (তো ভাবো) তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন"।

আগন্তুক বললেন, "আমাকে ক্বিয়ামত সম্পর্কে বলুন"। উত্তরে হুযুর ﷺ বললেন, "এ বিষয়ে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে তিনি প্রশ্নকারীর চাইতে অধিক অবগত নান।"

আগন্তুক বললেন, "তবে ক্বিয়ামতের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে বলুন।" রাসূলে আকরাম ﷺ ইরশাদ করলেন "কিয়ামতের নিদর্শন হলো, দাসী তাঁর আপন মুনীবকে প্রসব করবে, তুমি আরো দেখতে পাবে নগ্নপায়ী বিবস্ত্র হতদরিদ্র মেষ চালকেরা বড় বড় দালান-কোঠা নিয়ে গর্ব ও অহংকার করবে।"

আমীরুল মু'মিনীন হযরত উমার ইবনুল খাত্ত্বাব রদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বললেন, অতঃপর আগন্তুক চলে গেলে আমি কিছুক্ষণ সেখানেই অবস্থান করলাম। পরে হুযুর ? আমাকে বললেন, "হে উমার! প্রশ্নকারী আগন্তুককে চিনতে পেরেছো?" আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভালো জানেনক্ষক্ক । তিনি বললেন, "ইনি হচ্ছেন জিবরীল আলাইহিস সালাম। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শিক্ষাক্ষগ্ন দেবার উদ্দেশ্যে এসেছিলেন"।

ব্যাখ্যা :

১. তিনি আল্লাহ্ পাকের ফিরিশতা হযরত জিব্রাঈল আমীন আলায়হিস্ সালাম ছিলেন ,যিনি মানবাকৃতিতে উপস্থিত হয়েছিলেন ; যেমন হযরত মারিয়াম রদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার নিকটে পুরুষের আকৃতিতে গিয়েছিলেন।

'ফিরিশতা' হলেন আল্লাহ্'র সেই নূরানী মাখলুক্ব, যাঁরা বিভিন্ন আকৃতি গ্রহণ করতে পারেন।

'জিন' আল্লাহ্'র সেই আগুনের তৈরি মাখলুক্ব, যারা যেকোন আকৃতির হয়ে যেতে পারে, কিন্তু রূহ সেটাই থেকে যায়। সুতরাং এটা 'পুনর্জন্ম' নয় যেমন ভ্রান্ত আর্যরা বিশ্বাস করে।

২. অর্থাৎ তিনি মুসাফির ছিলেন না অন্যথায় তাঁর চুল ও পোশাক ধূল বালি দ্বারা মলিন হতো

স্মর্তব্য যে, হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর চুল কালো ও কাপড় সাদা হওয়া মানবীয় আকৃতির প্রভাব ছিলো। নতুবা, তিনি তো স্বয়ং নূরের তৈরি। পোশাক ও কালো চুল থেকে মুক্ত। হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয় মানব আকৃতিতে এসে পানাহার করতেন, বরং স্ত্রী সহবাসও করতে পারতেন। হযরত মূসা আলায়হিস সালাম'র লাঠি সাপের আকৃতি ধারণ করে সবকিছু গিলে ফেলেছিলো। অনুরূপ, আমাদের হুযুর নূরী-মানব। তাঁর পানাহার করা, বিয়ে-শাদী করাও মানবীয়তার বৈশিষ্ট্যাবলী ছিলো। কিন্তু (মধ্যখানে ইফতার না করে) এক নাগাড়ে রোযা পালন (সাওম-ই বিসাল) করার মধ্যে এ নূর হওয়ার দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি পানাহার ব্যতীত বহুদিন যাবত অতিবাহিত করতেন। আজকে হাজার হাজার বছর ধরে হযরত ঈসা আলায়ইহিস্ সালাম পানাহার ছাড়াই

আসমানের উপর অবস্থান করছেন। এটা নূরানীয়তের বহিঃপ্রকাশ।

৩. অর্থাৎ তিনি মদীনা শরীফের অধিবাসী ছিলেন না। নতুবা আমরা তাঁকে চিনতে পারতাম। হুযূর তো তাঁকে খুব ভালভাবেই চিনতেন, যা সামনের আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়।

৪. অর্থাৎ হুযুরের অতি নিকটে বসলেন। বুঝা যাচ্ছে যে ,হুযূর হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস সালামকে চিনতে পেরেছিলেন। অন্যথায় বলতেন, "তুমি কে? এভাবে আমার এত নিকটে কেন বসছো?"

৫.যেভাবে নামাযী 'তাশাহহুদ' (আত্তাহিয়্যাত) পড়ার সময় দু'জানু হয়ে বসে। আজকাল হুযুরের পবিত্র রওযায় যিয়ারতকারীগণ নামাযের মত দাঁড়িয়ে সালাম আরয করে থাকেন। এ আদবের ভিত্তি হচ্ছে এ হাদীস। হযরত জিব্রাঈল ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে হুযুরের দরবারে উপস্থিতির আদব শিক্ষা দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে , নামাযের মত এখানে দাঁড়ানো কিংবা বসা হারাম নয়। অবশ্য , সাজদাহ বা রুকু' করা হারাম।

৬. 'ইসলাম' কখনো 'ঈমান' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কখনো তা ব্যতীত অন্য অর্থেও। এখানে দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকাশ্য অবস্থাদির নাম 'ইসলাম' আর বাতেনী আক্বাইদ (অন্তরের বিশ্বাস)-এর নাম 'ঈমান'। এজন্য এখানে 'শাহাদাত' ও 'আ'মাল' (যথাক্রমে সাক্ষ্যদান ও কর্মসমূহ উভয়ের কথা) উল্লেখ করা হয়েছে। সার্তব্য যে, বর্তমানে হুযূরকে শুধু 'এয়া মুহাম্মদু' বলে ডাকা হারাম। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন :

لَا تَجْعَلُوْا دُعَآءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

অর্থাৎ:-"রসূলের আহ্বানকে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে তেমনি স্থির করোনা , যেমন তোমরা একে অপরকে ডেকে থাকো।" (নূর:৬৩)

আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত ঘটনাটি হয়তো এ আয়াত শরীফ নাযিল হওয়ার পূর্বেকার অথবা ফিরিশতাগণ এ আয়াতে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত নন।

৭. 'কালেমা পাঠ করা' মানে 'সমস্ত ইসলামী আক্বাইদ' মেনে নেওয়া। যেমন বলা হয় 'নামাযে (সূরা ফাতিহা তথা) 'আল্লহামদু শরীফ' পড়া ওয়াজিব। এর মানে সম্পূর্ণ 'সূরা ফাতিহা' পাঠ করা।

সুতরাং এ হাদীসের ভিত্তিতে এখন এটা বলা যাবে না যে, 'সমস্ত ইসলামী দল-উপদল যেমন মির্যায়ী, চাকড়ালভী ইত্যাদি মুসলমান। কেননা , এ সকল লোক ইসলামী আক্বাইদ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

৮. এতে প্রকাশ্যত হযরত জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালামকে সম্বোধন করা হয়েছে ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানবজাতির মধ্যে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। অন্যথায় , ফিরিশতাদের উপর নামায, রোযা, হজ্ব ইত্যাদি আমল ফরয নয়। মহান রব ইরশাদ করেনঃ

...وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

অর্থঃ-এবং আল্লাহ'র জন্য মানুষের উপর বায়তুল্লাহ'র হজ্ব করা ফরয্ (আলে ইমরান:৯৭)

সার্তব্য যে , এ সকল আমল ইসলামের এমন অঙ্গ নয় যে , এগুলো বর্জনকারী কাফির হয়ে যাবে। এখানে ইসলামের পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে। আমল বর্জনকারীতো মুসলমান , কিন্তু পরিপূর্ণ মুসলমান নয়।

৯. কেননা, জিজ্ঞাসা করা না জানার আলামত এবং সত্যায়িত বা সমর্থন করা জানার আলামত। এ থেকে বুঝা গেল যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাব সম্পর্কে অবগত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা হুযূর সম্পর্কে ইরশাদ করেনঃ ...وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ(তিনি সত্যায়নকারী ওই কিতাবের, যা হে কিতাবীরা! তোমাদের সাথে আছে)।

১০. সার্তব্য যে, عَنِ الْإِيْمَانِ (ঈমান সম্পর্কে) দ্বারা পারিভাষিক ঈমান বুঝানো উদ্দেশ্য এবং أَنْ تُؤْمِنَ দ্বারা আভিধানিক ঈমান অর্থাৎ 'মান্য করা' বুঝানো উদ্দেশ্য।

সুতরাং এটা "তা'রীফুশ শায়ই বিনাফসিহী" বা কোন জিনিসের সংজ্ঞা স্বয়ং ওই জিনিস দ্বারাই দেওয়া নয় এবং এক শব্দের পুনর্বার উল্লেখও নয়। সমস্ত ফিরিশতা সমস্ত নবী ও সমস্ত কিতাবের উপর 'ইজমালী' বা সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনা যথেষ্ট। আর ক্বোরআন ও কোরআনের ধারকের উপর যেনো বিস্তারিতভাবে ঈমান আনাই আবশ্যক।

১১. এভাবে যে ,সকল ভাল-মন্দ কথা , যা আমরা বলে থাকি ,আল্লাহ পূর্ব থেকেই জানেন এবং ওগুলোই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
তাক্বদীরের শাব্দিক অর্থ- 'পরিমাপ', 'অনুমান'। তাক্বদীর দু'প্রকার: 'মুবরাম' এবং 'মু'আল্লাক'। 'তাক্বদীর-ই মাবরাম' পরিবর্তন হতে পারে না। 'তাকদীর-ই মু'আল্লাক' দো'আ ও আমল ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হতে পারে। ইবলীসের দো'আয় তার হায়াত বেড়ে গেছে। যেমন আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন- فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (সুতরাং তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে)। হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম'র দো'আয় হযরত দাউদ আলায়হিস্ সালাম'র হায়াত ৬০ বছরের স্থলে ১০০ বছর হয়ে গেছে।

১২. অর্থাৎ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন : لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى

অর্থাৎ:-যারা একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে পুণ্য তথা জান্নাত ।ইত্যাদি এ আয়াতগুলোতে 'ইহসান' দ্বারা 'ইখলাস-ই আমল' বা আমলের নিষ্ঠা। বঝানো হয়েছে ।

১৩. অর্থাৎ যদি তুমি খোদাকে দেখতে পাও ,তাহলে তোমার অন্তরে সে ধরনের ভয় হতো এবং যেভাবে তুমি নিজেকে শামলিয়ে নিয়ে আমল করতে, সেভাবেই ভয়ের সাথে, মনযোগ দিয়ে আমল করো।

১৪. এমনিতে তো সর্বদা মনে করো যে, আল্লাহ তোমাকে দেখছেন, কিন্তু ইবাদতের অবস্থায় বিশেষভাবে তা খেয়াল রাখবে। তাহলে, ইন্শা- আল্লাহ! ইবাদত করা সহজ হবে, অন্তরে নম্রতা ও বিনয় সৃষ্টি হবে, চোখে পানি আসবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তা নসীব করুন ।
آمين بجاه النبى الامين ﷺ

১৫. অর্থাৎ কোন দিনে, কোন তারিখে, কোন মাসে ও কোন্ বছরে হবে ? বোঝা যাচ্ছে যে, জিব্রাঈল আমীনের আক্বীদা এ ছিলো যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ইল্ম দান করেছেন। কেননা জ্ঞাত ব্যক্তির কাছেই জিজ্ঞাসা করা হয়। এখানে জিব্রাঈল আমীন তো হুযূরকে পরীক্ষা করা কিংবা অপারগতা প্রকাশ করানোর জন্য প্রশ্ন করছেন না, বরং এটাই দেখাতে চাচ্ছেন যে, "হুযুর ﷺ -এর কাছে ক্বিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে, কিন্তু তিনি তা প্রকাশ করেন নি। স্মর্তব্য যে, হুযূর অন্যান্য স্থানে ক্বিয়ামতের দিনও বলে দিয়েছেন, মাস এবং তারিখও বলে দিয়েছেন । বলেছেন তা জুমু'আর দিন, মুহাক্রম মাসের ১০ ম তারিখে সংঘটিত হবে ।

১৬. এখানে জ্ঞানের অস্বীকৃতি নেই। নতুবা এরূপ বলা হতো لَا أَعْلَمُ (আমি জানি না) বরং অধিক জানার অস্বীকৃতি রয়েছে। অর্থাৎ তা সম্পর্কে আমার কাছে তোমার চেয়ে অধিক ইলম নেই। অর্থাৎ হে জিব্রাঈল! এখানে জনসমাগম, আর কিয়ামতের ইলল্ম আল্লাহ্'র গোপন রহস্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। এ গুপ্ত বিষয়টি আমার দ্বারা কেন প্রকাশ করাতে চাচ্ছো ? প্রকৃত কথা হচ্ছে- আল্লাহ তা'আলা হুযুর ﷺ কে ক্বিয়ামতের জ্ঞানও দিয়েছেন। (তাফসীর-ই সাভী ইত্যাদি) এ জন্যই হযরত জিব্রাঈল হুযূরকে এ প্রশ্ন করেছিলেন। হুযুরের এ উত্তর থেকে বুঝা গেলো যে, হুযূর এখানে হযরত জিব্রাঈলকে চিনতে পেরেছিলেন।

১৭. অর্থাৎ ক্বিয়ামতের সংবাদ দেওয়া যদি যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহলে সেটার বিশেষ কিছু আলামত হলেও বলে দিন। এ প্রশ্ন থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, হুযূরের নিকট ক্বিয়ামতের জ্ঞান ছিলো। 'আলামত' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় অবগত ব্যক্তিকেই।

১৮. অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি অবাধ্য হবে।

পুত্র মায়ের সাথে দাসীর মতো আচরণ করবে। সুতরাং যেন মা তার মুনিবকেই প্রসব করবে। এর আরো ব্যাখ্যা রয়েছে।

১৯. অর্থাৎ দুনিয়ায় এমন পরিবর্তন আসবে যে, হীন লোকেরা মর্যাদাবান সেজে বসবে। পক্ষান্তরে, মর্যাদাবান লোকেরা অপমানিত হয়ে যাবে। যেমনিভাবে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। সিকান্দর ফুল ক্বারনাঈন নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন কোন পেশাদার ব্যক্তি তার মৌরুশী পেশা ত্যাগ না করে, যাতে দুনিয়ার শৃঙ্খলা ভঙ্গ না হয়ে যায়। আশি আঙুল লুম'আত। বোঝা গেলো যে, হীন লোকেরা নিজেদের পেশা ছেড়ে উচ্চ হয়ে যাওয়া ক্বিয়ামতের আলামত । বস্তুতঃ তা দ্বারা দুনিয়ার নিয়ম শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যায় ।

২০. এটা সাহাবীদের আদব যে, তাঁরা ইল্মকে আল্লাহ- রসূলকে সোপর্দ করেন। এ থেকে দু'টি মাসআলা জানা গেলো: এক, হুযুরের যিক্র আল্লাহ'র সাথে মিলিয়ে করা শিরক নয়, বরং সুন্নাত-ই সাহাবা (সাহাবা-ই কেরামের নিয়ম)। এটা বলা যাবে যে, আল্লাহ-রসূল জানেন, আল্লাহ-রসূল দয়া করুন! আল্লাহ-রসূল রহম করুন! আল্লাহ-রসূল কল্যাণ করুন! দুই , হুযূর অবগত ছিলেন যে, এ প্রশ্নকারী হযরত জিব্রাঈলই ছিলেন। অন্যথায় তিনি বলে দিতেন, "আমিও জানিনা লোকটি কে ছিলো।"

২১. অর্থাৎ এজন্য এসেছিলেন যে, তোমাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রশ্ন করবেন, আর তোমরা উত্তর শুনে দ্বীন শিখে নেবে। এ থেকে বুঝা গেলো যে, মুসলমানদের জন্য হুযূরের আনুগত্য করা ওয়াজিব, জিব্রাঈল'র আনুগত্য নয়। যেহেতু এখানে হযরত জিব্রাঈল এটা বলেননি যে, 'ওহে লোকেরা! আমি জিব্রাঈল। আমার কাছ থেকে তোমরা অমুক অমুক বিষয় শিখে নাও, বরং হুযুরের মাধ্যমে বলিয়েছেন, যাতে তা মানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়।

جبرائيل শব্দটির অর্থ عبدالله

আলা হযরত ও রসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি তাঁর ভালবাসা

মাওলানা আব্দুল ওয়াজিদ আলী, বর্ধমান

ইমাম আহমাদ রেযা খাঁন রহমাতুল্লাহি আলাইহি একজন প্রকৃত রসুল প্রেমিক ছিলেন। তাহাজ্জুদের সময় নিজের লেখা নাত রসূল পাকের ﷺ দরবারে পেশ করতেন, এবং সকাল পর্যন্ত কাঁদতে থাকতেন।বিরহ ও বিচ্ছেদের অবস্থায় যখন সীমা অতিক্রম করে যায় তখন মদিনা শরীফে রসুল পাকের ﷺ দরবারে উপস্থিত হলেন,গুম্বদে খাজরার তাজাল্লি ও নূরের ফানুশ থেকে ভালবাসার জ্যোতি সংগ্রহ করছিলেন, নিজের মন ও নয়নের দৃষ্টিকে আলোকিত করতে ছিলেন, মনের মধ্যে দীদারের ইচ্ছা নিয়ে প্রেম ভালোবাসার মূর্ত প্রতীক হয়ে প্রতীয়মান ছিলেন। এমনবস্থায় খুশির ঢেউ কে মনের মধ্যে সম্পৃক্ত করে চঞ্চলতার সহিত আরজ করতে ছিলেন যে, "ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! ফারানের মূর্তিয়ালয়কে আপনি দারুস সালামে পরিবর্তন করিয়াছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ! আমাকে আপনার দীদার দ্বারা ধন্য করিয়া আমার কিসমতকে পরিবর্তন করিয়া দেন।" সারা রাত ব্যাকুলতায় কাটালেন। সকালে রওযা মুবারকের সম্মুখিন হয়ে তিনি আরয করিয়া বললেনঃ-

وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں☆تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں

کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا☆تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں

ওহ সুয়ে লালাহ যার ফিরতে হ্যাঁয় , তেরে দিন এয়ে বাহার ফিরতে হ্যাঁয়।

কোয়ি কিউ পুছে তেরি বাত রেযা , তুঝ সে কুত্তে হাজার ফিরতে হ্যাঁয়।

অনুবাদঃ-হে বসন্ত ঋতু! দেখো আমার আকা ও মাওলা উদ্যানের দিকে আস্তে আস্তে পদার্পণ করছেন,তুমি খুশি মানাও তোমার উপর প্রকৃত বসন্ত আগত হচ্ছে।

হে গোলাম মুস্তাফা আহমদ রেযা! তোমার কি বিশেষত্ব তোমার হাক্কিকৃতই বা কি?তোমার মত হাজার হাজার সাগ (নিকৃষ্ট) মদিনার গলি গলি তে ঘুরে বেড়ায়।

সারারাত্রি রসূল পাকের ﷺ দরবারে হাযিরি দিলেন এবং দীদারের জন্য অশ্রুজলে মিনতি করতে ছিলেন। এই রাত্রিতেই কুল কায়েনাতের সৌন্দর্যতার মালিক ﷺ নিজের যিয়ারত নসিব করালেন, এবং আলা হযরত নিজের চক্ষুদ্বয়কে ঠাণ্ডা করলেন। যখন আপনার কাফিলা মদিনা তায়্যেবা থেকে রওয়ানা হতে যাচ্ছিল তখন ব্যাকুল হয়ে বলে উঠলেনঃ

مشرف گر چہ شد جامی ز لطفش ☆ خدایا ایں کرم بار دگر کن

মুশাররফ গার চে শুদ জামি যে লুতফাশ,

খোদা ইয়া ইন কারাম বার দিগের কুন।

অনুবাদঃ-আপন করম দীদার দ্বারা আপনি জামীর উপর ভাগ্যকে আলোময় করেছেন, হে আমার খোদা! তুমি এই করম বার বার আমার প্রতি নসিব করিও।) (পুকারো ইয়া রাসুল্লল্লাহ, পৃঃ৩১)

আলা হযরতের ব্যাক্তিত্ব কারোর পরিচয়ের মুখাপেক্ষি নয়।রসুলের ﷺ প্রতি আপনার প্রেমগাথার কথা সমস্ত বিশ্ববাসী জানে। যার শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ তিনার বয়ান, কর্ম এবং তিনার লেখা হাদায়িকে বাখশিশ রুপে আমরা দেখতে পায়। তিনি প্রেমকথা গেঁথেছেন আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষা ও সাহিত্যর মাধ্যমে। আর উর্দু ভাষী ও সাহিত্যিকদের নিকট খুবই অতুলনীয় ও প্রশংসনীয়।এছাড়াও তিনি ফারসী আর আরবী ভাষাতেও প্রচুর লেখনী লিখেছেন এই ভাষাগুলিতেও তিনি রসূলের প্রতি প্রেমকথা গেঁথে সবাইকে ব্যাকুল করে তুলেছেন।

মাওলানা মুফতি ওলি মুহাম্মদ রেজভী একটি নিবন্ধের মধ্যে লিখেছিলেনঃ সরকার আলা হযরত ফাযিলে বেরেলভী নিজের কলমের দ্বারা ন্যায় বা সত্যকে (হক) যেভাবে প্রতিষ্ঠা করা দরকার তার থেকেও বেশি প্রতিষ্ঠিত করেছেন, অর্থাৎ কোরআন ও হাদীস থেকে সঠিক প্রমাণকে তুলে ধরে ইসলামকে সঠিক ও সুক্ষ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এবং অন্যায় বা মিথ্যা (বাতিল) কে প্রমাণ দ্বারা বাতিল করে দিয়েছেন। সাফল্য ও প্রফুল্লের পতাকাকে উত্তলন করেছেন। রসুলের ﷺ প্রতি প্রেমশিখাকে আরও উজ্জ্বল করে দিয়েছেন। তিনি নিজের শিরায় শিরায় রসুলের প্রেমকে বসিয়েছিলেন এবং এই শিক্ষা তাঁর আনুরাগিদেরও দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে বলেন, " যদি আমার হৃদয়কে দুই টুকরো করে দেওয়া হয় তাহলে একটি অংশে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এবং অপর অংশে মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ ﷺ লেখা পাওয়া যাবে।"(আল-মালফুয,২য় খন্ড,পৃঃ৮৮)

তিনি উর্দু কবিতায় ইশক রসূলের ﷺ সমস্ত অনুরাগ, বিনম্রতা ও নিজের বিচক্ষনতাকে উৎসর্গ করেছিলেন, যার মাধুর্য থেকে রসুল প্রেমী উর্দুভাষীরা কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত নিজেকে বিরত রাখতে পারবে না।

এবার আসা যাক, আমার নিজের ভাষায় আলা হযরতের কিছু নির্বাচিত নাতের বা কবিতার সংক্ষিপ্তসার। দেখুন ও পড়ুন এবং উল্লাসিত হয়ে উঠুন। রসূলের ﷺ প্রেম এমন একটি অমুল্য সম্পদ, যার সামনে দুনিয়ার সমস্ত ধন-সম্পদ নগন্য। এই প্রেমের দৌলত যে হাসিল করে তার দুনিয়া ও আখিরাত আলোকিত হয়ে যায় এবং দ্বিজগতের সকল প্রকার আরাম-আয়েশ হাসিল করে ফেলে। উলফাতে রসুলই ﷺ হলো জীবনরস, যার দ্বারা ব্যাকুলতা ও বিরহতা দূর হয়।

خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا ☆ جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی

খাক হো কার ইশক মে আরাম সে সোনা মিলা
জান কি আকসীর হে উলফাত রাসুল্লল্লাহ কি

অনুবাদঃ-রসূলুল্লাহ ﷺ এর চরনের ধুলি হয়ে, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এমন শান্তির ঘুম প্রদান করেছেন। আপনার ভক্তিরই দ্বারা কবর জান্নাতে পরিবর্তন হয়। আর এইটা প্রমান হয় যে আমাদের আকা ও মাওলা ﷺ এর প্রতি মুহাব্বতই হল জীবনের দিশা ও সারমর্ম।সুতরাং এই অস্থায়ী জীবন থেকে একজন প্রকৃত আশিক স্থায়ী জীবনে পদমর্যাদা হাসিল করে।

দুনিয়ার ক্ষনস্থায়ী প্রেমে(ঈশকে মাজাযি) তে একজন প্রেমী নিজের প্রেমের মানুষটির কোন ত্রুটি দেখা বা শোনা একদম পছন্দ করতে চায়না, এমনকি যদি মাহবুবের মধ্যে খারাপ গুণ থাকে সেটাকে ভালো বলে প্রকাশ করে। তাহলে প্রকৃত দীর্ঘস্থায়ী (ঈশকে হাক্বিকি)আল্লাহ ও রসূলের ﷺ প্রেমে এই বিষয় আরও গভীরতা পায়। ইমামে ঈশক ও মুহাব্বাত আলা হযরত তিনি বলে উঠেনঃ

وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں
یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

ওহ কামালে হুসনে হুযুর হ্যাঁয় কে গুমান এ নাকস এ জাহান নেহি
এহি ফুল খার সে দুর হ্যাঁয় এহি শাম্মা হ্যাঁয় কে ধুঁয়া নেহি।

অনুবাদঃ-আল্লাহ্ মহান রববুল ইজ্জত,হুযুর পাক ﷺ-কে সৌন্দর্য্যের এমন পরিপূর্ণতা প্রদান করেছেন, যার মধ্যে কোনও খুঁত, বা খুঁতের ভাবনাও আসে না। পৃথিবীর মধ্যে কোন সুন্দর ফুল নেই যার মধ্যে কোন কাঁটা নেই, কিন্তু মদিনার ফুল এমন একটা ফুল যা সম্পুর্ণভাবে কাঁটামুক্ত, পৃথিবীর মধ্যে কোন প্রদীপ নেই যার মধ্যে ধোঁয়া নেই, কিন্তু রিসালতের প্রদীপ এমন একটি প্রদীপ যার মধ্যে কোন ধোঁয়ার চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

আপনি ﷺ হলেন সমস্ত সৃষ্টির মূল অর্থাৎ আপনার জন্যই সমস্ত কিছুকে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার কারণে আজও এই পৃথিবী ও সমগ্র জগৎ টিকে আছে। যা কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত। আলা হযরত বলেনঃ

غایت وعلت سبب بہر جہاں تم ہو سبب
تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں درود

গায়েত ও ইল্লাত সবব বেহরে জাহাঁ তুম হো সব
তুম সে বনা তুম বিনা তুম পে করোড়ো দরুদ।

অনুবাদঃ-সমস্ত কায়েনাতের সৃষ্টির কারণ আপনি ﷺ সৃষ্টিকূলের মূল ও বুনিয়াদ আপনিই। সমস্ত মাখলুক আপনার নূর থেকেই তৈরী,হে আমার প্রিয় রসুল ﷺ আপনার প্রতি কোটি কোটি দরুদ বর্ষিত হোক।

রসূলুল্লাহ ﷺ এঁর বাস্তবতা কী? তা সঠিক ভাবে জানা-বোঝা জমীনবাসিদের আয়ত্ব এবং ক্ষমতার বাইরে, আপনার ﷺ বাস্তবতা জানার ব্যাপারে বুদ্ধি বিস্মিত হয়ে উঠে। সরকার এ দো আলম ﷺ নিজে ইরশাদ করেছেন, হে আবু বাকার, আমার বাস্তবতা আমার প্রতিপালক ছাড়া অন্যের উপর জানা অসম্ভব।আলা হযরত এই কথা নিজের কবিতার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবেঃ

فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں ☆ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا
عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے ☆ جان مراد اب کدھر بائے ترا مکان ہیں

ফরশ ওয়ালে তেরি শাউকাত কা উলু কিয়া জানে,
খুশরাওা আরশ পে উডতা হ্যায় ফারেরা তেরা
আরশ কি আকল দাংগ হ্যায় চরখ মে আসমান হ্যায়
জানে মুরাদ আব কিধার হায়ে তেরা মাকান হ্যায়।

অনুবাদঃ-ইয়া রসুল্লাল্লাহ ﷺ! আপনার মহত্বের পতাকা তো আরশের উপরেও উড়ছে, দুনিয়াবাসীরা আপনার বাস্তবতা বুঝতে অক্ষম, তারা আপনার ﷺ মর্যাদা ও মর্তবা জানে না।আরশ এবং আসমান মেরাজের রাত্রিতে হয়রানির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল তাদের মাথা কাজ করছিল না, দুইজন একত্রে হুজুর পাকের সুউচ্চ মর্যাদা দেখে আরজ করলো, হে আমাদের জানের মালিক ﷺ! হে আমাদের সত্তা ও অস্তিত্বের মালিক ﷺ! এবার আপনি কোথায় যাবেন কোথায় গিয়ে থামবেন ﷺ কারণ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সিদরাতুল মুন্তাহার (যেটা তাঁর অন্তিম গন্তব্য) আগে দাঁড়িয়ে ছিলেন।)

প্রেমের পরিপূর্ণতা দেখতে হলে, যদি আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহির জীবনকে দেখা হয় তাহলে এক জন প্রকৃত সত্যবাদী প্রেমিক যার ঈচ্ছা বা ঈমান হলো মহবূবের ﷺ চরনে লুটোপাটি খাওয়া এবং উনার ছাড়া অন্য কারোর চেহারা বা খেয়াল মনের মধ্যে যেন না আসে। তাই তো তিনি বলেনঃ

تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں ☆ کون نظروں پر چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا
تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال ☆ جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا

তেরে কদমো মে জো হ্যাঁয় গায়ের কা মুহ কিয়া দেখেঁ
কন নাযরো পর চড়ে দেখ কে তালওয়া তেরা

অনুবাদঃ-ইয়া রসুল্লাল্লাহ ﷺ! আপনার চরনতলে যা কিছু পেয়েছি, অন্যের মুখও দেখতে চাই না। আপনার পৃষ্ঠতলের মর্যাদা দেখে কেনো আমি অন্যকে চোখে তুলে রাখবো ﷺ তারা খুবই ভাগ্যশালী যারা আপনার দরবারের লঙ্গর খেয়ে থাকে, তারা দুনিয়ার অন্য কোন বাদশাহ কে নিজের মনে নিয়ে আসেনা তাদেরকে দেখতেও চায় না। কারণ তারা আপনার চরণ তলে নিজের জান ও প্রান কে কুরবান করে দিতে চায়,আর যারা আপনার চরণের তলে নিজেকে অঞ্জলি দিয়ে দিয়েছে তারা কিভাবে অন্যের চেহেরা ও সুন্দরতার প্রতি মোহিত হতে পারে।

তেরে টুকরোঁ সে পালে গয়ের কি ঠোকার পে না ডাল
ঝিড়কীয়া খাঁয়ে কাহাঁ ছোড় কে সদকা তেরা।

ইয়া রসুল্লাল্লাহ!আমরা তো আপনার ভান্ডার থেকেই লালিত-পালিত হয়, আমাদেরকে নিজ কদম থেকে সরিয়ে অন্যের কাছে লাঞ্ছিত বঞ্ছিত হওয়া থেকে বাঁচিয়ে নিন। নিজের দরবার থেকে হটিয়ে অন্যের কাছে অবহেলার জন্য হস্তান্তর করবেন না।

মুস্তাফা ﷺ হলেন দো-জাহানের জন্য রহমত, ঈমানের জান। যার মধ্যে হুযুর পাকের ﷺ ভক্তি ও মুহাব্বত থাকেনা তার ইমানে

সম্পূর্ণতা ও পরিপক্কতা কিভাবে আসতে পারে? ফাযিলে বেরলভী সঠিক ঈমানের সংজ্ঞায় বলেনঃ

اللہ کی سر تابقدم شان ہیں یہ☆ان سانہیں انسان وہ انسان ہیں یہ
قرآن تو ایمان بتا تا ہے انہیں☆ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہیں یہ

আল্লাহ কি সর তা বাকদম শান হ্যাঁয় ইয়ে
ইন সা নহি ইনসান ওহ ইনসান হ্যাঁয় ইয়ে
কুরান তো ঈমান বাতাতা হ্যায় ইনহে
ইমান ইয়ে কেহতা হ্যায় মেরি জান হ্যাঁয় ইয়ে।

অনুবাদঃ-ইয়া রসুল্লাল্লাহ ﷺ! আপনার মস্তকের কেশ মুবারক হইতে কদম মুবারকের নখর পর্যন্ত সমস্তটাই হল আল্লাহর তায়ালার কুদরত।আপনি নুরের মানব যার সমতুল্য ও সমমর্যাদা হতেই পারেনা। কোরান বলে হুযুর পাকই ﷺ হলেন ঈমান। আবার যখন ঈমানকে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন ঈমান ব্যাকুল হয়ে বলে উঠে উনিই ﷺ হচ্ছেন আমার জান।)

যাদের অন্তর রসূলের ﷺ ভালোবাসা বিহীন, যারা রাসূলের ﷺ মহত্ত্বে বিশ্বাসী নয়, যারা লোক দেখানো ভালোবাসার দাবি করে,যারা আল্লাহর রসূলের ﷺ নাম উল্লেখ না করেই আল্লাহকে স্মরণ করে এবং শুধুমাত্র তাওহীদের বার্তা দেয় তাদের জন্য আলা হযরত রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

ذکر خدا جو ان سے جداچاہو نجدیو☆واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے
نور الہ کیا ہے محبت رسول کی☆جس دل میں یہ نہ ہو وہ جگہ خوک وخر کی ہے

যিকরে খোদা জো উন সে জুদা চাহো নাজদিওঁ
ওয়াল্লাহ যিকরে হক নেহি কুঞ্জি সাকার কি হ্যায়
নুরে ইলাহ কিয়া হ্যায় মুহাব্বত রসুল কি
জিস দিল মে ইয়ে না হো ওহ জাগাহ খূক ও খুর কি হ্যায়।

অনুবাদঃ-হে নাজদী, ওহাবীরা! তোরা চাইছিস হুযুর পাক ﷺ এঁর চর্চাকে আল্লাহ্ তায়ালার চর্চা থেকে পৃথক করতে। তাহলে জেনে রাখ মহান রব্বুল ইজ্জতের শপথ নিয়ে বলছি, রসূল ছাড়া আল্লাহর যিকর কোন যিকরই নয় বরং সেটা তোদেরকে দোযখের মধ্যে নিক্ষেপ করে দেবে। তোরা কি জানিস না ﷺ হিন্দুদের যোগী ঋষি ও মুনিরা এবং ইহুদী ও খ্রিস্টানদের পাদ্রীরা নিজেদের প্রার্থনা ও উপাসনার সময় নিজ খোদাকে স্মরণ করে থাকে, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার রসুল ﷺ এর বিরুদ্ধ হওয়ার কারণে তারা জাহান্নামি।

শুনো শুনো,কাউকে ধোকা দিও না, আল্লাহর নূর কী ﷺ হুযুর পাক ﷺ এর প্রতি ভালবাসার নামই হল আল্লাহ্র নূর, আর মুসলমান হয়েও যদি মনের মধ্যে রসুলের ﷺ প্রতি মুহাব্বত না থাকে তাহলে সেই মন শিয়াল ও গাধার মন।

শরীরের প্রতিটি অঙ্গের কিছু না কিছু কাজ আছে, যেমন চোখের কাজ হল দেখা, কানের কাজ হল শ্রবণ করা, নাকের কাজ হল ঘ্রান নেওয়া ইত্যাদি। হৃৎপিণ্ড ও মাথা দুটি আলাদা অঙ্গ, আহলে ঈশক আর মুহাব্বতের নিকট এই দুটি অঙ্গের কী কাজ আছে, ফাযিলে বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেনঃ

دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا☆سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا

দিল হ্যায় ওহ দিল জো তেরি ইয়াদ সে মামুর রাহা
সর হ্যায় ওহ সর জো তেরে কদমো পে কুরবান গয়া।

অনুবাদঃ-সেটাকেই উত্তম মন বলা হয়, যেটা আপনার ﷺ ভালবাসায় ও ভক্তিতে আপনার দুয়ারে সর্বদা দোদুল্যমান থাকে, এবং আপনারে সর্বদা মনে বসিয়ে রাখে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে। আর উত্তম মাথা যেটা আপনার ﷺ চরণে সর্বদা আত্মাহুতি হবার আবেগ রাখে।

হুজুর পুর নুরের ﷺ প্রেমে আত্মহারা হয়ে নিজের হৃদয়ের অবস্থা বর্ণনা করে বলেনঃ আলা হযরত হুযুর পাক ﷺ এর কথায় ও ভালোবাসায় মোহিত হয়ে নিজের অস্তিত্বকে এমনভাবে হারিয়ে দিয়েছিলেন, যে নিজ মনের খবরও তিনি রাখতে পারেন নি।

ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو☆میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا
نہ کوئی گیا نہ آیا

ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل ☆ درروضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا

یہ نہ پوچھ کیسا پایا

আরে অ্যায় খোদা ক বান্দো কয়ি মেরে দিল কো ঢুন্ডো, মেরে পাস থা আভি তো আভি কিয়া হুয়া খুদায়া ,না কয়ি গয়া না আয়া।

অনুবাদঃ-তিনি ভিত হয়ে বলে উঠলেন, হে খোদার বান্দাগন! কেউ আমার মনকে খুঁজে বের করো, দেখো কোথায় হারিয়ে গেছে। এখনই তো এখানে ছিল কেউ তো আসেনি বা যায়নি, যে নিয়ে যেতে পারে।

হামে অ্যায় রেযা তেরে দিল কা পতা চলা বা মুশকিল, দরে রাওযা কে মুকাবিল ওহ হামে নযর তো আয়া, ইয়ে না পুছ কেয়সা পায়া।

অনুবাদঃ-আবেগের সহিত আলা হযরত নিজকে বলে উঠলেন, আমি অনেক কষ্টের পর খুঁজে বের করিয়াছি, সমস্ত জঙ্গল মরুভূমি, নগর নগর তছনছ করে খুঁজতে খুঁজতে আমার কল্পিত পায়ে ফোঁসা পড়ে গেছে, সর্বশেষে আমি আমার মনকে খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছি। আলা হযরত আনন্দিত হয়ে জিজ্ঞাসা করে বললেন শুধু ভুমিকাই গড়বে না কি না আগে কিছু বলবে? তারপর তিনি অজদ (বিস্মিত) হয়ে বলে উঠলেনঃ হে মুস্তাফার দরবারের ফকীর আহমদ রেযা! তোমার মন যেখানে থাকা দরকার সেখানেই গিয়েছিলো, একজন রসুল প্রেমী উম্মতের যা করা দরকার সে তাই করছিলো। আলা হযরত আরও চঞ্চলিত হয়ে বললেনঃ তাড়াতাড়ি বলো কোথায় ছিলো? আর কী করছিলো? তিনি উত্তর দিলেন, হে ইমামে আহলে সুন্নাত!ঘাবরাচ্ছ কেনো? কোথায় থাকতে পারে, মদিনা শরিফ ছাড়া আবার কোথায়? আর কি করছিলো জানতে চাও? সে রসুল পাকের রওজা মুবারকের তওয়াফ করছিলো,আর হেলে দুলে নাত ও সালাম পাঠ করছিলো।

রসুলের ﷺ প্রেমের কারণে তিনি রসুলের শহরের প্রতিও নিজের ভাবনা কে তুলে ধরেছেন এইভাবেঃ

لے رضا سب چلے مدینے کو☆میں نہ جاوں ارے خدا نہ کرے

লে রেযা সব চলে মদিনে কো ম্যায় না জাউন আরে খোদা না করে।

অনুবাদঃ-এই ছন্দের মধ্যে আলা হযরত দুয়া করেছেন যে, হে আল্লাহ্, আমি এই কথা শুনতে চাই না যে, সবাই মদিনা শরীফে রওয়ানা হচ্ছে কিন্তু আমি যেতে পারছি না।আল্লাহ করে এমন যেন না হয়।

আবার আত্মহারা হয়ে প্রেমে পাগল হয়ে বলে উঠলেনঃ

جان ودل ہوش خرد سب تو مدینے پہنچے☆تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا

জান ও দিল হোশ ও খিরদ সব তো মদিনে পহুঁচে

তুম নহি চলতে রেযা সারা তো সামান গয়া।

অনুবাদঃ-হে আহমাদ রেযা!তুমি কেমন ধরনের মানুষ, তোমার জান মন প্রাণ সব কিছুই মদিনা শরীফের টানে মদিনা শরীফ আগে থেকেই পৌঁছে গেছে। আর তুমি এখানেই এখনও বসে আছো।

তারপর তাঁর অস্থিরতা ক্রমশ বেড়েই চলতে ছিল, ধৈর্য্যের সীমা হারিয়ে বললেনঃ

سنگ در حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے☆جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں

সাংগে দরে হুযুর সে হম কো খোদা না সব্র দে জানা হ্যায় সর কো জা চুকে দিল কো কারার আয়ে কিউ।

অনুবাদঃ-হে আল্লাহ্! আমার দোয়া এটাই যে, আমি দরবারে রসুল গিয়ে উনার চৌকাঠে সহস্র চুম্বন করিব, কিন্তু আমি এতটাই বিচলিত,এতে আমার মন সন্তুষ্ট হবে না। ওই সময় যদি আমার গর্দানকে ধড় হইতে আলাদা করে দেওয়া হয় তাহলে তার কোন পরোয়া ছাড়াই তবুও আমার মন বিচলিত ও অসন্তুষ্ট থেকেই যাবে।

হুযুর ﷺব্যাতিত অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়াকে যুক্তিহীনতার কারণ বলেছেন তিনি বলেনঃ

پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں☆دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں

ফির কে গলি গলি তাবাহ ঠোকরে সব কি খায়ে কিয়ু

দিল কো জো আকল দে খোদা তেরি গলি সে জায়ে কিয়ু

অনুবাদঃ-দুনিয়াবি ও ক্ষনস্থায়ীর প্রেমে পড়ে আমি কেন অন্যের ওলিতে-গলিতে নিচ হতে যাবো, আল্লাহ্ তায়ালা যদি আমার মনের চাতুর্যকে বৃদ্ধি করে দেন, তাহলে আল্লাহ্ তায়ালার প্রিয় রসুলের ﷺ দরবারে এমনভাবে পড়ে থাকবো সেখান থেকেই যেন আমার জানাযাহ উঠে,নাহলে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করবো।

আমাদের আকা ও মওলা প্রিয় রসুলের ﷺ করুণা ও উদারতা দেখে আলা হযরতের হৃদয় আওয়াজ দিলঃ

اب تو نہ روک اے غنی عادت سگ بگڑ گئی ☆ میرے کریم پہلے ہی لقمہ تر کھلائے کیوں

আব তো না রোক এয়ে গনি আদত সাগ বিগাড় গয়ী

মেরে করীম পহলে হি লোকমায়ে তর খিলায়ে কিউ

অনুবাদঃ-হে করিম আকা ﷺ! আপনার রহমতের বিশালতা দেখে, আপনার দানশীলতা ও উদারতার দিকে দৃষ্টিপাত করে, বারংবার আপনার ঝুলির ভিক্ষা সংগ্রহ করে করে এই সাগের (কুকুর) অভ্যাস খারাপ হয়ে পড়েছে। যদি শুকনো রুটি খাওয়াবার ইচ্ছে ছিলো তাহলে আগে গোস্ত-রুটি কেন খাইয়েছিলেন। দয়া করে আবার আপনার দান ও উদারতার হস্তকে প্রসারিত করে দেন, আমার জীবন যেন গোজেঁ বাঁধা অবস্থায় না থাকে, ধনী থেকে গরীব হয়ে যেন না পড়ি।

মাহবুবের ﷺ প্রিয় শহর ও পবিত্র ভূমির মূল্য মর্যাদা এবং তার সম্মান ও আদব কিভাবে করা প্রয়োজন আলা হযরত বলেনঃ

حرم کی زمیں اور قدم رکھ کے چلنا ☆ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے

হারাম কি যমিন আউর কদম রখ কে চলনা আরে সর কা মওকা হ্যায় আও জানে ওয়ালে।

অনুবাদঃ-হারমাইন শরিফাইনের যমিন এতটাই পাক ও পবিত্র যে, যদি সক্ষমতা থাকলে পায়ে না চলে মাথার দ্বারা চলতাম, আওলিয়া ও উলামায়ে কেরামগন কিভাবে এই পবিত্র পাক ভূমির শ্রদ্ধা ও সম্মান করেছেন,তাঁদের অনেক ঘটনা বারংবার বর্ণনা করা হয়।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরও সঠিক ও বাস্তবিকভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করার তাউফিক দান করুন। আমীন।

ইয়া রসুল্লাল্লাহ আপনার ﷺ দাসত্ব করা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব, আপনিই ﷺ আমার আশ্রয়ের কুটির, আপনি ﷺ আমার মালিক ﷺ আমি আপনার দাস।আকা ইয়া রসুল্লাল্লাহ ﷺ আপনার অধীনে সব কিছু আপনি চাইলে আপন দরবারে রাখতেও পারেন, বা দূর করে দিতেও পারেন। কিন্তু ইয়া রাসুল্লাল্লাহ ﷺ! আমি আপনার দাস হয়েই থাকতে চাই।

اگر رانی وگر خوانی غلامم انت سلطانی ☆ دگر چیزے نمی دانم اغثنی یارسول اللہ

ندارم جز تو ملجائے ندانم جز تو ماوائے ☆ توئی خود ساز و سامانم اغثنی یارسول اللہ

আগার রানি ও গার খানি গুলামাম আনতা সুলতানি

দেগার চিযে নামি দানাম আগিসনি ইয়া রাসুলাল্লাহ

অনুবাদঃ-সম্মানীয় ও উচ্চ শিক্ষিত হওয়া সত্বেও আমি আপনার গুলাম এবং আপনিই হলেন আমার মালিক ও সুলতান, এছাড়া আমি আর কিছুই জানিনা আমার প্রতি দয়া করুন ইয়া রসুল্লাল্লাহ ﷺ।

না-দারম তু মালজায়ে না-দানম যুজ তু মাওায়ে

তুয়ি খুদ সায ও সামানম আগিসনি ইয়া রাসুলাল্লাহ।

অনুবাদঃ-আমি নিঃস্ব। আমার কেউ নেই,যে আমার উপর দয়া ও সাহায্য করিবে,আপনি ছাড়া আমি আর অন্য কোনো দয়াবান ও সাহায্যকারী কে জানিনা। আপনিই আমার ধন-দৌলত সমস্ত কিছু। আমার প্রতি দয়া করুনা ইয়া রসুল্লাল্লাহ ﷺ।

মুস্তাফার ﷺ দাসত্বের পাট্টা গলায় বাঁধলে কি কি লাভ হতে পারে তার ব্যাখ্যা করে আলা হযরত বলেনঃ

خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ ☆ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے

খউফ না রখ রেযা যরা তু, তু হ্যায় আব্দে মুস্তাফা
তেরে লিয়ে আমান হ্যায় তেরে লিয়ে আমান হ্যায়।

অনুবাদঃ-হে গোলামে মুস্তাফা আহমাদ রেযা খান! তুমি কেন ভয় করছো, কেনো তুমি কিয়ামতের ভয়াবহতার জন্য ভয় করছো? তোমার বিন্দুমাত্র সংশয় করার কোনো দরকার নেই কারন তুমি হলে তাঁর গোলাম তাঁর ভৃত্য যার জন্য সমস্ত সৃষ্টি, অর্থাৎ আমাদের প্রিয় আল্লাহর রসুলের ﷺ গোলাম তুমি, আর যাহারা তাঁর গোলামের সূচীতে নিজের নামকরন করিয়াছে তাদের জন্যই খুশি ও শান্তি আছে।

সরকার আলা হযরত (আলাইহি রহমা) নিজের জিবনের কামনা-বাসনা ও মনের উদ্দেশ্যকে বর্ণনা করে বলেনঃ

دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جاں تمہارے لیے☆ہم آئے یہاں تمہارے لیے
اٹھیں بھی تمہارے لیے

صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے☆لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی
زباں تمہارے لیے

ثنائے سرکار ہے وظیفہ قبول سرکار ہے تمنا ☆نہ شاعری کی ہوس نہ پر
واروی تھی کیا کیسے قافیے تھے

দাহান মে যুবান তুমহারে লিয়ে বদন মে হ্যায় জান তুমহারে লিয়ে
হম আয়ে ইহা তুমহারে লিয়ে উঠে ভি ওহাঁ তুমহারে লিয়ে।

অনুবাদঃ-হে প্রিয় মুহাম্মদ ﷺ ! মুখের মধ্যে জিহ্বা (শুধুমাত্র আপনার প্রশংসা ও গুণগানের জন্য) আপনার জন্যই, শরীরের মধ্যে প্রাণ আপনার জন্যই। আমরা এই ধরায়(আপনার ফরমাবরদারি ও আনুগত্যের জন্যই) আপনার জন্যই এসেছি এবং আল্লাহ্ যদি চান তাহলে কবরের যাওয়ার পর যখন উঠবো তখন সেই উঠা যেন আপনার জন্যই সম্ভব হয়।

সবা ওহ চলে কে বাগ ফলে ওহ ফুল খিলে কে দিন হো ভলে
লেওা কে তলে সানা মে খুলে রেযা কি যুবান তুমহারে লিয়ে।

অনুবাদঃ-প্রভাতের অনিল সমস্ত ফল ও ফুল প্রস্ফুটিত করে তোলে, ফল ও ফুল প্রস্ফুটিত করার সাথে সাথে আমাদের নসিবও যেন প্রস্ফুটিত করে দেন, কিয়ামতের দিনে যখন আপনি ? নিজ হস্তে প্রশংসিত ঝান্ডা(পতাকা) নিয়ে যাহির হবেন তখন যেন এই আহমদ রেযা খানের জুবান খুলে যায় এবং আপনার প্রশংসা করতে পারি। আমার মুখ সেখানে যেন আপনার প্রশংসার জন্যই উন্মুক্ত হয়।

সানায়ে সরকার হ্যায় ওযিফা কবুলে সরকার হ্যায় তামান্না
না শায়েরি কি হবস না পর্বাহ রদি থী ক্যায়সে কাফিয়ে থে।

অনুবাদঃ-ইয়া রসুল্লাল্লাহ ﷺ!আপনার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাটাই হলো আমার ওযিফা, এই ওযিফা কবুল হওয়া আমার জিবনের একমাত্র ও অন্তিম ইচ্ছা। আমার কবিতা ও ছন্দ প্রকরণ করার কোন ইচ্ছে নেই শুধুমাত্র আপনার ﷺ শান ও মর্যাদার বর্ণনা ও আপনার ﷺ প্রতি আমার প্রেম,শ্রদ্ধা ও ভক্তি ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা করে থাকি।

তিনিবাস্তবিকভাবে নবী ﷺ প্রেমিক ছিলেন। তাঁর জীবন সর্বাবস্থায় নবীর ﷺ জন্য নিবেদিত ছিল, তিনি উদর ইশকে মুস্তাফার ﷺ ধন দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।আলা হযরত নিজে বলেন, আলহামদুলিল্লাহ আমার হৃদয়কে দুই খণ্ড করা হলে,আল্লাহর কসম করে বলছি,একটি খণ্ডে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং অপরটিতে মুহাম্মাদ রসুলল্লাহ ﷺ দেখতে পাবেন।

আল্লাহর প্রিয় রসুলের ﷺ প্রতি তাঁর প্রেম, ভক্তি শ্রদ্ধার উদাহরণ অতুলনীয় যা অসাদৃশ্য। মহানবীর ﷺ প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা যেটা কোরআনের অক্ষরে অক্ষরে, ইমানের রূহে, এবং দ্বীনের জানে দেখতে পায়। তাঁর ﷺ প্রতি এই ভালোবাসা যদি অটুট ও কঠোর না হয় তাহলে সমস্ত আকিদাহ ও ভাবধারা, ইলম ও আমাল সব কিছুই অর্থহীন। হযরত ইমামে রব্বানি মুজাদ্দিদ আলফ সানি কুদ্দুস সিররুহুর কাছে জিজ্ঞেস করা হল;

ভালবাসার গুরুত্ব কি? তিনি বলেন, ''একবার একদল দরবেশ বসেছিলেন, আর এই ফকির,যে মহানবির ﷺ একজন নগন্য গোলামও তাদের সাথে ছিলাম, রসুলের ﷺউপর অফুরন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা কারণে তাদের বললেন, সরবারে দো আলম ﷺএঁর প্রতি মুহাব্বত আমার উপর নিহিত আছে তাই আমি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাকে ঘনিষ্ঠ রাখি, কারণ তিনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর সৃষ্টিকর্তা রব। এতে শ্রোতারা বিস্ময়ে পরে গেলেন, কিন্তু বিরোধিতার কোনো রাস্তা ছিল না, কারন এক সময় এটি হজরত রাবিয়া বসরি আলাইহা রাহমা আল্লাহর রাসূল ﷺ এর জবাবে যা বলেছিলেন তার বিপরীত, তিনি বলেছিলেন আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা আমার মধ্যে এমনভাবে জারি হয়ে গেছে যে, আপনার ﷺজন্য কোনও জায়গা খালি নেই। এই দুটি কথা যদিও সুক্কুরের (সুক্কুর আওলিয়াদের মরতবা বা মর্যাদা বোঝায় ও তাঁদের হাকিকী প্রেমের অর্থকে বোঝায়) বার্তা দেয়, কিন্তু আমার কথা সত্যি। হজরত রাবিয়া বসরি আলাইহা রাহমা

পশ্চিমবঙ্গে ইসলাম প্রচারে উলামায়ে কেরামের অবদান

মুফতি শামসুদ্দোহা মিসবাহী
ফলতা দঃ২৪পরগনা পঃবঃ

حامدا مصليا و مسلما

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

অনুবাদঃ- তোমরা হলে শ্রেষ্ঠতম ওইসব উম্মতের মধ্যে যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানবজাতির মধ্যে সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করছো

(সূরা আল ইমরান ১১০)

মহান আল্লাহ তা'আলা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য অসংখ্য নবী ও রসূলগনদের এই ধরার বুকে প্রেরণ করেছেন ।ধারাবাহিকতার সহিত প্রত্যেক নবী ও রসূল স্বীয় হেদায়াতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। অবশেষে আমাদের শেষ নবীর পর এই মহান দায়িত্ব পালন করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা নবীগনের উত্তরাধিকারী আলিম সম্প্রদায়কে বেছে নিলেন, যাহারা ধারাবাহিকতার সহিত যুগে যুগে বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামে প্রচার প্রসারের এই মহান দায়িত্ব পালন করেন। আজ আমরা এই সংক্ষিপ্ত লেখনীর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে ইসলাম প্রচার-প্রসারে আলেম সম্প্রদায় কী ভূমিকা পালন করেছেন ও তাঁদের অবদান কি আছে এ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব ইন শা আল্লাহ !

বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব কবে হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল তবে ইতিহাসের আলোকে এরূপ বর্ণনা করা যেতে পারে।

মূলত অখন্ড ভারত সহ বাংলায় সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকেই আরবের মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে হয়েছিল, তারা যেসব বন্দরের যাত্রা বিরতি করতেন সেখানে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজও করতেন এবং ঐতিহাসিকদের মতে ৭১২ খ্রি: মোহাম্মদ ইবনে কাসেমের সিন্ধু বিজয়ের ফলে গোটা ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের পথ উন্মুক্ত হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় অখন্ড ভারত সহ বাংলাতেও বহু মুসলিম মুবাল্লীগ ধর্ম প্রচারের জন্য আগমন করেন, যুগের সাথে আগত মুবাল্লীগ ও ধর্ম প্রচারকারীর শিষ্য ও অন্যান্য ধর্মপ্রচারকারীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।ফলে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজ ধারাবাহিকতার সহিত বাংলায় চলতে থাকে।

বাংলায় ধর্ম প্রচারকারী ও ইসলামে প্রচার প্রসারে যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম:-

১-আয়নায়ে হিন্দ হযরত সিরাজউদ্দিন আখি (মালদাহ)

২-আলাউল হক্কথপান্ডাবী (মালদাহ)

৩-গওসে বাঙ্গালা হযরত সাইয়েদ শামসুদ্দিন শাহ (রানীগঞ্জ)

৪-হযরত দাতা মাহবুব শাহ (পাথর চাপুড়ী, বীরভূম)

৫-হযরত সাইয়েদ শাহ মুরশিদ আলী আল কাদেরী (মেদিনীপুর)

৬-হযরত সাইয়েদ গাজী মোবারক শাহ (ঘুটিয়ারি শরীফ)

৭-হযরত সৈয়দ শাহ ফাইয়াজ চিশতী (বাসুবাটি, হুগলি)

৮-হযরত মেহেরুল্লাহ শাহ ক্বাদেরী (মেটিয়াবুর্জ

৯-হযরত সাইয়েদ হাসান মুসা রেজা

(ঘুটিয়ারি শরিফ)

১০-হযরত নাসিরুদ্দিন আওলিয়া

(দঃ২৪ পরগনা) রাহিমাহুমুল্লাহ

এছাড়া বাংলাদেশের বহু আউলিয়ায়ে কেরাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

বাংলায় আওলিয়ায়ে কেরামগণ যুগ ও সময়কে সম্মুখে রেখে যে স্থানে যেমন খিদমতের প্রয়োজন ছিল সেরকম খিদমত করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে অগনিত অবদান রেখে গেছেন যেমন:-

ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের জন্য বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানক্বাহ এর রুপে প্রতিষ্ঠা গড়ে তোলেন ।

এছাড়া বায়াত (পীর-মুরিদী), ওয়াজ নসিহত ও বহু লেখনি পুস্তক দ্বারা মুসলমানদের ইসলামের সঠিক দিশা দেখিয়েছেন।

গত পাঁচ দশক থেকে এখন পর্যন্ত উলামায়ে কেরামগন ও বাংলার ধরায় পূর্বের আওলিয়ায়ে কেরামের ন্যায় মসজিদ, মাদ্রাসা খানক্বাহ স্থাপন, বায়াত তথা পীর মুরিদি, ওয়াজ নসিহত, সমাজ ও সময় সাপেক্ষে লেখনী পুস্তক ও ডিজিটাল টেকনোলজি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন রকম দ্বীনি খেদমত করে ইসলাম প্রচার ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন যার ফলে বাংলার মুসলমান ইসলামিক ও পার্থীব শিক্ষা অর্জন করার জন্য বহু মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ ও প্রয়োজনীয় ইসলামিক পুস্তক পেয়ে তার সাহায্যে নিজের জীবনযাত্রা সঠিক পথে পরিচালিত করছে।

এক কথায় আমরা বাংলার ধরায় ইসলামকে যে উজ্জ্বল রবির মতো তার কিরণ বিকশিত করতে দেখছি তা সবই ওই সমস্ত উলামায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে এযামের কঠোর পরিশ্রমের ফল ও অমূল্য অবদান।

ইতি:-

মুফতি শামসুদ্দোহা মিসবাহী

ফলতা দঃ২৪পরগনা পঃবঃ

THE MONTHLY AL-MISBAH MAGAZINE

SEPTEMBER
2024

প্রশ্ন করুন

কোন শরয়ী মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য যোগাযোগ করুন

95546 21297
6296822303
96093 01137

আপনিও লিখুন

আল্-মিসবাহ মাসিক পত্রিকায় লেখা সাদরে গ্রহণ করা হবে। তবে কপি-পেস্ট বা অন্যের লেখা চুরি করে না পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন

78658 64344
95546 21297
62968 22303

মতামত জানান

আল্-মিসবাহ মাসিক পত্রিকা আপনার মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায়রয়েছে। আপনার প্রিয় পত্রিকা সম্পর্কে আপনি মতামত জানাতে পারেন।

62968 22303
95546 21297

বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন

62968 22303
95546 21297

Designed by: Roushan Ali-9733301647